ছহীহ

তাবিজের কিতাব

বা

লোকমানী চিকিৎসা

Scanned by CamScanner

সোলেমানী তাবিজাত
ও
লোকমানী চিকিৎসা

প্রণেতা
মাওঃ আবুল খায়ের মোহাম্মদ ছিদ্দীক
মকছুদুল মোহছেনীন-এর লেখক
ও
মাওঃ আঃ রশীদ ফারায়েজী
শিক্ষক এমদাদিয়া আজিজুলউলুম মাদ্রাসা
কক্সবাজার

পরিবেশনায়ঃ

সোলেমানীয়া বুক হাউস	চৌধুরী এন্ড সন্স
৩৬ নং বাংলাবাজার (২য় তলা) ঢাকা-১১০০	৩৬ নং বাংলাবাজার দ্বিতীয় তলা ঢাকা
	হাদিয়াঃ ৫০ টাকা মাত্র

Scanned by CamScanner

প্রকাশক ঃ
মোঃ সোলায়মান
সোলেমানীয়া বুক হাউস
৫০নং বাংলাবাজার
প্রথম তলা, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ-মার্চ ১৯৯৩
দ্বিতীয় প্রকাশ মার্চ -১৯৯৪
[সর্বস্বত্ব প্রকাশকের]

মুদ্রণে ঃ আফতাব আর্ট প্রেস
তনুগঞ্জ লেন
সুত্রাপুর-ঢাকা

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
দি বাড কম্পিউটার্স
ঢাকা-১১০০

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

- হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)
- প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)
- হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ)
- হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)
- হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ)
- হযরত ফাতেমা (রাঃ)
- হযরত রহিমা (রাঃ)
- হযরত খাদিজা (রাঃ)
- হযরত আছিয়া বিবি
- হযরত খাজা মুইনদ্দিন চিশ্‌তী
- নামাজ শিক্ষা ও নরনারীর জরুরী মাছায়েল
- ছহী নূরানী নামাজ ও মাছআলা শিক্ষা
- নূরানী মজমুয়ায়ে পাঞ্জেগানা অজিফা
- বাংলা নুজহাতুল ক্বারী
- হজ্জ্ব ওমরাহ ও জিয়ারতে মদীনা
- ছহী সোলেমানী খাবনামা ফালনামা ও তাবীর

সোলেমানীয়া বুক হাউস
৭নং আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান
বায়তুল মোকাররম
ঢাকা-১০০০

বিষ্ণুপদ বাবু
রেলওয়ে বুকষ্টল ঈশ্বরদী
পাবনা ও শান্তাহার

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
ভালবাসা বা মহব্বত সৃষ্টির তদবীর	৭
ভালবাসা বা মহব্বত সৃষ্টির দ্বিতীয় তদবীর	৭
ভালবেসে কাছে পাওয়ার তদবীর	৭
ভালবাসতে রাজী না হইলে তদবীর	৮
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসার তদবীর	৮
ভালবেসে একান্ত কাছে পাওয়ার তদবীর	৮
ভালবেসে কাছে পাওয়ার তদবীর	৯
প্রেমিক ও প্রেমিকার মিলনের তদবীর	৯
ভালবাসার ব্যক্তিকে পাওয়ার তদবীর	১০
গভীর প্রেমের তদবীর	১০
কোন যুবতীকে ভালবাসায় জড়ানোর	১১
প্রেমিককে কাছে পাওয়ার তদবীর	১২
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির তদবীর	১২
প্রেমিকাকে প্রেমে পাগল করিবার তদবীর	১২
প্রেমিকাকে প্রেমে পাগল করিবার তদবীর	১৩
ভালবাসা বা মহব্বত সৃষ্টির তদবীর	১৪
অবাধ্য নারীকে বাধ্য করিবার তদবীর	১৪
স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্য দূরের তদবীর	১৪
কর্কশ বা রুক্ষ স্বভাবের স্বামীকে নম্র স্বভাবের করার তদবীর	১৪
ভালবাসা বা মহব্বত সৃষ্টির তদবীর	১৫
যুবতীকে বশীভূত করিবার তদবীর	১৫
যুবতীকে ভালবেসে বাসনা পূর্ণ করিবার তদবীর	১৬
যুবককে ভাল বেসে বাসনা পূর্ণ করিবার তদবীর	১৬
ভালবেসে মনের আশা পূর্ণ করিবার বশীভুত করিবার তদবীর	১৬
ভালবেসে বিয়ে করিবার তদবীর	১৭
ভালবেসে বিয়ে করিবার দ্বিতীয় তদবীর	১৮
ভালবেসে কাছে পাওয়ার তদবীর	১৮
অবাধ্য স্বামীকে বাধ্য করিবার তদবীর	১৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	
যাদুর ক্রিয়া নষ্টের তদবীর	১৯
জ্বীন বা মানুষরূপী শয়তানের যাদুর ক্রিয়া নষ্টের তদবীর	১৯
যাদুর আছর থেকে ভাল হওয়ার তদবীর	২০
যাদু টোনা থেকে মুক্ত থাকার সহজ উপায় তদবীর	২০
যাদুগ্রস্থ ব্যক্তিকে ভাল করিবার তদবীর	২১
যাদু টোনা থেকে রক্ষা পাওয়ার তদবীর	২২
যাদুর আছর নষ্টের তদবীর	
যাদুর ক্রিয়া নষ্টের বিশেষ তদবীর	২২
যাদু টোনা বা বান থেকে মুক্তির তদবীর	২৩
তৃতীয় অধ্যায়	
বদ নজর ও মুখ দোষ হইতে বাচিবার তদবীর	২৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
মালামালের উপর বদনজর ও মুখ দোষ না হওয়ার তদবীর	২৪
বাচ্চাদের উপর বদনজর ও মুখ দোষ না হওয়ার তদবীর	২৪
বদনজর ও মুখ দোষ হইতে মুক্ত থাকার তদবীর	২৪
বদনজর ও মুখ দোষ দুর করিবার তদবীর	২৫
বদনজর ও মুখ দোষ হইতে বাচিবার পরীক্ষিত তদবীর	২৬
ছেলেমেয়েদেরকে বদনজর ও মুখ দোষ হইতে রক্ষার তদবীর	২৬
বদনজর ও মুখ দোষ হইতে মাহফুজ থাকার তদবীর	২৬
বদনজর, মুখ দোষ ও বিপদাপদ হইতে বাচিবার তদবীর	২৬
পশুর উপর বদনজরের তদবীর	২৭
আয়াতে কুতুবের তদবীর	২৭
বদনজর হইতে আরোগ্য লাভের তদবীর	২৭

চতুর্থ অধ্যায়

জ্বরের বিভিন্ন তদবীর

বিষয়	পৃষ্ঠা
কালাজ্বরের তদবীর	২৮
গাঁতা জ্বরের তদবীর	২৯

পঞ্চম অধ্যায়

যাবতীয় ব্যথার তদবীর

বিষয়	পৃষ্ঠা
পেট বেদনার তদবীর	২৯
পেট বেদনার অন্য তদবীর	৩২
গর্ভবতী মহিলার পেট ব্যথার তদবীর	৩২
কলিজা বেদনার তদবীর	৩২
কোমর বেদনার তদবীর	৩৩
নাভীর ব্যথার তদবীর	৩৩
হাতের বেদনার তদবীর	৩৩
নাভীর ব্যথার তদবীর	৩৩
হাতের বেদনার তদবীর	৩৩
গলা ব্যথার তদবীর	৩৩
দাঁত ব্যথার তদবীর	৩৪
চোখের বেদনার তদবীর	৩৪
রাতকানা রোগের তদবীর	৩৫
দিলের ভয় ও হৃদকম্পের তদবীর	৩৫
কান ব্যথার তদবীর	৩৫
বমীর তদবীর	৩৫
মাথা ব্যথার তদবীর	৩৫
অর্ধ মাথা ব্যথার তদবীর	৩৬
মৃগী রোগের তদবীর	৩৬
মৃগী রোগের অন্য তদবীর	৩৭
মৃগী রোগের অন্য তদবীর	৩৭
অর্শ রোগের তদবীর	৩৭
প্লিহা রোগের তদবীর	৩৮
পেশাব বন্ধের তদবীর	৩৮
মানুষ ও পশুর পেশাব বন্ধের তদবীর	৩৮
বসন্ত রোগের তদবীর	৩৮
কলেরা রোগের তদবীর	৩৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
মেয়েলোকের যাবতীয় রোগের তদবীর	৪০
বন্ধ্যা বা বাঝা মেয়েলোকের তদবীর	৪০
স্বামী-স্ত্রী উভয় বন্ধ্যা হইলে উহার তদবীর	৪১
গর্ভ নষ্টের তদবীর	৪১
গর্ভবতী স্বপ্নে ভয় পাইলে তদবীর	৪২
গর্ভাবস্থায় কষ্ট পাইলে উহার তদবীর	৪২
প্রসব বেদনার তদবীর	৪৩
প্রসব বেদনার দ্বিতীয় তদবীর	৪৩
গর্ভস্থায়ী হওয়ার তদবীর	৪৪
প্রসবের পর ফুল বাহির না হইলে তদবীর	৪৪
হায়েজ নেফাছ ব্যথার তদবীর	৪৫
হায়েজ নেফাছের অতিরিক্ত রক্ত বন্ধের তদবীর	৪৫
মেয়েলোকের দুধ বেশি হইবার তদবীর	৪৫

সপ্তম অধ্যায়

বিভিন্ন রোগের তদবীর

বিষয়	পৃষ্ঠা
পুরুষত্বহীন বা মর্দামী শক্তির তদবীর	৪৫
পুরুষত্বহীন বা মর্দামী শক্তির দ্বিতীয় তদবীর	৪৬
পুরুষত্বহীন বা মর্দামী শক্তির তৃতীয় তদবীর	৪৬
স্বপ্ন দোষের তদবীর	৪৭
সন্তান নিরাপদে রাখার তদবীর	৪৭
শিশুগণ বেশী কাঁদিলে উহার তদবীর	৪৭
শিশু ঘুমে চমকাইয়া উঠিলে তদবীর	৪৭
শিশুকে দুধ ছাড়াইবার তদবীর	৪৮
শিশুর দীর্ঘায়ুর তদবীর	৪৮
দুষ্ট ছেলের দুষ্টামী বন্ধের তদবীর	৪৯
অর্শ রোগের তদবীর	৪৯
শিশুর তোতলা জবানের তদবীর	৪৯
কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগের তদবীর	৫০
স্মরণ শক্তির তদবীর	৫০
রিযিক বৃদ্ধির তদবীর	৫১
পলাতক ব্যক্তির তদবীর	৫২
প্রিয়জন, চাকর ও পশু পলাতকের তদবীর	৫৩
নাক অরিশের তদবীর	৫৪
পাতলা পায়খানা বন্ধের তদবীর	৫৪

অষ্টম অধ্যায়

জেল হইতে মুক্তির তদবীর

বিষয়	পৃষ্ঠা
জেল হইতে মুক্তির তদবীর সমূহ	৫৫
মেয়ে বিবাহে রাজী না হইলে তদবীরসমূহ	৫৫
মহিলার গুপ্ত স্থানের তদবীর	৫৯
প্রসিদ্ধ তেত্রিশ আয়াত	৬১–৬২

নবম অধ্যায়

শত্রুর শত্রুতার তদবীর

বিষয়	পৃষ্ঠা
শত্রুর শত্রুতার তদবীর সমূহ	৬৩–৬৪
দুইজনের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির তদবীর	৬৬
বিচারকের সম্মুখে যাওয়ার তদবীর	৬৭
শত্রু দমন করার জন্য আমল	৬৭
জালেমকে ধ্বংস করার তদবীর শত্রুকে ধ্বংস করার তদবীর শত্রুকে ধ্বংস করার আমল শত্রুকে দমন করার জন্য আমল	৬৭–৬৮
শত্রু ও বিপদাপদ হইতে বাঁচবার আমল	৬৮
চোর ধরিবার তদবীর সমূহ	৬৯–৭১
শিশুরোগের তদবীর সমূহ	৭১–৭২
ঘুমের ভিতরে দাঁত কাটার তদবীর	৭৩
শিশুর মাতৃকা রোগের তদবীর সমূহ	৭৩
শুকনা শিশু মোটা হইবার তদবীর	৭৪

দশম অধ্যায়

ফসল বেশি ও শাপ, বিচ্ছু, জন্তুর পোকা ইত্যাদির তদবীর

বিষয়	পৃষ্ঠা
মশা নিবারণের তদবীর	৭৪
সাপ বিচ্ছু হইতে রক্ষা পাওয়ার আমল	৭৫
সাপে দংশন করিলে উহার তদবীর সমূহ	৭৬
পাগল কুকুরের কামড়ের তদবীর	৭৭
সাপ, বিচ্ছু ও জীবজন্তুর ভয়ের তদবীর	৭৭
ইদুরের উৎপাতের তদবীর	৭৭
ইদুর দূর করিবার টোটকা তদবীর	৭৭
পঙ্গপালের টোটকা চিকিৎসা	৭৮
শস্য ক্ষেত সর্ব প্রকার উৎপাত হইতে রক্ষার তদবীর	৭৮
চতুষ্পদ জীবের জখমের পোকা নিবারণের তদবীর	৭৮
যেই গৃহে সাপের ভয় আছে তাহার তদবীর	৭৯
পাখী ও পোকার আক্রমনের তদবীর	৭৯
বন্য শুয়ারের উৎপাতের তদবীর	৮০
বন্য পশুর ফসল নষ্টের তদবীর	৮০
ক্ষেতে বীজ বুনিবার সময়ের তদবীর	৮০
ক্ষেত্রে বেশি ফসল হওয়ার তদবীর	৮০
যাবতীয় পোকা মাকড়ের তদবীর	৮১

একাদশ অধ্যায়

জ্বিনের তদবীর

বিষয়	পৃষ্ঠা
জ্বিনের তদবীর সমূহ	৮১–৮৩
জ্বিনে টিল মারিলে তাহার তদবীর	৮৪
জ্বিনের আছর দূর করিবার তদবীর	৮৫
বাড়ী ঘর হইতে জ্বিন দূর করার তদবীর	৮৫
বাড়ী বন্ধ করিবার নিয়ম ও তদবীর	৮৫

Scanned by CamScanner

বিষয়	পৃষ্ঠা
জ্বিনের আছর পরীক্ষার নিয়ম	৮৭
জ্বিনের পরীক্ষিত তদবীর	৮৭
জ্বিন হাজীর করিয়া আমল	৮৮
জ্বিন হাজীর করিয়া কিছু জানিবার তদবীর	৮৯
জ্বিনের উৎপাত বন্ধ করার তদবীর	৮৯
সর্দারকে হাজির করিবার তদবীর	৮৯
ভূত তাড়াইবার অত্যাশ্চার্য তদবীর	৯০
লোকমানি চিকিৎসা	
পুরুষাঙ্গ শক্ত ও মোটা হইবার ঔষধ	৯১
লিঙ্গ মোটা তাজা করিবার উপায়	৯২
যৌন শক্তি বৃদ্ধির মহৌষধ	৯২
সঙ্গম শক্তি বৃদ্ধির ঔষধ	৯২
সঙ্গম শক্তির আশ্চর্য ঔষধ	৯২
যৌন দুর্বলতার মহৌষধ	৯২
বীর্য গাড় করিবার আশ্চর্য হালুয়া	৯২
পুরুষত্বহীনতার মহৌষধ	৯২
শক্র গাঢ় হইবার ঔষধ	৯২
যৌন শক্তির দাওয়াই	৯৩
পুরুষাঙ্গের একটি আশ্চর্য মালিশ	৯৩
যৌন দুর্বলতার একটি পরিক্ষিত মহৌষধ	৯৩
স্ত্রী সহবাসে সক্ষম হইবার ঔষধ	৯৪
পুরুষাঙ্গ লম্বা হওয়ার ঔষধ	৯৪
দেরীতে বীর্যপাতের ঔষধ	৯৪
হস্তমৈথুন কারীর জন্য একটি মহৌষধ	৯৪
দুর্বল লিঙ্গের একটি মহৌষধ	
অতিরিক্ত যৌনশক্তি কমাইবার মহৌষধ	৯৪
দ্রুত বীর্যপাতের মতৌষধ	৯৪
দেরীতে বীর্যপাতের আশ্চর্য মহৌষধ	৯৪
প্রমেহ রোগের উত্তম ঔষধ	৯৫
মেহ রোগের আশ্চর্য মহৌষধ	৯৫
সিপলিস রোগের ঔষধ	৯৬
মেয়েলোকের যৌনাঙ্গ প্রসস্তের ঔষধ	৯৬
সন্তানহীনা নারীর সন্তান হওয়ার	৯৬
চিকিৎসা টোটকা চিকিৎসা	৯৭
ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের চিকিৎসা	৯৭
ম্যালেরিয়া জ্বরের চিকিৎসা	৯৭
মেহ জনীত জ্বরের চিকিৎসা	৯৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্লীহা জ্বর ও পুরাতন জ্বরের চিকিৎসা	৯৭
পিত্ত্ব জ্বরের চিকিৎসা	৯৮
সর্দি জ্বরের চিকিৎসা	৯৮
গাতাজ্বর বা পালা জ্বরের চিকিৎসা	৯৮
জ্বরে কপাল ও মাথা ব্যাথার চিকিৎসা	৯৮
জ্বরে গাত্র দাহের চিকিৎস	৯৮
পেটের ও চর্ম রোগের চিকিৎসা	৯৮
অম্ল ও পিত্ত্ব রোগের চিকিৎসা	৯৮
পেট ফাঁপার চিকিৎসা	৯৮
রেটের পীড়ার চিকিৎসা	৯৮
লিভার বেদনর চিকিৎসা	৯৮
আমাশয় রোগের চিকিৎসা	৯৯
ক্রিমি রোগের চিকিৎসা	৯৯
পেট কামড়ীর চিকিৎসা	৯৯
রক্তামাশয়ের চিকিৎসা	৯৯
খোশ পাচড়ার চিকিৎসা	৯৯
ঘামাচির চিকিৎসা	৯৯
চুলকানির চিকিৎসা	১০০
ফোঁড়ার চিকিৎসা	১০০
বিষ ফোড়ার চিকিৎসত	১০০
লূতি বা হামের চিকিৎসা	১০০
ক্ষত রোগের চিকিৎসা	১০০
কর্ণ রোগের চিকিৎসা	১০০
চোখের চিকিৎসা	১০০
নাসিকা রোগের চিকিৎসা	১০০
দন্ত রোগের চিকিৎসা	১০০
ঘাড় ও কোমর বেদনার চিকিৎসা	১০০
জিহবার ঘায়ের চিকিৎসা	১০১
বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা	১০১
পোড়া ঘায়ের চিকিৎসা	১০২
পোড়া ঘায়ের চিকিৎসা	১০২
দাতের চিকিৎসা	১০২
ছুলী বা ছৌদের চিকিৎসা	১০২
ব্রণের চিকিৎসা	১০২
বিভিন্ন লতা পাতা, ফল ও গাছের সাহায্যে বহুবিধ রোগের চিকিৎসা	১০২-১১২

প্রথম অধ্যায়

প্রেম, ভালবাসা বা মহব্বতের তদবীর

ভালবাসা বা মহব্বত সৃষ্টির তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি কোন লোককে জায়েজ তরিকায় মহব্বত করিতে চায়, তবে সে ব্যক্তি সাতশত ছিয়াশিবার বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করিয়া প্রতিবারে এক গ্লাশ পানিতে ফুঁক দিবে। ঐ পানি যাহাকে মহব্বত করিবে তাহাকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে উভয়ের মধ্যে মহব্বত পয়দা হইবে।

ভালবাসা বা মহব্বত সৃষ্টির দ্বিতীয় তদবীর

যদি কেহ কাহাকেও মহব্বত করিতে চায়, তাহা হইলে নিম্নের নকশাটি লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া ডান হাতের বাজুতে ব্যবহার করিবে। ইনশাআল্লাহ তায়ালা মহব্বত পাকাপোক্ত হইবে। নকশা এই ঃ-

٧٨٦

والذ ين	الله	كحب	يحبونهم
امنوا	والذين	الله	كحب
اشدحبا	امنوا	ولذين	الله
لله	اشدحبا	امنوا	والدين

ভালবেসে বা মহব্বত করে কাছে পাওয়ার তদবীর

যদি কেহ কাহাকেও ভালবাসে, তবে নিম্নের নকশা কাগজে লিখিয়া উভয়ের নাম লিখিয়া কাপড়ে মোড়াইয়া যে কোন বৃক্ষের ডালে ঝুলাইয়া বাঁধিবে। আল্লাহর রহমতে যখন বাতাসে তাবিজ নড়াচড়া করিবে তখন মাশুক ছুটিয়া আসিবে। নকশা এই ঃ-

٧٨٦

٢٥.	٢٥٣	٢٥٦	٢٤٣
٢٥٥	٢٤٤	٢٤٩	٢٥٤
٢٤٥	٢٥٨	٢٥١	٢٤٨
٢٥٢	٢٤٧	٢٤٦	٢٥٧

Scanned by CamScanner

ভালবাসতে রাজী না হইলে তদবীর

যদি কেহ কাহারো উপর আশেক হয়, তাহা হইলে মাশুকের ব্যবহারকৃত কাপড়ের একটি টুকরায় নিম্নের নকশাটি শনিবারে লিখিয়া আগুনের ভিতর ফেলিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে মাশুক পাগল হইয়া ছুটিয়া আসিবে। তবে নাজায়েজভাবে এই তদবীর করিবে না। নকশা এইঃ-

٧٨٦

ع١١١٣	ع١١٩	ع٢١١٣	ع١١١٧
ع١٣١٩	ع١١٩	ع٢١٩	ع١١ ١١
ع٩١٣	ع١٣	ع٩١١٢	ع١٢٩٩
ع٩١٣	ع٩٢١١	ع٩١٠	ع١٩١١

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসার তদবীর

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসা পয়দা হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি দুই টুকরা কাগজে লিখিয়া একটি পানিতে ধুইয়া উক্ত পানি স্বামীকে পান করাইবে এবং অপরটি মাদুলিতে ভরিয়া স্ত্রীর হাতে বাঁধিয়া ব্যবহার করিবে। আল্লাহর কৃপায় উভয়ের মধ্যে মহব্বত গভীর হইবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

٨	١١	١٤	١
١٣	٢	٧	١٢
٣	١٦	٩	٦
١٠	٥	٤	١٥

ভালবেসে একান্ত কাছে পাওয়ার তদবীর

যদি কেহ কাহাকে মহব্বত করে এবং তাহাকে পাইতে আকাঙ্খী হয়, তাহা হইলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া যাহাকে মহব্বত করে তাহার গৃহে দাফন করিয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে মহব্বত সৃষ্টি হইয়া তাহাকে লাভ করিবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

١٤	١١	٤	١٧
٥	١٦	١٥	١٠
١٩	٦	٩	١٢
٨	١٣	١٨	٧

فلان بن فلان

ভালবেসে মাশুককে কাছে পাওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি কাহারো উপর আশেক হইয়া অধিক মাত্রায় অস্থির হইয়া পরে, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া সলিতা বানাইয়া তিলের তৈল মিসাইয়া জ্বালাবে আল্লাহর রহমতে কিছু দিনের মধ্যে মাশুককে পাইবে।

নকশার নিচে প্রথম ফলানের স্থানে আশেকের নাম এবং দ্বিতীয় ফলানের স্থানে মাশুকের নাম লিখিতে হইবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

١١	٨	١	١٤
٢	١٣	١٢	٧
١٦	١٣	٦	٩
٥	١٠	١٥	٤

فلان بين فلان

প্রেমিক ও প্রেমিকার মিলনের পরীক্ষিত তদবীর

আশেক ও মাশুকের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি এবং মিলনের জন্য এই তদবীরটি পরিক্ষিত এবং আশ্চার্য রকমের ফলদায়ক। ইহা চার প্রকারে বা নিয়মে করা যায়।

প্রথম নিয়মঃ- এই নকশা কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া ডালিম গাছে ঝুলাইয়া বাঁধিয়া দিবে। বাতাসে যখন এই নকশা নড়াচড়া করিবে তখন মাশুক মিলিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয় নিয়মঃ- এই নকশাটি লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া যে কোন ময়দানের মধ্যে দাফন করিয়া রাখিবে। ইনশাআল্লাহ অল্প দিনের মধ্যে মাশুককে পাইবে।

তৃতীয় নিয়মঃ এই নকশা লিখিয়া গমের আটা দ্বারা ভিতরে নকশা দিয়া গুলি বানাইয়া একুশ দিন পর্যন্ত সকাল বেলা নদীতে বা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে। আল্লাহ তায়ালার রহমতে মাশুক মিলিবার জন্য পাগল হইয়া যাইবে এবং তাহাকে পাইবে।

Scanned by CamScanner

চতুর্থ নিয়মঃ এই নকশা লিখিয়া সলিতা বানাইয়া একুশ দিন পর্যন্ত জ্বালাইবে। সলিতার মুখ মাশুকের বাড়ীর দিকে রাখিবে। ইনশাআল্লাহ তায়ালা অল্প দিনের ভিতরে মাশুককে লাভ করিবে। নকশার নিচে ফলানের স্থানে আশেক মাশুকের নাম লিখিতে হইবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

احد	الله	هو	قل
يلد	لم	الصمد	الله
ولم	لد	يو	ولم
احد	كفوا	له	يكن

فلان بين فلان

ভালবাসার বা আসক্তিত ব্যক্তিকে পাওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি কাহারো উপর আসক্ত হইয়া পরে এবং তাহাকে কাছে পাইতে চায় তবে নিম্নোক্ত নকশাটি চিনা মাটির বর্তনে লিখিয়া পানিতে ধুইয়া ঐ পানি যাহার উপর আসক্ত হইয়াছে, তাহাকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে কামিয়াব হইবে। নকশা এইঃ-

٧٨٦

٢٤.١	٤١	٨	ك
٧	٢١	ر	٤٢
٢٢	ى	٢٩	١٩٩
		٢٣	

فلان بن فلان

গভীর প্রেমের তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চায় কিংবা স্বামী স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী স্বামীকে মহব্বৎ বৃদ্ধি করিতে চায়, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি মেশক ও জাফরান গোলা কালি দ্বারা লিখিয়া নকশার নীচে লিখিত প্রথম ফলনের স্থানে প্রেমিকার নাম ও দ্বিতীয় ফলানের স্থানে তাহার মায়ের নাম লিখিবে। তারপর এক গ্লাস দুধের মধ্যে উক্ত নকশা গুলিয়া দুধের ভিতরে তিনবার কুলি করাইয়া পান করাইবে। তিন দিন অথবা সাত দিন পর্যন্ত এই নিয়মে পান করাইবে।

কিন্তু এই আমল করিবার পূর্বে চল্লিশদিন পর্যন্ত নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া আটার ভিতরে ভরিয়া গুলি বানাইয়া সমূদ্রে অথবা নদীতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। তারপর প্রেমিককে দুধ পান করাইবে। নকশাটি এইঃ-

طہ لد ے ١١١ ١١١

٨	٢	١.
٩	٧	٤
٣	١١	٦

على حب فلان بنت فلان

গভীর প্রেমের দ্বিতীয় তদবীর

প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে ভালবাসা বাড়াইবার জন্য অথবা উভয়ের মিলনের জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি পানিতে গুলাইয়া ঐ পানি উভয়কে পান করাইবে। অথবা মাদুলিতে ভরিয়া উভয়ের হাতে ব্যবহার করিবে। ইহা পরীক্ষিত আমল। নকশা এইঃ-

٧٨٦

١.	٢	٨
٤	٧	٩
٦	١١	٣
فلان	فلان بن	على حب

কোন যুবতীকে ভালবাসায় জড়ানোর তদবীর

যদি কোন যুবক কোন যুবতীকে ভালবাসে এবং তাহাকে পাইতে চায়, তবে সেই যুবতীর ব্যবহৃত জামা আনিয়া উহাতে শনিবার দিন আসর নামাজের পরে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া সলিতা বানাইয়া কালো গাভীর দুধের ঘৃত দ্বারা জ্বালাইবে। আল্লাহর রহমতে তৎক্ষনাৎ উক্ত যুবতী ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিবে। এই তদবীর পরীক্ষিত। সাবধান কোন অবস্থায়ই ইহা নাজায়েজ কার্য্যে ব্যবহার করিবে না। নকশাটি এইঃ-

Scanned by CamScanner

٧٨٦

صـه	الله	يارحيم	٢٣٣١	غـفـور
هـوآ				
عـحـحـه				
فيـه				
٥١.٥٥				

প্রেমিককে কাছে পাওয়ার তদবীর

যদি কোন যুবতী কোন যুবকের প্রেমে হাবুডুবু খায় এবং তাহাকে পাইতে চায়, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া গাওয়া ঘৃত দ্বারা কাজল বানাইয়া চোখে লাগাইয়া প্রেমিকার নিকট উপস্থিত হইলে, সে পাগল হইয়া তাহার নিকট ছুটিয়া আসিবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

و	١١	١	١١
حدودو	٢	٧	١٢
و٩	دوع	٩	٦
٢.	ع	٤	عوع

على حب فلان بن فلان

প্রেমিকাকে কাছে পাওয়ার তদবীর

কোন যুবক কোন যুবতীর প্রতি আশেক হইলে নিম্নোক্ত তাবিজ বকরীর চামড়ায় লিখিয়া মাশুকের ঘরের মাটিতে পুতিয়া রাখিবে, আল্লাহর রহমতে সে পাগল হইয়া ছুটিয়া কাছে আসিবে। তাবিজ এইঃ-

١١ طط لله هم ح ح ح ط ع ع طا طا طا حسا حسا حسا رص

رص رص لا لا لو لوددد ى ى

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা বা মহব্বত সৃষ্টির তদবীর

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মহব্বত বৃদ্ধি করিবার জন্য নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া উহার নীচে স্বামীর নাম তাহার মায়ের নাম ও পিতার নাম লিখিয়া মাটির গুলি বানাইয়া তাহার মধ্যে উক্ত তাবিজ ভরিয়া আগুনে জ্বালাইবে। ইনশাআল্লাহ উভয়ের মধ্যে মহব্বত গাঢ় হইবে। নকশা এইঃ-

٧٨٦

١٦	١.	٢٢	٩
٢١	١٥	ها	٢٥
١١	٢٤	١٧	١٤
١.	١٣	١٢	٢٣

প্রেমিকাকে প্রেমে পাগল করিবার তদবীর

মহব্বত বেশী হইবার জন্য নিম্নোক্ত এসেম সাতবার পাঠ করিয়া আনারের পুষ্পের উপর দম করিয়া প্রেমিকার হাতে দিলে, সে প্রেমে উম্মাদিনী হইয়া যাইবে। এসেম এইঃ-

جلد جلد جلد كلد بوليت هوا ها

প্রেমিককে প্রেমে পাগল করিবার তদবীর

ভালবাসা বৃদ্ধি করিবার জন্য কোন সুগন্ধিযুক্ত বস্তুর উপর নিম্নের আয়াত এক হাজার বার পাঠ করিয়া ফুক দিয়া যে যুবককে ভালবাসে তাহাকে খাওয়াইলে সে পাগলের মত দৌড়াইয়া আসিবে। আয়াত এইঃ-

اخر احمد مصطفے صلى الله عليه وسلم ياحكر فلا لعادله

شيئ من خلقه حب فلان بن فلان -

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা বা মহব্বত সৃষ্টির তদবীর

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য কোন স্ত্রীলোক নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া সঙ্গে ধারন করিলে স্বামী ভৃত্যের ন্যায় বশে থাকিবে আর স্বামী সঙ্গে রাখিলে স্ত্রী বাঁদীর মত তাহার হুকুম পালন করিবে। নকশা এইঃ-

٧٨٦

لو لو	٣	او وو
وصلے	هيمو	وهى
مو	منع	واو

ভালবাসা বা মহব্বত সৃষ্টির তদবীর

যদি নেক নিয়তে কোন মেয়েলোককে প্রেমে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া পাগড়ী অথবা টুপীর মধ্যে রাখিয়া সঙ্গে ধারন করিবে। ইনশাআল্লাহ বাসনা পুরা হইবে। নকশা এইঃ-

Scanned by CamScanner

٧٨٦

یاسلام	یا وهاب	یا وهاب	یاجامع
یا مجید	یا جامع	یارحیم	یا الله
یا حمید	یاواسع	یاباعث	یامحسی
یا جامع	یامجیب	یامجیب	یامجیب

علی حب فلان بن فلان + ٩١١،١١٧٨٦و١١ + ١٣٢١١٧٨٥ع

অবাধ্য নারীকে বাধ্য করিবার তদবীর

কোন মেয়েলোককে অধিন করিতে চাহিলে সূর্যোদয়ের সময় নিম্নোক্ত নকশা হাতের উপর লিখিয়া উক্ত মেয়েলোককে সালাম দিলে সে বাধ্য হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ-

١١ ١١ ١٥ ١١ ١١ ٨٨١٢١ ١١ح وك ار٤ رط ر١١ ٢٨٨١١ ١١ره فلان بن

فلان الساعة الساعة الساعة الساعة

স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্য দূর করিবার তদবীর

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হইলে, কিংবা ঝগড়া হইলে বৃহস্পতিবার দিন নিম্নোক্ত তাবিজ লিখিয়া স্বামী সঙ্গে ধারন করিলে, উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা জন্মিবে। নকশা এইঃ-

٧٨٦

العلی	الا بالله	ولاقوة	لا حول
سر	العب	تجفد	العظیم
ع	هم	وجو	هیا
١	١.	ق	س

علی حب فلان بین فلان

কর্কশ বা রুক্ষ স্বভাবের স্বামীকে নম্র স্বভাবের করার তদবীর

স্বামী কর্কশভাসী বা রুক্ষ স্বভাবের হইলে, নিম্নোক্ত নকশা সোমবার দিন সকালে লিখিয়া জঙ্গলে মাটির মধ্যে পুতিয়া মাটি ভরাট করিয়া জুতা মারিবে। নকশা এইঃ-

٧٨٦

٤٤	٢٥	٢	٧
٦	٤	٢٤٧	٢٤٩
٢٤٩	٢٤٤	٨	١
٤	٥	٢٤٥	٢٤٨

ভালবাসা বা মহব্বত সৃষ্টির তদবীর

কোন মেয়েলোককে মহব্বত করিতে ইচ্ছা করিলে, এবং তাহাকে পাইতে বাসনা করিলে, নিম্নোক্ত নকশা পানের উপর লিখিয়া খাওয়াইয়া দিলেই, অতি সহজে তাহার মহব্বতে আসিবে। নকশা এইঃ-

هو لا ك ج د

ـــــــــــــــــ

ل س م ح ط ح

যুবতীকে বশীভুত করিবার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি যায়েজমতে কোন যুবতীকে নিজের বশীভূত করিতে চায় বা বিবাহ করিতে বাসনা রাখে,তবে নিম্নের তাবিজ লিখিয়া তাবিজের ভিতরে ঐ যুবতীর নাম ও তাহার মায়ের নাম এবং ঐ ব্যক্তির নাম ও মায়ের নাম লিখিতে হইবে। অতঃপর এই তাবিজ মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখিতে হইবে। স্মরণ রাখিবে এই তাবিজ মাগরিব ও এশার নামাজের মধ্যবর্তী সময় লিখিতে হইবে। তাবিজ এইঃ-

٩١٦ ١١ ١١ ١١ ١١١ سحهاد یامرید احعا ها سا لاخد حتی

تاتی فلان بنت فلان الی فلان بنت فلان ونفخ فی الصور فشعق

من فی السموات والارض الا ماشاء ثم نفخ فیه اجوی فاناهم

قیام ینظرون عجل الله الواحا الله - لطورانهم سابقون -

যুবতীকে ভালবেসে বাসনা পূর্ণ করিবার তদবীর

যদি কোন লোক যুবতীর প্রেমে পড়িয়া থাকে এবং তাহাকে যায়েজ মতে পাইতে চায়, তাহা হইলে নিম্নের নকশাটি লিখিয়া মাশুকের ঘরে অথবা সে যেখানে চরাফিরা করে সেখানে পুতিয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে বাসনা পূর্ণ হইবে। নকশা এইঃ-

Scanned by CamScanner

٧٨٦

١٨	٤٨	٦
١٢	٢٤	٢٦

٣. الحب الحب ٢٤ العجل العجل

الساعة الساعة الحب فلان بين فلان

যুবককে ভালবেসে বাসনা পূর্ণ করিবার তদবীর

যদি কেহ কাহাকেও মহব্বত করে, তবে নিম্নের তাবিজটি কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া মাহবুবের চলাচলের পথে মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে অল্প দিনের ভিতরে মনের বাসনা পুরা হইবে। তাবিজটি এইঃ–

ححح ٣١ ١٧ ١١١ ١١ ٤ ١١ ٨١٣١٨

ভালবেসে মনের আশা পূর্ণ করিবার তদবীর

নিচের নকশাটি কাগজে লিখিয়া, নতুন তুলার সহিত মাশুকের চুল ও এই তাবিজ একত্রে মিলাইয়া চেরাগে জ্বালাইবে। আল্লাহর রহমতে অল্প দিনের মধ্যে মনের কামনা পূর্ণ হইবে। নকশা এইঃ–

٥٧ ددد ٨ ١١١ ٢٩٢٩ ١١١ ٧٧ ١١ ١١

বশীভূত করিবার তদবীর

যদি কাহারো প্রতি কোন লোক আসক্ত হয় এবং তাহাকে বশীভূত করিয়া পাইতে চায়, তাহা হইলে নিচের নকশাটি কাগজে লিখিয়া লাল তুলা দিয়া মোড়াইয়া আগুনে জালাইবে। এবং জালাবার সময় মাশুকের বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া বসিবে। নকশা এইঃ–

ححح ٣١ ١٧١ ١١ ١١ ٤١١٨١٣١٨

কাহাকে প্রেমে আবদ্ধ করিবার তদবীর

২৭নং তদবীরঃ যদি কাহারো প্রতি কোন লোক আসক্ত হয় এবং তাহাকে বশীভূত করিয়া পাইতে চায়, তাহা হইলে নিচের নকশাটি কাগজে লিখিয়া লাল তুলা দিয়া মোড়াইয়া আগুনে জালাইবে। এবং জালাবার সময় মাশুকের বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া বসিবে। নকশা এইঃ–

٥٧ ررر ٨١١ ٢٩٢٩ ١١١ ٧٧ ١١ ١١

কোন নারীকে অধীনস্ত করিবার তদবীর

২৮ নং তদবীরঃ যদি কোন লোক কোন নারীকে ভালবাসিয়া বিবাহ করিতে বাসনা করে, আর ঐ নারী ইহাতে রাজী না হয়, তবে নিম্নের তাবিজ লিখিয়া পানিতে গুলাইয়া ঐ পানি তাহাকে পান করাইবে, ইহাতে অপারগ হইলে যে কোন খাবার বস্তুতে ঐ পানি মিশাইয়া খাওয়াইবে। আল্লাহর রহমতে ঐ নারী প্রেমে পাগলিনী হইয়া বিবাহে রাজী হইবে।

মহব্বত করিয়া বিবাহ করিবার তদবীর

ع ع

ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج

فلان بن فلان على بنت فلان

حاضرايدن شد بدوستى فلان

ج ج

ع ع

প্রথম ফলানে আশেকের নাম দ্বিতীয় ফলানে তাহার পিতার নাম তৃতীয় ফলানে মাশুকের নাম চতুর্থ ফলানে মাশুকের মায়ের নাম লিখিতে হইবে। মাশুককে বিবাহ করিবার তদবীর হইবে।

মাশুককে বিবাহ করিবার তদবীর

কোন পুরুষ লোক যদি কোন নারীর উপর আশেক হয়, আর তহাকে বিবাহ করিতে বাসনা করে, তবে নিম্নোক্ত নকশা জাফরানের কালি দিয়া লিখিয়া উহাতে খুশবু মিশাইয়া মাদুলিতে ভরিয়া পুরুষ লোক সঙ্গে ব্যবহার করিবে। অথবা কোন গাছের ডালে ঝুলাইয়া এমনিভাবে বাধিবে যেন, বাতাসে কবজ নড়াচড়া করে। আর গাছের নিকট যেন কোন গাছ না থাকে। আর নকশার মধ্যে ফলান এবনে ফলানের স্থানে আশেকের নাম ও তার পিতার নাম লিখিবে। আর ফলান বিনতে ফলানের স্থানে মাশুকের নাম এবং তাহার মায়ের নাম লিখিতে হইবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে অল্প দিনের ভিতরে উভয়ের মিলন হইবে। আইন হরফ ৪৫টি এবং ছোয়াদ হরফ ১৪টি লিখিতে হইবে। নকশা এইঃ–

Scanned by CamScanner

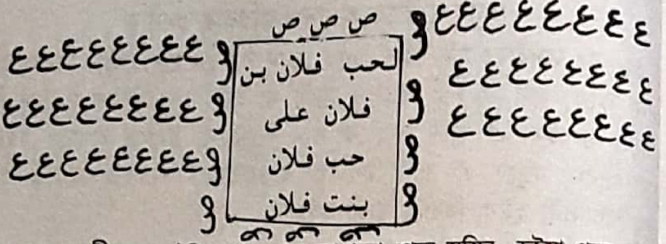

২৯ নং তদবীরঃ– যদি কোন লোক কাহারো প্রেমে অস্থির হইয়া পড়ে এবং তাহাকে কাছে পাইতে চায়, তাহা হইলে নিম্নে লিখিত তাবিজ দৈনিক একটি করিয়া সাত দিনে সাতটি তাবিজ ফিতায় লিখিয়া সলিতা বানাইয়া যাহাকে পাইতে চায়, তাহার বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া জ্বালাইবে। প্রত্যহ একই সময় একইস্থানে বসিয়া এই আমল করিবে। আল্লাহর রহমতে ভালবাসার পাত্র বা পাত্রী যেখানেই থাকুননা কেন, মিলিত হইতে বাধ্য হইবে। তাবিজ এইঃ-

শনিবার দিন হইতে শুরু করিয়া শুক্রবার দিন পর্যন্ত জ্বালাইবে।

শনিবার– ١١ ١ ١١ ١١ ٨٧ ط١١ ١١ ٧١١ ١١

রবিবার– ١ ١١ ٨١٩ ١١٧ ١١ ٨ط١٤ ١١

সোমবার– ط١١١ ٩ط١١ ١ط١ ١١ ٧١ ط١١ع

মঙ্গলবার– ١٧ط ٢١ ط٢ ١١ ط ١٦

বুধবার– ٩٦ط١١ لط٩ ١١

বৃহস্পতিবার– ١١ط١١٢طلط ١١ ١١و٢١ ١١ ط١

শুক্রবার– ٣٩١١ و٩ال ١١ه ١١ الاوع١١

আবাধ্য স্বামীকে বাধ্য করিবার তদবীর

৩০ নং তদবীরঃ– স্বামী স্ত্রীর উপর অবাধ্য হইলে নিম্নের নকশা লিখিয়া উহার নীচে স্বামীর নাম ও তাহার মায়ের নাম লিখিয়া স্ত্রী ডান হাতের বাজুতে বান্ধিবে। যেই চাঁদ রবিবারে আরম্ভ হয়, সেই রবিবারে এই তাবিজ লিখিয়া ব্যবহার করিবে। নকশা এইঃ-

٧٨٦

٥	٦	٧	ع
و	ى	٨	ط
٥ى	ن	٦	١

فلان بنت فلان

দ্বিতীয় অধ্যায়

যাদু টোনা, বান, ছেহেরের তদবীর

১নং তদবীরঃ– যাদি কাহাকেও যাদু করা হইয়া থাকে, তবে নিম্নোক্ত তাবিজটি লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া যাদুকৃত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে যাদুর প্রতিক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। তাবিজ এইঃ-

١١٥١٥٦ ٧ م١١١ ح ح ط١١

যাদুর ক্রিয়া নষ্টের তদবীর

২ নং তদবীরঃ জ্বীন শয়তান অথবা মানুষরূপী শয়তানের দ্বারা কাহারও উপর যাদু করা হইয়া থাকিলে, তাহাকে নিম্নের নকশাটি চিনামাটির বর্তনে লিখিয়া ধুইয়া পানি পান করাইবে, এবং কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে যাদুর প্রভাব সম্পূর্ণ দূর হইয়া যাইবে নকশা এইঃ-

٧٨٦

١٩١٣	١٩٦٨	١٩٢٩	١٩١٤
١٩١٨	١٩١٨	١٩٢٤	١٩٢٣
١٩١٨	١٩٢٢	١٩٢٤	١٩٢١
١٩٢٥	١٩٢٠	١٩١٩	١٩٠٠

জ্বিন বা মানুষের কৃত যাদু টোনার তদবীর

৩ নং তদবীরঃ যাদি কাহারো উপর যাদু করা হইয়া থাকে, তবে নিম্নের ছুরায় ফালাকের নকশা কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া রোগীর হাতের বাজুতে বাধিয়া দিবে। এবং চিনামাটির বর্তনে লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া ঐ পানি রোগীকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে যাদুর আছর দূর হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ-

٧٨٦

١٢٧٣	١٢٧٦	١٢٧٩	١٢٦٥
١٢٧٨	١٢٦٦	١٢٧٢	١٢٧٧
١٢٦٨	١٢٨١	١٢٧٤	١٢٧١
١٢٧٥	١٢٧٠	١٢٦٨	١٢٨٠

Scanned by CamScanner

যাদুর ক্রিয়া দফের তদীবর

৪ নং তদবীরঃ– যাদুকৃত ব্যক্তির যাদুর আছর দূর করিবার জন্য ছুরায় নাছের নকশা কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া হাতের বাজুতে ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে যাদুর আছর দুর হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

١.١٨	٢.١١	٢.١٥	٢..١
٢.١٤	٢..٣	٢..٧	٢.١٢
٢..٣	٢.١٧	٢.١٩	٢..٦
٢.١.	٢..٥	٢..٤	٢.١٦

যাদুর আছর দূর করিবার তদবীর

৫ নং তদবীরঃ– যাহাকে যাদু করা হইয়াছে, নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া তাহার শরীরে ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে যাদুর আছর দূর হইবে। এইঃ–

٧٨٦

١٧١عـه٧٨	١٧١عـه٧١	١٧١ى٧٦
١٧١عـه٧٣	١٧١عـه٧ع	١٧١عـه٧٧
١٧١عـه٧عـه	١٧١عـه٧٩	١٧١عـه٧٢

৬ নং তদবীরঃ– যে সমস্ত লোকে রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্বে প্রত্যহ ছুরায় নাছ ও ছুরায় ফালাক পাঠ করিয়া নিদ্রা যাইবে, তাহাকে যাদুর আছর স্পর্শ করিবেনা। ইনশা আল্লাহ তায়ালা।

যাদুর আছর হইতে মুক্তির তদবীর

৭ নং তদবীরঃ– যাদুগ্রস্থ ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত নকশা সাদা চিনা মাটির বর্তনে লিখিয়া গোলাপ পানি দিয়া ধুইয়া সেই পানি পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে যাদুর আছর বা ক্রিয়া দূর হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٤١٥	٢٨٨	٢٣٣	٨..	٢٨٥	٩.٩	٤٦	٨٥٥
عمل	ان الله	ان الله	ماجئتم	فلما القو	ما انتم	قال لهم	فلما جاء
المفسدين	لايصلح	سيبطله	به السحر	قال موسى	ملقون	موسى القو	السحارة
٤٥٩	٢٥٦	٣٨٤	٩١.	٢٣٢	٨.١	٤١٤	٢٨٧
٨.١	٢٨	٢٨٤	٤١٣	٨٥٧	٤٦٢	٩.٧	٣٨٢

٩.٨	٣٨٢	٢٥٨	٣٦١	٢٨٥	٤١٢	٨.٣	٢٣٤
٨٥٩	٤٥٦	٩١٣	٣٨١	٨.٤	٢٢٩	٢٩.	٤١١
٢٩١	٤١.	٨.٥	٢٢٨	٩١٤	٣٨.	٣٦.	٣٥٥
٣٧٩	٩١١	٤٥٨	٨٦١	٤.٩	٢٨٨	٢٣١	٨.٢
٣٣.	٨.٧	٤.٨	٣٨٩	٤٥٧	٨٦٢	٣٧٨	٩١٢

যাদুর আছরে পতীত না হওয়ার তদবীর

৮ নং তদবীরঃ– কোন লোককে যাদু টোনা করা হইয়া থাকিলে, সূরায়ে ত্বাহার নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া হাতের বাজুতে মাদুলিতে ভরিয়া ব্যবহার করিবে। এবং দৈনিক একবার সূরায় তাহা পাঠ করিবে। আল্লাহর রহমতে যাদুটোনার আছর দূর হইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٩٩٨٢.	٩٩٨٢٣	٩٩٨٢٧	٩٩٨١٣
١٩٨٢٦	٩٩٨١٤	٩٩٨١٩	٩٩٨٢٤
٩٩٨١٥	٩٩٨٢٩	٩٩٨٢١	٩٩٨١٨
٩٩٨٢٢	٩٩٨١٧	٩٩٨١٦.	٩٩٨٢٨

যাদুগ্রস্থ রোগী সুস্থ হওয়ার তদবীর

৯ নং তদবীরঃ– যাহাকে যাদু টোনা করা হইয়াছে তাহার হাতের বাহুতে নিম্নোক্ত নকশা দুইটি লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহ তায়ালার রহমতে যাদুটোনার আছর দূর হইয়া যাইবে। নকশা দুইটি এইঃ–

٧٨٦

১ নং

من شوالوسواس	اله الناس	مالك الناس	قل اعوذ برب الناس
الذى يوسوس	من شوالوسواس	اله الناس	مالك الناس
فى صدور الناس	الذى يوسوس	من سرالو سواس	اله الناس
من الجنة والناس	فى صدورالناس	الذى يوسوس	من شرالوسواس الخناس

٧٨٦

২ নং

ومن شر	من شر ما خلق	برب الفلق	قل اعوذ
شر	ومن	اذا وقب	غاسق
ومن	العقد	فى	النفثت
حسد	اذا	حاسد	شر

Scanned by CamScanner

যাদু দফের পরীক্ষিত তদবীর

১০ নং তদবীরঃ– কোন লোককে যাদুটোনা করা হইলে, সূরায় ফা[লাক্ব] ও সূরায় নাছ এর নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া রোগীর [...] বাধিয়া দিলে, আল্লাহর রহমতে যাদুটোনার ক্রিয়া নষ্ট হইযা যাইবে। যদি [...] লোক দৈনিক সকালে ও সন্ধ্যায় সূরায় ফালাক্ব ও সূরায় নাছ পাঠ করে, [...] সর্বরকম বিপদাপদ ও যাদুটোনা হইতে রক্ষা পাইবে।

সূরা ফালাক্বের নকশা– ٧٨٦

٢١٥٨	٢٢٦١	٢١٦٤	٢١٥٠
٢١٦٣	٢١٥١	٢١٥٧	٢١٢٢
٢١٥٢	٢١٦٦	٢١٥٩	٢١٥٦
٢١٢٠	٢١٥٥	٢١٥٣	٢١٦٥

সূরা নাছের নকশা– ٧٨٦

١٣٢٣	١٣٢٧	١٣٣٠	١٣١٦
١٣٢٩	١٣١٧	١٣٢٢	١٣٢٨
١٣١٨	١٣٣٢	١٣٢٥	١٣٢١
١٣٢٦	١٣٢٠	١٣١٩	١٣٣١

যাদু ক্রিয়া নষ্ট করিবার তদবীর

১১ নং তদবীরঃ– যাহাকে যাদু টোনা বান করা হইয়াছে তাহ[...] নিম্নোক্ত নকশা দুইটি চিনা মাটির সাদা বরতনে মেশক, জাফরান ও গো[...] পানির কালি দ্বারা লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া সকালে ও সন্ধ্যায় সাত দিন [...] পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে যাদুর আছর বা ক্রিয়া দূর হইবে।

প্রথম নকশা এইঃ–

فلما القو قال موسى ماجئتم به السحران الله سيبطله

ان الله لايصلح عمل المفسدين

الساحر حيث اتى

والق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا

দ্বিতীয় নকশা এইঃ–

والقو ما فى يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا

ان الله لايصلح عمل المفسدين

٢٢٨٤	٢٢٨٧	٦٦٩١	٦٦٧٧
٦٦٩٠	٦٦٧٨	٦٦٨٣	٦٦٨٨
٦٦٧٩	٦٦٩٣	٦٦٧٥	٦٦٨٢
٦٦٨٦	٦٦٨١	٦٦٨٠	٦٦٩٢

كيد سحر ولايفلح الساحر حيث اتى

فلما القوا قال موسى ما جئتم به الساحر ان الله سيبطله

যাদুর আছর হইতে রক্ষা পাওয়ার তদবীর

১২ নং তদবীরঃ– যাহাকে যাদুটোনা করা হইয়াছে, তাহাকে নিম্নের আয়াত পাঠ করিয়া সাতবার দম করিবে। এবং কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া তাহার গলায় ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। আয়াত এইঃ–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ عَلِيْقًا مَلِيْقًا خَالِقًا مَخْلُوْقًا كَافِيًا
شَافِيًا اِتْتَضٰى بِحَقِّ يَابَدُوْحُ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا بِحَقِّ اَسَافًا سَالًا سَالُوْسًا ۝

যাদু টোনা ও বান হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার তদবীর

১৩ নং তদবীরঃ– যাহার উপর যাদুটোনা, বান করা হইয়াছে, তাহাকে নিম্নের আয়াত পাঠ করিয়া পানিতে দম করিয়া সেই পানি পান করাইবে। এবং ইহা লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া তাহার কোমরে ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে যাদুটোনার আছর দূর হইয়া যাইবে। আয়াত এইঃ–

فَلَمَّا اَلْقَوْ قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْكَرِهَ
الْمُجْرِمُوْنَ - فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - فَغُلِبُوْا هُنَا
لِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ - وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ - رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ - اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ
السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى -

তৃতীয় অধ্যায়

বদ নজর ও মুখ দোষ হইতে বাচিবার তদবীর

বদনজর সম্পর্কে রাছুলে পাক (ছঃ) বলিয়াছেন যে, বদনজর লাগাটা ঠিক ইহা এক প্রকার বিষ। আল্লাহ তায়ালা জ্বিন ও ইনসানের চোখে এক প্রকার শক্তি রাখিয়াছেন যাহা দ্বারা বদ নজর লাগে। বদ নজর শুধু মানুষের উপরই লাগে না ইহা দোকান, বাগান, খেত খামার ও পশুর উপরও লাগিয়া থাকে। বর্ণিত আছে- একদা হযরত ওছমান গনী (রাঃ) একটি সুন্দর বালককে দেখিয়া বলিলেন যে, এই বালকের কপালে কালো টিকিয়া লাগাও উহার কারণে তাহার প্রতি বদনজর লাগিবে না। তাই দেখা যায় অনেকে খুবছুরত ছেলে মেয়েদের কপালের এক পার্শ্বে কালো টিকিয়া লাগাইয়া থাকে, ইহাতে বদনজর হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং ইহা জায়েজ আছে। বদনজর ও মুখ দোষের একই প্রকার তদবীর করিবে।

বদ নজর ও মুখ দোষ হইতে বাচিবার তদবীর

১নং তদবীর ঃ যদি কোন ব্যক্তি নিজের উপর বা মালপত্রের উপর কিংবা দোকান, বাগিচা অথবা খেত খামারের উপর বদনজর লাগিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করে, তবে সেই ব্যক্তি যেন নিম্নের আয়াত তিনবার পাঠ করিয়া নিজের শরীরে তিনবার ফুঁক দিবে এবং পানিতে ফুঁক দিয়া খেতে খামারে ছিটাইয়া দিবে। আয়াত এইঃ

وَاِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوْا الذِّكْرَ
وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ٥

বাচ্চাদের উপর বদনজর না হওয়ার তদবীর

২নং তদবীরঃ যে সকল ছেলে মেয়েদের উপর বদ নজরের আছর হইয়াছে বা বদ নজর লাগার সন্দেহ আছে, তাহাদের গলায় নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে বদ নজর হইতে রক্ষা পাইবে বা দূর হইয়া যাইবে। আয়াত এইঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ
هَامَّةٍ وَّعَيْنٍ لَامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ اَلْفَ اَلْفَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ٥

বদনজর হইতে মুক্ত থাকার তদবীর

৩নং তদবীরঃ যাহাদের নিকট নিম্নের নকশার তাবিজ থাকিবে, তাহারা

বদনজর হইতে বাচিয়া থাকিবে। বদ নজরের ক্রিয়া দূর হইবে। বন্ধা স্ত্রী লোকের সাথে দিলে তাহার সুসন্তান হইবে। মাতৃকা রোগের জন্য ব্যবহার করিলে মুক্তি পাইবে। নকশা এইঃ

৭৮৬

٦	١	٨
٧	٥	٣
٢	٩	٤

৭৮৬

٦	١	٨
٧	٥	٣
٢	٩	٤

كل	فى النوائب	لك	عونا	تجده	العجائب	مظهر	عليا	ناد
هم	كل	فى النوائب	لك	عونا	تجده	العجائب	مظهر	عليا
وغم	هم	كل	فى النوائب	لك	عونا	تجده	العجائب	مظهر
سينجلے	وغم	هم	كل	فى النوائب	لك	عونا	تجده	العجائب
بنبوتك	سينجلے	وغم	هم	كل	فى النوائب	لك	عونا	تجده
يامحمد	بنبوتك	سينجلے	وغم	هم	كل	فى النوائب	لك	عونا
بولايتك	يامحمد	بنبوتك	سينجلے	وغم	هم	كل	فى النوائب	لك
ياعلے	بولايتك	يامحمد	بنبوتك	سينجلے	وغم	هم	كل	فى النوائب
ياعلے	ياعلے	بولايتك	يامحمد		سينجلے	وغم	هم	كل

বদনজরের আছর দূর করিবার তদবীর

৪নং তদবীরঃ যাহার উপর বদনজর লাগিয়াছে, তাহাকে নিম্নের নকসা লিখিয়া পানি দিয়া ধুইয়া সেই পানি পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে বদনজরের ক্রিয়া দূর হইয়া যাইবে। নকসা এইঃ

৭৮৬

٣٣٦٥	٣٣٦٨	٣٣٧٢	٣٣٥٨
٣٣٧١	٣٣٥٩	٣٣٦٤	٣٣٦٩
٣٣٦٠	٣٣٧٤	٣٣٦٦	٣٣٦٣
٣٣٦٧	٣٣٦٢	٣٣٦١	٣٣٧٣

বদনজরের পরীক্ষিত তদবীর

৫নং তদবীরঃ এই নকশা যাহার সঙ্গে থাকিবে, তাহার উপরে বদ নজর লাগিবে না। এবং যাহার উপর বদনজর লাগিয়াছে উহা দূর হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ-

٧٨٦

٦٧٠	٦٧٣	٦٧٧	٦٦٣
٦٧٦	٦٦٤	٦٦٩	٦٧٤
٦٦٥	٦٧٩	٦٦٧١	٦٦٨
٦٧٢	٦٦٧	٦٦٦	٦٧٨

ছেলেমেয়েদেরকে বদনজর হইতে রক্ষার তদবীর

৬নং তদবীরঃ এই নকশা লিখিয়া বাচ্চাদের গলায় ব্যবহার করিলে বদনজর হইতে রক্ষা পাইবে। নকশা এইঃ

٧٨٦

٤	٩	٣
٢	٥	٧
٨	١	٢

বদনজর হইতে মাহফুজ থাকার তদবীর

৭নং তদবীরঃ যাহাদের সঙ্গে নিম্নোক্ত নকশার তাবিজ থাকিবে, তাহাদের উপর বদ নজর লাগিবে না এবং যাবতীয় বদ নজর হইতে মাহফুজ থাকিবে। এই তাবিজ গলায় অথবা হাতে ব্যবহার করিবে। নকশা এই ঃ

٧٨٦

يوم الدين	ملك	الرحمن الرحيم	رب العلمين	الحمد لله
اياك نعبد	واياك نستعين	اهدنا الصراط	المستقيم	صراط الذين
ولا	عليهم	غير المغضوب	عليهم	انعمت
الرحيم	الرحمن	بسم الله	امين	الضالين

বদনজর হইতে পরিত্রান লাভের তদবীর

৮নং তদবীরঃ যাহার শরীরে নিম্নোক্ত নকশার তাবিজ থাকিবে তাহাকে বদনজরের আছর করিতে পারিবে না। এবং সকল প্রকার বিপদাপদ হইতে রক্ষা

পাইবে। নকশা এইঃ

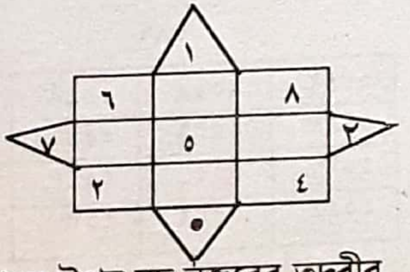

পশুর উপর বদ নজরের তদবীর

৯নং তদবীরঃ যদি কোন পশু বা জানোয়ারের উপর বদনজর লাগে, তবে নিম্নোক্ত দোয়া পড়িয়া প্রতিবারে উহার নাকের ডান ছিদ্রে চার বার ফুঁক দিবে বাম ছিদ্রে তিনবার ফুঁক দিবে। আল্লাহর রহমতে বদনজর দূর হইবে। আয়াত এইঃ

لَا بَأْسَ اِذْهَبْ رَبَّ النَّاسِ اِشْفَ اَنْتَ الشَّافِيْ لَايَكْشِفُ الضُّرَّ اِلَّا اَنْتَ ٥

আয়াতে কুতুবের তদবীর

১০ নং তদবীরঃ— যে ব্যক্তির উপর বদ নজর লাগিয়াছে তাহাকে নিম্নের আয়াতে কুতুব পাঠ করিয়া ফুক দিবে। আয়াত এইঃ-

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشٰى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْئٍ - قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ مَالَا يُبْدُوْنَ لَكَ - يَقُوْلُوْنَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِشَيْئٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا- قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَالَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ٥

বদনজর হইতে আরোগ্য লাভের তদবীর

১১ নং তদবীরঃ যাহার উপর বদ নজর লাগিয়োছে নিম্নের নকশা লিখিয়া তাহার গলায় ব্যবহার করিবে। ইনশা আল্লাহ বদ নজর দূর হইবে। নকশা এইঃ

Scanned by CamScanner

٧٨٦

٥٥٤٢	٥٥٤٥	٥٥٤٨	٥٥٣٥
٥٥٤٧	٥٥٣٦	٥٥٤١	٥٥٤٦
٥٥٣٧	٥٥٥٠	٥٥٤٣	٥٥٤٠
٥٥٤٤	٥٥٣٩	٥٥٣٧	٥٥٤٩

চতুর্থ অধ্যায়

জ্বরের বিভিন্ন তদবীর

১নং তদবীরঃ যদি কাহারো জ্বর হইয়া থাকে., তবে বড়ই গাছের ছালের উপর নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া আগুনে জ্বালাইবে যেন ঐ আগুনের ধোয়া জ্বরের রোগীর দেহে লাগে। ইহা তিন দিন পর্যন্ত আমল করিবে। আয়াত এইঃ

لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيرًا .

ঐ ২নং তদবীর

২নং তদবীরঃ জ্বরের জন্য তিন দিন তিনটি কাগজে নিম্নোক্ত তাবিজ লিখিয়া জ্বরের রোগীকে গিলিয়া খাইতে বলিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বর ভাল হইবে।

প্রথম দিন লিখিবে - بِسْمِ اللّٰهِ قَرِّتٍ

দ্বিতীয় দিন লিখিবে- بِسْمِ اللّٰهِ صَرَّتٍ

তৃতীয় দিন লিখিবে- بِسْمِ اللّٰهِ قَلَّتٍ

ঐ ৩নং তদবীর

কম্প জ্বরের তদবীর

৩নং তদবীরঃ কম্প জ্বরের জন্য নিম্নোক্ত তাবিজ ও আয়াত চিনা মাটির বরতনে লিখিয়া পানি দিয়া ধুইয়া জ্বর আসিবার পূর্বে রোগীকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে জ্বর ছাড়িয়া যাইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ٥

এর পর নিম্নের আয়াত তিনদিন একটি করিয়া চিনা তস্তরিতে লিখিয়া পানি দিয়া ধুইয়া সেই পানি রোগীকে পান করাইবে। আয়াত এইঃ

প্রথম দিনের আয়াত- خم جهنم خريفها فرعون يغوث

দ্বিতীয় দিনের আয়াত-

جهنم وحريفها فرعون يغوث وسعيرها قارون فى النار

তৃতীয় দিনের আয়াত-

جهنم وحريفها فرعون يغوث وسعيرها مان فى النار

গাতা জ্বরের তদবীর

৪নং তদবীরঃ গাতাজ্বর বা একদিন পর একদিন জ্বর আসিলে নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া রোগীর গলায় বাধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বর বন্ধ হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ

٧٨٦

يا غفور	يا غفار	ياغفور
يا الله	يا الله	يا الله

৫ নং তদবীরঃ মাঝে মাঝে জ্বর আসিলে অর্থাৎ কিছুদিন ফাক দিয়া পুনঃ জ্বর আসিলে নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া রোগীর গলায় বাধিয়া দিবে। আল্লাহর মেহেরবাণীতে জ্বর ছাড়িয়া যাইবে। নকশা এইঃ

٧٨٦

٢٨٩	٢٩٢	١٣٧	١٣١
رحيم	من رب	قولا	سلام
١٣٦	١٣٢	٢٨٨	٢٩٣
١٣٣	١٣٩	٢٩٠	٢٨٧
٢٩١	٢٨٦	٣٤	١٣٨

৬নং তদবীরঃ জ্বরের জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া মোম দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া পুরুষ রোগীর ডান হাতে এবং মেয়েলোক রোগীর বাম হাতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বর ভাল হইবে। নকশাটি এইঃ

٧٨٦

يا احد	ياحى	ياخبير
يالطيف	يا بصير	يا كبير
ياقدير	يا واحد	يا بارى

Scanned by CamScanner

৭ নং তদবীরঃ যে কোন জ্বরের জন্য নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া রোগীর হাতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বর ছাড়িয়া যাইবে। নকশা এইঃ

٧٨٦

٦	١	٨	١٣	٣	٢	١٦
٧	٥	٣	٨	١٠	١١	٥
٦	٩	١٤	١٢	٦	٧	٩
রোগীর নাম লিখিবে			١	٥	١٤	٤

৮ নং তদবীরঃ– যে কোন জ্বরের জন্য নিম্নের নকশা কাগজে লিখিয়া রোগির গলায় মাদুলিতে করিয়া বাঁধিয়া দিবে আল্লাহর রহমতে জ্বর ছাড়িয়া যাইবে। নকশা এইঃ– ফলান এর স্থানে রোগীর নাম লিখিতে হইবে।

٧٨٦

١٦	١١	١٨
١٧	١٥	١٣
١٢	١٩	١٤

بحق اياك نعبد وياك نستعين

تب فلان دفع شود بحرمت اين نقش

৯ নং তদবীর ঃ জ্বরের জন্য নিম্নোক্ত নকশা চিনা মাটির বরতনে লিখিয়া ধুইয়া রোগীকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে জ্বর ছাড়িয়া যাইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٢٠	٨	١	٢٣
٦	٢٢	٢١	٧
٢٥	٣	٦	١٨
٥	١٩	عكه	عه

১০ নং তদবীরঃ– কোন লোকের শরীরে জ্বর উঠিলে নিম্নের তাবিজটি তিন টুকরা কাগজে লিখিয়া জ্বর উঠার পূর্বে একটি রোগীর ডান হাতে দ্বিতীয়টি বাম হাতে ও তৃতীয়টি গলায় বাঁধিয়া দিবে। যদি প্রথম দিনে জ্বর বন্ধ না হয়, তবে দিদ্বীয় দিন বাম হাতের তাবিজটি গলায়, গলার তাবিজটি ডান হাতে এবং ডান হাতেরটি বাম হাতে বাঁধিয়া দিবে। এই প্রকারে তিন দিন পর্যন্ত করিবে। জ্বর

ছাড়িয়া গেলে তাবিজগুলি খুলিয়া নদীতে ফেলিয়া দিবে। জ্বর ভাল হওয়ার পরে তাবিজ ব্যবহার করিবেনা, উহাতে ক্ষতি হইতে পারে। তাবিজ এইঃ–

٧٨ ٧٨

بت الله شافى شافى الله بت

لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم بحق شاه عبد القادر جيلانى (رح)

১১ নং তদবীরঃ– যদি কাহারো জ্বর হইয়া থাকে, তবে নিচের নকশাটি লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর অসীম রহমতে জ্বর উপশম হইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

ياحفيظ	ياحفيظ	ياحفيظ	ياحفيظ
ياحفيظ	ياحفيظ	ياحفيظ	ياحفيظ
ياحفيظ	ياحفيظ	ياحفيظ	ياحفيظ
ياحفيظ	ياحفيظ	ياحفيظ	ياحفيظ

পঞ্চম অধ্যায়
যাবতীয় ব্যথার তদবীর
পেট বেদনার তদবীর

যাহার পেটে বেদনা হইয়াছে, নিম্নের নকশাটি দুই টুকরা কাগজে লিখিয়া একটি তাঁহার পেটের উপর বেদনা স্থানে বাঁধিয়া দিবে। এবং দ্বিতীয় নকশাটি মাটির মধ্যে দাফন করিবে। গর্ভবতী মহিলার পেট বেদনা হইলে এই আমল করিবে। নকশাঃ–

٧٨٦

ن	ر	طا	ھ	ط	د	ح	ا
و	ه	ا	٥	ا	و	و	٤
س	و	ى	ط	ح	او	وه	س
ح	ح	ھ	ط	ط	س	دد	و

পেট বেদনার অন্য তদবীর

নিম্নের নকশাটি দুই টুকরা কাগজে লিখিয়া একটি রোগীর পেটের উপর ব্যথা স্থানে বাঁধিবে এবং অপরটি পানি দিয়া ধুইয়া রোগীকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে ব্যথা দূর হইবে। নকশাটি এইঃ-

٧٨٦

ر	٥	ح	٢
ر	س	ك	ط
ت	ا	به	٢
ک	ر	ح	هد

গর্ভবতী মহিলার পেট ব্যথার তদবীর

গর্ভবতী মহিলার পেটে ব্যথা হইলে নীচের আয়াত কাগজে লিখিয়া গর্ভবতীর পেটের উপর বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে বেদনা দূর হইয়া যাইবে। আয়াত এইঃ-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ رَبِّيْ اِنِّيْ
نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝
وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ الْكِرَامِ ۝

কলিজা বেদনার তদবীর

যাহার কালিজা বেদনা করে নিম্নের দোয়াটি কাগজে লিখিয়া তাহার বেদনা স্থানে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে ব্যথা আরোগ্য হইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . يَا قُوَّةَ يَا مَنْ قُوَّةَ يَا مَنْ ثُمَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ

কোমর বেদনার তদবীর

কোমর বেদনার জন্য নিম্নের নকশাটি লিখিয়া লাল সূতা দ্বারা রোগীর কোমরে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে কোমর বেদনা দূর হইবে। নকশা এইঃ-

٧٨٦

٥٤٨	٥٤٢	٥٥.
٥٤٩	٥٤٧	٥٤٤
٥٤٣	٥٥١	٥٤٥

নাভীর ব্যথার তদবীর

যদি কাহারো নাভীতে ব্যথা করে, নিচের দোয়া কাগজে লিখিয়া রোগীর নাভীর উপরে বাঁধিয়া দিবে। এবং পাঁচ টাকার মিষ্টি খরিদ করিয়া হযরত আব্দুল্লাহ আনছারীর নামে ফাতেহা দিয়া উক্ত মিষ্টি বাচ্চাদেরকে খাইতে দিবে। আল্লাহর রহমতে ব্যথা উমসম হইবে। দোয়া এইঃ-

بسم الله الرحمن الرحيم - ظلم جهت ظلم جهت ظلم جهت
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعددكل معلوم لك .

নাভীর ব্যথার অন্য তদবীর

নাভীর ব্যথার জন্য নিম্নোক্ত নকসা কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া রোগীর কোমরে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে নাভীর ব্যথা দূর হইবে। নকশা এইঃ-

٧٨٦

٥٥٣	٥٥١	٥٨٦	٥٩١	٥٦٧
٥٧٧	٥٨٧	٥٦٨	٥٧٤	٥٨١
٥٦٩	٥٧٥	٥٨٢	٥٨٣	٥٨٨
٥٧٧	٥٧٤	٥٨٩	٥٧.	١١٦
٥٩.	٥٧١	٥٧٣	٥٧٩	٥٧٥

হাতের বেদনার তদবীর

কাহারো হাতে বেদনা হইলে, হাতের উপর হাত রাখিয়া নিচের আয়াত পাঠ করিবে। অথবা আয়াত পাঠ করিয়া দম করিবে। আল্লাহর রহমতে ব্যথা দূর হইবে। আয়াত এইঃ-

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

গলা ব্যথার তদবীর

কাহারো গলায় ব্যথা হইলে, নিচের আয়াত কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে গলার ব্যথা আরোগ্য হইবে। আয়াত এইঃ-

فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْذُرُوْنَ ۝ فَلَوْلَا اِنْ
كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ- تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

Scanned by CamScanner

দাঁত ব্যথার তদবীর

কাহারও দাঁতের ব্যথা হইলে, নিচের নকশাটি লিখিয়া দাঁতে মালিশ করিবে। এবং পরে উহা কালো কুকুরের সন্মুখে ফেলিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে দাতের ব্যথা ভাল হইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

ح	و	د	ب
ب	د	و	ح
و	ح	ب	د
د	ب	ح	و

চোখের বেদনার তদবীর

কাহারও চোখে বেদনা হইলে, দৈনিক ছুন্নাত ও ফরজ নামাজের মধ্যবর্তী সময় নিম্নের আয়াত পোনার বার পাঠ করিবে এবং চোখে দম কারিবে। আল্লাহর রহমতে বেদনা ভাল হইবে। আয়াত এইঃ–

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ۝

রাতকানার তদবীর

রাত কানা ব্যক্তির সঙ্গে নিম্নের নকশার তাবিজ থাকিলে রাতকানা রোগ ভাল হইয়া যায় এবং সূরা আবাছা সত্তর বার পাঠ করিলেও রাত কানা রোগ ভাল হইয়া যায়। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٩٥٧٤	٩٥٧٧	٩٥٨٠	٩٥٦٧
٩٥٧٩	٩٥٦٨	٩٥٧٣	٩٥٧٨
٩٥٦٩	٩٥٨٢	٩٥٧٥	٩٥٧٢
٩٥٧٦	٩٥٧١	٩٥٧٠	٩٥٨١

দিলের ভয় ও হৃদ কম্পের তদবীর

যদি কাহারও অন্তরে ভয় কিংবা হৃদকম্প হয়, তাহার জন্য নিম্নের দোয়া ও তাহার নিচে নকশাটি লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া রোগীর গালায় বাঁধিয়া দিবে আল্লাহর রহমতে রোগ ভাল হইয়া যাইবে। দোয়া ও নকশা এইঃ–

بسم الله الرحمن الرحيم . اسئال الله العظيم رب العرش الكري
ان تشفيه وتحفظه من عاهة وامة ومرض وعلة و قلة وذلة بـ
كٓهٰيٰعٓصٓ حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ عٓسٓقٓ و اياك نعبد وايا
نستعين . برحمتك يا ارحم الرحمين .

٧٨٦

١٢٣٣	١٢٣٧	١٢٤٠	١٢٢٦
١٢٣٩	١٢٢٧	١٢٣٢	١٢٣٨
١٢٢٨	١٢٤٢	١٢٣٥	١٢٣١
١٢٣٦	١٢٣٠	١٢٤١	١٢٤١

কান ব্যথার তদবীর

কাহারও কানে ব্যথা হইলে لَوْ اَنْزَلْنَا হইতে সূরায় হাশরের শেষ পর্যন্ত ্য করিয়া কানে দম করিবে এবং তখন কানের উপর হাত রাখিবে। আর লম্বা হার পেরাগ দিয়া নিম্নের এই হরফ গুলি কাগজে লিখিয়া উহার উপর টাইবে। قال ى ع و س د

বমীর তদবীর

যদি কাহারও বমি হয়, তবে চিনা মাটির প্রিচে নম্নের নকশা লিখিয়া পানি রা ধৌত করিয়া উক্ত পানি রোগীকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে বমি রা বন্ধ হইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

٤٠٠	٤٠٥	٣٩٨
٣٩٩	٤٠١	٤٠٣
٤٠٤	٣٩٧	٤٠٢

মাথা ব্যথার তদবীর

যদি কাহারও মাথায় ব্যথা করে, তাহা হইলে নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া মাথায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে মাথা ব্যথা বন্ধ হইবে। নকশা এইঃ–

Scanned by CamScanner

٧٨٦

ض	ع	ى	ه	ك
ى	ه	ك	ص	ع
ص	ع	ى	ك	ه
ع	ى	ه	ك	ص
ه	ك	ص	ع	ى

অর্ধ মাথা ব্যথার তদবীর

যদি কাহারও মাথার অৰ্দ্ধেক ব্যথা করে, তাহা হইলে নিম্নের দোয়া কাগ লিখিয়া তাবিজ বানাইয়া ব্যথা স্থানে বাধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে শাফা ঃ করিবে। দোয়া এইঃ–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ كٓهٰيٰعٓصٓ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ ذَكَرِيَّا
اَدٰى رَبَّهٗ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ
اءً وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ شَقِيًّا

মিরগী রোগের তদবীর

যদি কাহারও মিরগী রোগ থাকে, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি একটি সাদা এর মোরগ জবেহ করিয়া উহার রক্ত দ্বারা কাগজে লিখিয়া রোগীর ব্যবহার করিবে এবং গোস্ত রান্না করিয়া হযরত বড় পীর ছাহেবের ন ফাতেহা করিয়া গরীবদেরকে খাওয়াইবে। আল্লাহর রহমতে মৃগী রোগ হইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

ك	ى	س	ف
٥٩	٨١	١٦	١١
٨٢	٦٢	٨	١٨
٩	١٧	٨٣	٦١

ঐ অন্য তদবীর

নিম্নের নকশাটি সাদা তস্তরিতে লিখিয়া পানি দিয়া ধুইয়া ঐ পানি রোগীকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে মৃগী রোগ ভাল হইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

ع	ع	لا	٣
ى	٧	ع	٣
١١	١١	٧٧	ع
٦	٣	١٣	١٢

ঐ অন্য তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া উহা আগুণে জ্বালাইয়া উহার ধোয়া রোগীর নাকে দিবে। ইনশা আল্লাহ্ রোগ ভাল হইবে। নকশা এইঃ–

٧٨٦

د	ر	ع	ا
ع	ر	و	ص
ع	ر	و	ر
ك	ر	ى	ع

অর্শ রোগের তদবীর

কোন লোকের অর্শ রোগ হইলে নিম্নের ১নং নকশাটি কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া রোগীর কোমরে বাঁধিয়া দিবে এবং ২নং নকশাটি লিখিয়া রোগীর বাম হাতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে অর্শ রোগ ভাল হইবে। নকশা এইঃ

১নং

٧٨٦

ياشا فع	ياشافع	ياشافع
ياشافع	ياشافع	ياشافع
ياشافع	ياشافع	ياشافع
يا شافع	ياشافع	ياشافع

২নং

	٥	
٥	٥٥٥	٥
	٥	

Scanned by CamScanner

প্লিহা রোগের তদবীর

যদি কাহারো প্লিহা রোগ দেখা দেয় তবে নিম্নোক্ত তাবিজ কাগজে লি মাদুলিতে বরিয়া গলায় বাধিয়া দিবে আল্লাহর রহমতে প্লিহা রোগ ভার যাইবে।

يقوش يقوش طلطليس طلطليس هيط هيط انسلى السقا بطحال من
ب فلان بن فلان بحرمت الله الوحد القهار وبحرمت الرحمن على العرش
نوى واسكن كما سكن عرش الرحمن على الماء وله ما سكن فى الليل
هار وهو السميع العليم.

পেশাব বন্ধ হইলে উহার তদবীর

কোন লোকের পেশাব বন্ধ হইয়া গেলে নিম্নের তাবিজ চিনা বরতনে লি ধুইয়া পান করাইবে এবং কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া রোগীর গলায় বা দিবে। আল্লাহর রহমতে পেশাব হইবে। আয়াত এই–

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ
اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۝

মানুষ বা পশুর পেশাব বন্ধ হইলে উহার তদবীর

কোন মানুষের অথবা পশুর পেশাব বন্ধ হইয়া গেলে নিম্নোক্ত নকশা লি ধৌত করিয়া পান করাইবে। নকশা এই–

٧٨٦

ع	ج	ب	بو
ح	ى	ما	و
٢	د	و	ما
١	٥	٣	ک

বসন্ত রোগের তদবীর

যাহার বসন্ত রোগ হইয়াছে তার গলায় নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখি মাদুলিতে ভরিয়া দিবে এবং যাহাদের বসন্ত হয় নাই তাহাদের গলায় বাধি আল্লাহর রহমতে বসন্ত রোগ হইতে হেফাজতে থাকিবে। নকশা এই–

٧٨٦

١١	١٤	١	٨
٥	٤	١٥	١٠
١٦	٩	٦	٣
٢	٧	١٢	١٣

ঐ দ্বিতীয় তদবীর

কোন গ্রামে বা বাড়ীতে বসন্ত দেখা দিলে নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া শিশুদের গলায় বাধিয়া দিবে। আল্লাহর অসীম রহমতে বসন্ত হইতে মাহফুজ থাকিবে। নকশা এই–

٧٨٦

٢٨٩	٢٩٢	١٣٧	١٣١
رحيم	من رب	قولا	سلام
١٣٦	١٣٢	٢٨٨	٢٩٣
١٣٣	١٣٩	٢٩٠	٢٨٧
٢٩١	٢٧٦	٣٤	١٣٨

কলেরা মহামারীর তদবীর

কোন গ্রামে কলেরা দেখা দিলে, নিম্নোক্ত আয়াত কাগজে লিখিয়া ঘরের দরজার উপরে লটকাইয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে মহামালী হইতে রক্ষা পাইবে। আয়াত এই–

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَأْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَأْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا قُلْ
لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ
فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝

কলেরা মহামারির অন্য তদবীর

কোন গ্রামে কলেরা মহামারী দেখা দিলে, নিম্নোক্ত ছুরা তাগাবুনের নকশা কাগজে লিখিয়া কবজে ভরিয়া সঙ্গে ব্যবহার করিবে। আর এই সূরা সাতবার পাঠ করিয়া প্রতি বারে পানিতে দম করিয়া সকলকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে মহামারী হইতে রক্ষা পাইবে। আর এই সূরা তাগাবুন কোন ব্যক্তি সাত বার পাঠ

Scanned by CamScanner

করিলে, ধন-দৌলত বৃদ্ধি পাইবে। আর এই সুরা তাগাবুন কোন ব্যক্তি সাতবার পাঠ করিলে, ধন-দৌলত বৃদ্ধি হইবে এবং হায়াত বাড়িবে। নকশা এই–

٧٨٦

١٩٩٥٣٥	١٩٩٥٣٨	١٩٩٥٤١	١٩٩٥٢٧
١٩٩٥٤.	١٩٩٥٢٨	١٩٩٥٣٤	١٩٩٥٣٩
١٩٩٥٢٩	١٩٩٥٤٣	١٩٩٥٣٦	١٩٩٥٣٣
١٩٩٥٣٧	١٩٩٥٣٢	١٩٩٥٣.	١٩٩٥٤٢

কলেরা মহামারীর অন্য তদবীর

কলেরা দেখা দিলে নিম্নোক্ত তাবিজ কাগজে লিখিয়া গলায় বাধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে কলেরা হইতে মুক্ত থাকিবে। তাবিজ এই–

٩١١ ١١١ هـ ٨١٨٩ط٨ ١١ ١١١٢ط صادق

٩١١ ١١١ هـ ٨١٨١١ط٨ ١١ ١١ ٢١ط صادق

ষষ্ঠ অধ্যায়

মেয়েলোকের যাবতীয় রোগের তদবীর

বন্ধ্যা বা বাঝা মেয়েলোকের তদবীর

যে সমস্ত মেয়েলোকের সন্তান হয় না তাহাদের হায়েজ হইতে পবিত্র হওয়ার পরে রবিবার দিন নিম্নোক্ত তাবিজ লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া বন্ধ্যা মেয়েলোকের নাভীর উপর বাধিয়া ব্যবহার করিবে এবং স্বামী সহবাস করিবে, আল্লাহর রহমতে গর্ভবতী হইবে। তাবিজ এই–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. يَا ذَالْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وَالْمُلْكِ الْقَدِيْمِ يَا اَللّٰهُ

يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا غَفَّارُ يَا اَحَدُ يَا صَمَدُ. وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى

خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ٥

ঐ দ্বিতীয় তদবীর

যাহার সন্তান হয় না, তাহার জন্য এগারোটি সুপারী লইয়া প্রতিটি সুপারীর উপরে নিম্নোক্ত আয়াত এগারো বার পড়িয়া প্রতিবারে ফুঁক দিবে। তৎপর প্রতিদিন একটি সুপারী ঐ সন্তানহীনা মেয়েলোককে খাওয়াইবে। আল্লাহর রহমতে বন্ধ্যা নারী গর্ভবতী হইবে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الشَّهِيْدُ وَاَنَا الْمَشْهُوْدُ فَمَنْ يَدْعُوا الْمَشْهُوْدَ اِلَّا الشَّهِيْدُ يَا رَبِّ.

স্বামী স্ত্রী উভয় বন্ধা হইলে উহার তদবীর

স্বামী–স্ত্রী উভয় বন্ধা হইলে, নিম্নের আয়াত কাগজে লিখিয়া উহার সহিত কিছু চিনি বা গুড় মিশাইয়া বৃহস্পতিবার দিনগত দুপুর রাত্রের পর স্বামী–স্ত্রী উভয় উহা খাইবে এবং সহবাস করিবে, এই নিয়ম তিন দিন পালন করিবে। আল্লাহর রহমতে গর্ভবতী হইয়া সুসন্তান লাভ করিবে। এই তাবিজ মেশক জাফরানের মিশ্রিত কালি দিয়া লিখিবে। আয়াত এইঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً . وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَ

لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامِ . اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ٥

বন্ধা মেয়েলোকের অন্য তদবীর

বন্ধা মেয়েলোকের জন্য নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া উহার উরুতে বাধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে গর্ভবতী হইয়া সুসন্তান লাভ করিবে। একশা এইঃ

٧٨٦

٤و	٩ط	٢ب
٣ج	٥ هـ	٧ز
٨ح	زا	٦و

গর্ভ নষ্টের তদবীর

যে মেয়েলোকের গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে নিম্নোক্ত নকশা দুইটির যে কোন একটি অথবা উভয়টি চিনা বরতনে লিখিয়া পানি দিয়া ধুইয়া ঐ পানি পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে গর্ভ নষ্ট হইবে না। নকশা এইঃ

১ নং নকশা– ٧٨٦

١	٨	٢٥	٣.
٢٧	٢٨	٣	٢
٧	٢	٢٣	٢٤
١٩	٢٦	٥	٤

Scanned by CamScanner

২নং নকশা–

٧٨٦

٣٧	٣٠	٣٣	٢٠
٣٢	٢١	٢٦	٣١
٢٢	٣٥	٢٨	٢٥
٢٩	٢٤	٢٣	٢٤

গর্ভবতী স্বপ্নে ভয় পাইলে ইহার তদবীর

যে নারী গভাবস্থায় স্বপ্নের ভিতরে ভয় পায়, তাহার জন্য নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া উহার গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে আর ভয় পাইবে না। নকশা এইঃ–

٧٨٦

١	٥	٧	١٢
٩	١١	٣	٦
٧	٢	٣	٦
١٠	٨	٥	٢

গর্ভাবস্থায় কষ্ট পাইলে উহার তদবীর

যে গর্ভবতী নারী গর্ভাবস্থায় খুব কষ্ট পায়, তাহাকে নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া কোমরে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে কোন রকম কষ্ট হইবেনা। নকশা এইঃ

٧٨٦

١	٨	٣	٨
٥	٦	٣	٦
٧	٢	٩	٢
٧	٤	٥	٤

প্রসব বেদনার তদবীর

মেয়েলোকের প্রসব বেদনা শুরু হইলে, নিম্নোক্ত নকশা তস্তরিতে লিখিয়া ধুইয়া পানি পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে আছানীর সহিত প্রসব করিবে। নকশা এইঃ

٧٨٦

١ ماهو	٦ ماهو	٢ ماهو
٤ ماهو	٥ ماهو	٧ ماهو
٤ ماهو	٢ ماهو	١ ماهو

প্রসব বেদনার দ্বিতীয় তদবীর

গর্ভবতীর প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে এবং বেশী কষ্ট পাইতে থাকিলে নিম্নোক্ত নকশা দুই টুকরা কাগজে লিখিয়া কাপড়ে লেপটাইয়া একটি ডাহিন রানে এবং অপরটি বাম রানে বাধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে অতি সহজে সন্তান প্রসব করিবে। স্মরণ রাখিবে সন্তান প্রসব করার সাতে সাথে তাবিজ দুইটি খুলিয়া নদীতে বা পুকুরে ফেলিয়া দিবে। সঙ্গে সঙ্গে তাবিজ না খুলিলে সমূহ বিপদের আশংকা থাকে। নকশা এইঃ

٧٨٦

الله	الله
الله	الله

প্রসব বেদনার তৃতীয় তদবীর

মেয়েলোকের প্রসব বেদনা শুরু হইলে নিম্ন লিখিত তাবিজটি কাগজে লিখিয়া কাপড় দ্বারা মোড়াইয়া কোমরে বাধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে আছানীর সহিত সন্তান ভুমিষ্ট হইবে। সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার সাথে সাতে তাবিজটি খুলিয়া নদীতে অথবা পুকুরে ফেলিয়া দিবে। যেখানে নদী বা পুকুর নাই সেখানে মাটিতে দাফন করিয়া দিবে। তাবিজ এইঃ

اللّٰهم انت سبحانك انى كنت من الظالمين ـ

Scanned by CamScanner

গর্ভ স্থায়ী হওয়ার তদবীর

মেয়েলোকের গর্ভের বয়স সাত মাসে পৌছলে পর, নিম্ন লিখিত নকশাটি কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া গর্ভবতীর গলায় ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে সুস্থভাবে সন্তান জন্ম হওয়ার পরে তাবিজটি খুলিয়া নবজাতকের গলায় বাঁধিয়া দিবে, শিশু সুস্থ থাকিবে। নকশা এইঃ

٧٨٦

يس ..٨	ال ٣١	على .١١	سلام١٣١
١.٩	١٣٢	٢٩	٣٢
١٣٣	١١٢	٢٩	٦٨
٣.	٦٧	١٣٤	١١١

প্রসবের পর ফূল বাহির না হইলে তদবীর

যে মেয়েলোকের সন্তান প্রসবের পরে ফূল বাহির হইতে দেরী হইতেছে, তাহাকে নিম্নের তাবিজটি এক টুকরা কাপড়ে লিখিয়া গলায় বাধিয়া দিবে। ফুল বাহির হওয়ার পরে তাবিজটি খুলিয়া নদীতে অথবা পুকুরে ফেলিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে ফূল সহজে বাহির হইবে। তাবিজটি এইঃ

دخل جبرائيل و ميكائيل واسرافيل . اللّٰهم ربّ موسٰى وعيسٰى
و محمد صلى اللّٰه عليه وسلم . انزل ايتها المشية ص ه ه

মেয়েলোকের হায়েজ—নেফাছ বন্ধের তদবীর

কোন মেয়েলোকের ঠিক মত হায়েজ-নেফাছ না হইলে কিংবা বন্ধ হইয়া গেলে, নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া উক্ত মেয়েলোকের বাম উরুতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে ঠিকভাবে হায়েজ-নেফাছ হইবে। নকশা এইঃ

٧٨٦

ى	م	ه	ح
٥و	ر	على	١١٥
مرع	١١	١٥	وو
١٩	٢	٣	١١

হায়েজ—নেফাছের অতিরিক্ত রক্ত বন্ধের তদবীর

কোন মেয়েলোকের হায়েজ-নেফাছের রক্ত বন্ধ না হইলে কিংবা বেশী রক্ত জারী হইলে নিচের নকশাটি কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া কোমরে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে রক্ত বন্ধ হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ

٧٨٦

٢٧.	٢٦٥	٢٧٢
٢٧١	٢٦٩	٢٦٧
٢٦٦	٢٧٣	٢٦٨

মেয়েলোকের দুধ বেশী হইবার তদবীর

যে সকল মেয়েলোকের অথবা গাভীর দুধ কমিয়া যায়, উহার জন্য নিম্নোক্ত আয়াত কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া বুকে বাঁধিয়া দিবে। আর আয়াত সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে বুকের উপর দম করিবে এবং নুনের মধ্যে দম করিয়া খাওয়াইবে। আয়াত এইঃ

بِحَقِّ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ . فَاِذَا خِفْتُ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ
فِىْ الْيَمِّ وَ لَا تَخَافِىْ وَ لَاتَحْزَنِىْ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكَ وَ جَاعِلُوْهُ مِنَ
الْمُرْسَلِيْنَ ٥

সপ্তম অধ্যায়

বিভিন্ন রোগের তদবীর

পুরুষত্বহীন বা মর্দামী শক্তির তদবীর

কোন পুরুষের মর্দামী শক্তি কমিয়া বা রহতি হইয়া গেলে নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরয়া কোমরে ব্যবহার করিবে আল্লাহর রহমতে মর্দামী শক্তি ফিরিয়া পাইবে। নকশা এইঃ

٧٨٦

و	ن	ن	ما
ما	د	د	ص
س	و	ى	ع
م	ن	ه	ع

Scanned by CamScanner

পুরুসত্ত্বহীনের দ্বিতীয় তদবীর

যে কোন কারণে পুরুষত্বহীন হইলে, আটটি বড়ই পাতা নিয়া পাথর দ্বারা পিশিয়া উহার সহিত কিছু পানি মিশাইয়া লইবে। তারপর আয়াতুল কুরছী ও ছুরা ফালাক্ব ও নাছ পাঠ করিয়া উক্ত পানিতে দম করিব। ঐ পানি জিহ্বা দিয়া তিন বার চাটিয়া কিছু খাইবে এবং বাকী পানি দ্বারা গোছল করিবে। আল্লাহর রহমতে মর্দামী শক্তি ফিরিয়া পাইবে।

পুরুষত্ত্বহীনের তৃতীয় তদবীর

নিম্নোক্ত আয়াত কাচের তস্তরিতে লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া উক্ত পানি পান করিবে। আল্লাহর রহমতে পুরষত্ব শক্তি ফিরিয়া পাইবে। আয়াত এইঃ

وتركنو بعضهم يو منذ يموج فى بعض

স্বপ্নদোষের তদবীর

কাহারো স্বপ্নদোষ হইলে নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া সঙ্গে ব্যবহার করিলে, আল্লাহর রহমতে স্বপ্নদোষ হইবে না। নকশা এইঃ

٧٨٦

	١٨٣٨٤	١٨٣٨٧	١٨٣٧٣
١٨٣٨٦	١٨٣٧٤	١٨٣٨٠	١٨٣٨٥
١٨٣٧٥	١٨٣٨٩	١٨٣٨٢	١٨٣٧٩
١٨٣٨٣	١٨٣٧٨	١٨٣٧٦	١٨٣٨٨

স্বপ্নদোষের দ্বিতীয় তদবীর

স্বপ্নদোষ বন্ধ করিবার জন্য মেসক ও জাফরানের কালি দ্বারা রবিবার দিন অথবা বৃধবার দিনে নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া নিদ্রা যাওয়ার সময় বুকের উপর রাখিয়া নিদ্রা যাইবে। আল্লাহর রহমতে স্বপ্নদোষ হইবে না। নকশা এইঃ

٧٨٦

٨١	٨٩	٨٨	٧٢	٥٥	٤٣	٣١	١١
الم	حم	ن	م	ع	ك	ص	ق
١٦٤	١٢١	١٢٠	١١٩	١١٨	١١٧	١١٦	١١٣
١٢٤	٢٤١	٢١٥	١٢٦	١٤٧	١٨١	١١٩	١١٢
١٣٦	١٣٥	١٣٢	١٣٣	١٢٣	١٣١	١١٣	١١٥
ع	ص	مص	الم	الم	عسق	١٥	١١٦

সন্তান নিরাপদে রাখার তদবীর

যে সকল মেয়েলোকের সন্তান বাঁচেনা উহার জন্য একটি কাগজে একশত ষাটবার বিছমিল্লাহ শরীফ লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া উক্ত মেয়েলোকের সঙ্গে ব্যবহার করিবে। আল্লাহর রহমতে সন্তান দীর্ঘদিন বাঁচিবে।

শিশুগণ বেশী কাঁদিলে উহার তদবীর

যে সকল শিশু বেশী কাঁদে, তাহাদের জন্য এই তদবীর করিবে। বিচি কলা গাছের খোল হইতে কিছু শুকনা ছাল লইয়া নিম্নের আয়াত সাতবার পাঠ করিবে, প্রতিবার উক্ত ছালে দম করিয়া একটি গিড়া দিবে। এই ভাবে সাতটি গিড়া দিয়া শিশুর গলায় বাধিয়া দিবে। আলাহর রহমতে শিশুর অতিরিক্ত কান্না বন্ধ হইবে। আয়াত এইঃ

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ۝

শিশুগণ বেশী কাঁদিলে উহার দ্বিতীয় তদবীর

শিশু অতিরিক্ত কাঁদিলে নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া শিশুর গলায় বাধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে বেশী কাঁদা বন্ধ হইয়া যাইবে। নকশা এইঃ

٧٨٦

١٢١٧٦	١٢١٧٩	١٢١٨٢	١٢١٦٩
١٢١٨١	١٢١٧٠	١٢١٧٥	١٢١٨٠
١٢١٧١	١٢١٨٤	١٢١٧٧	١٢١٧٤
١٢١٧٨	١٢١٧٣	١٢١٨٢	١٢١٨٣

শিশু ঘুমের মধ্যে চমকাইয়া উঠিলে উহার তদবীর

যে সকল শিশু সন্তান ঘুমের মধ্যে চমকাইয়া উঠে বা ভয় পাইয়া লাফাইয়া উঠে তাহাদেরকে নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে শিশু সুস্থ হইবে। নকশা এইঃ

٧٨٦

١٨	٢١	٢٤	١١
٢٣	١٢	١٧	٢٣
١٣	٢٦	١٩	١٦
٢٠	١٥	١٤	٢٥

Scanned by CamScanner

রিযিক বৃদ্ধির তৃতীয় তদবীর

ধন দৌলত বৃদ্ধির নিম্নোক্ত নকশা কাগজে প্রত্যহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত লিখিয়া আটার মধ্যে ভরিয়া গুলি বানাইয়া যোয়ার ভাটার নদীতে ফেলিবে। আল্লাহর রহমতে ধন দৌলত বৃদ্ধি হইবে। নকশা এই–

٧٨٦

٥٥٩١	٥٥٩٤	٥٥٩٧	٥٥٨٤
٥٥٩٦	٥٥٨٥	٥٥٩.	٥٥٩٥
٥٥٨٦	٥٥٩٩	٥٥٩٢	٥٥٨٩
٥٥٩٣	٥٥٨٨	٥٥٨٧	٥٥٨٩

রিযিক বৃদ্ধির চতুর্থ তদবীর

রিযিক বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি আকিক পাথরের উপর খুদিয়া পুরুষে ডান হাতে এবং মেয়েলোকে বাম হাতে ব্যবহার করিবে। ইনশাআল্লাহ তায়ালা অগাধ রিযিক লাভ করিবে। নকশা এই–

٧٨٦

٤	٩	٢
٣	٥	٧
٨	١	٦

রিযিক বৃদ্ধির পঞ্চম তদবীর

নিম্নে লিখিত দোয়া খালেছ নিয়াতে নির্জন স্থানে বসিয়া এক হাজার বার পাঠ করিলে, আল্লাহর রহমতে মান–সম্মান ও রিযিক বৃদ্ধি হইবে। দোয়া এই-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ وَيَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ۝

উচ্চারণঃ বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইন্নাল্লাহা লাতীফুন বি–ইবাদিহী ওয়া ইয়ারযুক্বু মাইয়া শাউ' ওয়া হুওয়াল ক্বাবিয়্যুল আযীয।

পলাতক ব্যক্তির তদবীর

যদি কোন শিশু বা কোন লোক হারাইয়া যায় বা পালাইয়া যায়, তাহার জন্য নিম্নের নকশা কাগজে লিখিয়া অন্ধকার গৃহে ভারি পাথরের নিচে চাপা

দিবে। আল্লাহর রহম‹ত হারানো ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবে।

٧٨٦

٧	٣	١٤	٢.	١
١٥	١٦	٢	٨	٢٤
٣		٢٥	١١	١١
٢١		١٨		١.
١٩		٦	٢٢	١٣

প্রিয় জন, চাকর বা পশু পলাতকের তদবীর

কোন লোকের চাকর (ভৃত্য) বা কোন পশু হারাইয়া গেলে কিংবা প্রিয়জন দূরদেশ হইতে দেশে আসিতে নারাজ হইলে, কাগজে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া যেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে সেখানে টানাইয়া রাখিবে। আয়াতের নিচে নাম লিখিতে হইবে। আয়াত এই–

اينه تكونوا يأت بكم الله جميعا ان الله عـ ى كل شيئ قدير -

পলাতক ব্যক্তির তৃতীয় তদবীর

নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া চরকার সহিত বাধিয়া উল্টাদিকে চরকা ঘুরাইবে। যতদিন ফিরিয়া না আসে ততদিন ঘুরইবে। ইনশা আল্লাহ কামিয়াব হইবে। (ফলানের স্থানে পলাতকের নাম লিখিবে। নকশা এই–

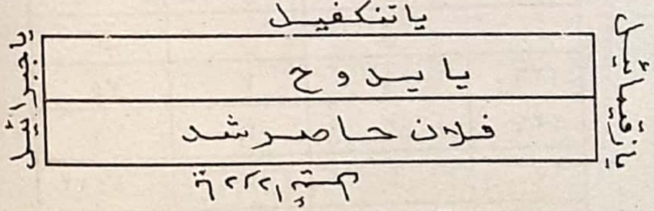

পলাতক ব্যক্তির চতুর্থ তদবীর

নিম্নোক্ত নকশা একটি কাগজে লিখিয়া একটু রূপা (চান্দি) সহ একটি কৌটার ভিতরে ভরিয়া রাখিবে এবং কাগজের অপর পৃষ্ঠায় পালাতকের নাম লিখিবে। আল্লাহর রহমতে ফিরিয়া আসিবে। নকশা এই–

٧٨٦

٦	٧	٢
١	٥	٩
٨	٣	٤

Scanned by CamScanner

নাক অরিশের তদবীর

যদি কোন লোকের হ ছির সহিত রক্ত বাহির হয় বা এমনিতেই রক্ত বাহি[র] হয়, তাহাকে নাক অরিশ বলে। যদি কাহারো নাক অরিশ হয়, তবে [নি]ম্নে[র] আয়াত লিখিয়া নাকের উপর লটকাইয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে নাক [অ]রিশ ভাল হইবে। আয়াত এই–

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوقتل
انقلبتم انقلب يادم بالف ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم
هج هج هج هج هج هج هج هج

পাতলা পায়খানা বন্ধ করিবার তদবীর

পাতলা পায়খানা বা দাস্ত হইলে নিম্নের তাবিজ কাগজে লিখিয়া রোগীর হাতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে পায়খানা বন্ধ হইবে। নকশা এই–

٧٨٦

ض	ب	ا	ق
ق	ا	ب	ص
ب	ن	ن	ا
ا	ق	ض	ب
٢٢٦	٦	٢	٧٥
٢٢٦	٢	٢	٧٥
١٥.	٣	١	٤٥١٢
٥٢٧	اقبض	ياقابض	٣٧٦

পাতলা পায়খানা বন্ধ করিবার দ্বিতীয় তদবীর

কাহারও পাতলা পায়খানা বা দাস্ত হইলে নিম্নের দোয়া কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর সঙ্গে দিবে। আল্লাহর রহমতে দাস্ত বন্ধ হইবে। দোয়া এই–

يا حافظ بسم الله الرحمن الرحيم . ياحفيظ ०

অষ্টম অধ্যায়

জেল হইতে মুক্তির তদবীর

কোন লোক যদি অন্যায়ভাবে গ্রেফতার হইয়া জেলে যায়, সে লোক প্রত্যহ নিম্নের দোয়াটি এক হাজারবার পাঠ করিবে। আল্লাহর ফজলে জেল হইতে মুক্তি পাইবে। দোয়া এই–

يَا غِيَاسَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغِثْنِىْ وَيَا نَاصِرَ الْمَظْلُوْمِيْنَ اُنْصُرْنِىْ بِفَضْلِكَ.

উচ্চারণঃ ইয়া গিয়াছাল মুস্তাগিছীনা আগিছনী, ওয়া ইয়া নাছিরাল মাজলূমীনা, উনছুরনী বিফাদ্বলিকা।

জেল হইতে মুক্তির দ্বিতীয় তদবীর

কোন ব্যক্তি গ্রেফতার হইয়া জেলে আটকা পড়িলে সে দৈনিক নিম্নের দোয়াটি একহাজার চল্লিশ বার পাঠ করিবে আল্লাহর মেহেরবানীতে জেল হইতে খালাস হইবে। দোয়া এই–

يَا بَدِيْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ . يَاخَالِصُ يَا مُخْلِصُ يَا خَلاَّصُ ०

উচ্চারণঃ ইয়া বাদীআ'ল আযাইবি বিল খাইরি, ইয়া খালিছু ইয়া মুখ্লিছু ইয়া খাল্লাছু।

জেল হইতে মুক্তির তৃতীয় তদবীর

কয়েদীর জন্য নিম্নলিখিত নকশাটি পাক-পবিত্র হইয়া কাগজে লিখিয়া কবজে করিয়া কয়েদীর ডান হাতে বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে কয়েদ হইতে মুক্তি পাইবে।

প্রকাশ থাকে যে নকশার ভিতরে ফলান এবনে ফলানের স্থানে কয়েদীর নাম ও তাহার পিতার নাম লিখিবে। নকশা এই–

٧٨٦

يادر دائيل	١ / ٩	ياجبرائيل
٤٦	ابدوح فلان بن فلان رهاشد	٧٣
يا تنكائيل	٢	يا ميكائيل
	٨	

জেল হইতে মুক্তির চতুর্থ তদবীর

কোন লোক অন্যায়ভাবে গ্রেফতার হইলে এবং উহা হইতে মুক্তির জন্য বৃহস্পতিবার দিনগত রাত্রিতে কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে করিয়া বন্দীর দেহে ধারণ করিবে এবং নকশার মধ্যের দোয়াটি এক হাজার বার পাঠ করিয়া একশতবার যে কোন একটি দুরূদ শরীফ পাঠ করিয়া আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিবে। দোয়াটি পাঠ করিবার সময় নকশাটির প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য আর একটি নকশা কাগজে লিখিবে। নকশার ভিতরে দোয়াটির উচ্চারণ এই–

আমানতু বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীমি, ওয়া তাওয়াক্কালতু আলাল হায়্যিল ক্বাইউম।

নকশা এই–

٧٨٦

٢٣٦	٩٧٢	١١٩٢	٥٥٩
الحی القیوم	وتوکلت علی	العلی العظیم	امنت بالله
١٩٣	٥٥٨	٢٣٧	٩٧٣
٥٥٧	١١٩٢	٩٧٠	٢٣٨
٩٧١	٢٣٩	٥٥٦	١١٩١

জেল হইতে মুক্তির পঞ্চম তদবীর

জেল হইতে মুক্তি লাভের জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে বাহাত্তর বার (৭২) লিখিয়া, আটার ভিতরে ভরিয়া গুলি বানাইয়া যোয়ার ভাটার নদীতে একটি করিয়া ফেলিয়া দিবে। আল্লাহ তায়ালার রহমতে মুক্তি লাভ করিবে। নকশাটি এই–

٧٨٦

٩	٦٠	١	٢
١١	٣	٤٧	١٢
٣٤	٤	١٨	١٦
١٩	٥	٦	٤٢

জেল হইতে মুক্তির ষষ্ঠ তদবীর

কেহ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার হইলে কিংবা জেলে গেলে, নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া বন্দীর মাথার টুপীর ভিতরে রাখিবে। আল্লহর অসীম রহমতে মুক্তি লাভ করিবে।

প্রকাশ থাকে য, নকশার মাঝখানে ফলান এবনে ফলানের স্থানে বন্দীর নাম ও তাহার পিতার নাম লিখিবে। নাকশাটি এই–

٧٨٦

٨٧٤	٣	٩	١٠	١٦
٥	١١	١٧	٨٧٥	٤
١٨	٨٧٦	یاافضل فلان بن فلان رهاشه	٦	١٢
١	٧	١٣	١٩	٨٧٢
١٤	١٥	٨٧٣	٢	٨

জেল হইতে মুক্তির সপ্তম তদবীর

কয়েদ খালাসীর জন্য নিম্নোক্ত নকশা দুইটি কাগজে লিখিয়া সাতদিন পর্যন্ত যোয়ার ভাটার নদীতে নিক্ষেপ করিবে। পানিতে নিক্ষেপ করিবার সময় বলিবে "ইয়া আছহাবাল কাহাফ" অমুক লোককে কয়েদ হইতে মুক্তি দিন। তাবিজ লিখিবার ও নদীতে ফেললিবার পূর্বে আছহাবে কাহাফের নামে নদীতে ফাতেহা দিবে এবং মানত করিবে যে, কয়েদ হইতে খালাস পাইলে পুনঃরায় ফাতেহা দিব। সাত দিন এ প্রকারে আমল করিবে। নকশা এই–

٧٨٦

١٦١	١٥٥	١٦٣
١٦٢	١٦٠	١٥٧
١٥٦	١٦٤	١٥٩

٧٨٦

١١٩	١٢٢	١٢٦	١١٢
١٢٥	١١٣	١١٨	١٢٣
١١٤	١٢٨	١٢٠	١١٧
١٢١	١١٦	١١٥	١٢٧

নকশার নিচে লিখিবে–হে আল্লাহ অমুককে কয়েদ হইতে মুক্তি দিন।

মেয়ে বিবাহে রাজী হয় না তাহার তদবীর

যে মেয়ে বিবাহে রাজী হয় না, তাহাকে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিয়া কোন মিষ্টির উপর ফুঁক দিয়া তাহাকে খাইতে দিবে। ইনশাআল্লাহ তায়ালা সে মেয়ে বিবাহে রাজী হইবে। আয়াত এই–

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ٥

মেয়েদের বিবাহের দ্বিতীয় তদবীর

কোন সাবালিকা মেয়ের বিবাহ হইতে দেরী হইলে, তাহার জন্য নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া তাহার গলায় মাদুলিতে ভরিয়া বাঁধিয়া দিলে আল্লাহর রহমতে শিঘ্র বিবাহ হইবে। নকশা এই–

٧٨٦

٢٥٣٣٧	٢٥٣٤٠	٢٥٣٤٣	٢٥٣٣٠
٢٥٣٤٢	٢٥٣٣١	٢٥٣٣٦	٢٥٣٤١
٢٥٣٣٢	٢٥٣٤٥	٢٥٣٣٨	٢٥٣٥

মেয়েদের বিবাহের তৃতীয় তদবীর

মেয়ের অদৃষ্ট সু প্রসন্য হইবার জন্য নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া মেয়ের গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে মেয়ের ভাগ্য খুলিয়া যাইবে। নকশা এই–

٧٨٦

٦٣٣٥٤	٦٣٣٥٧	٦٣٣٦١	٦٣٣٤٧
٦٣٣٦٠	٦٣٣٤٨	٦٣٣٥٣	٦٣٣٥٨
٦٣٣٥٦	٦٣٣٥١	٦٣٣٥٥	٦٣٣٥٢
٦٣٣٥٦	٦٣٣٥١	٦٣٣٥٠	٦٣٣٦٢

মেয়েদের বিবাহের চতুর্থ তদবীর

কোন মেয়ে বিবাহ বসিতে নারাজ হইলে, এই আমল করিবে। যে কোন মসজিদ হইতে কিছু মাটি লইয়া সেই মাটি দ্বারা সাতটি রুটি বানাইবে এবং নিম্নোক্ত আয়াত রুটি সমূহের উপর লিখিবে এবং প্রতি শুক্রবারে একটি করিয়া রুটি আগুনে গরম করিয়া পনিতে ভিজাইয়া ঐ পানি পথের মধ্যে ছিটাইয়া দিবে। সাত শুক্রবার পর্যন্ত এই ভাবে আমল করিবে, আল্লাহর রহমতে সেই মেয়ে নিজে ইচ্ছায় পাগল হইয়া বিবাহে রাজী হইবে বা প্রস্তাব পাঠাইবে। আয়াত এই–

وَ اَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ
فَجٍّ عَمِيْقٍ ٥

মহিলার গুপ্ত স্থানের তদবীর

কোন মেয়েলোকের লজ্জাস্থানের গোস্ত বাড়িয়া গেলে কিংবা ব্যথা– বেদনা হইলে একটি কাগজে প্রথমে পঞ্চাশটি "ওয়াও" হরফ লিখিবে। তারপর উহার উপরে চতুর্থ তদবীরের আয়াত পাঠ করিয়া ফুঁক দিয়া ঐ মেয়ের গুপ্তস্থানের ভিতরে কাগজটি রাখিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে রোগ ভাল হইবে।

মেয়েদের বিবাহের পঞ্চম তদবীর

কোন বালেগা মেয়ের বিবাহে দেরী হইলে, নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া তাহার গলায় বাঁধিয়া দিবে এবং প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পরে এই আয়াত পাঠ করিতে থাকিবে। আল্লাহর রহমতে শিঘ্র বিবাহ হইবে। আয়াত এই–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ . وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِيْنَ . اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ . اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ
فَتْحًا مُّبِيْنًا . لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . وَيُتِمَّ
نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا . وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا
عَزِيْزًا . فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا . وَعِنْدَهٗ
مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ . وَ فُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا .
اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ - بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ٥

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। নাছরুম্ মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন ক্বারীব। ওয়া বাশশিরিল মু'মিনীনা, ইন তাছতাফতিহূ ফাক্বাদ জায়া'কুমুল ফাতহু; ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাত্হাম্ মুবীনা; লিইয়াগফিরা লাকাল্লাহু মা তাক্বাদ্দামা মিন যামবিকা ওয়া মা তায়া'খাখার ওয়া ইউতিম্মা নিঅ'মাতাহু আলাইকা,ওয়া ইয়াহদিয়াকা ছিরাত্বাম মুস্তাক্বীমা; ওয়া ইয়ানছুরুকাল্লাহু নাছরান আযীযা; ফাআনজালাছ্ ছাকীনাতা আ'লাইহিম ওয়া আতাইনাহুম ফাতহান ক্বাবীরা; ওয়া ই'ন্দাহু মাফাতিহাল গাইবি লাইয়া'লামুহা ইল্লা হুয়া; ওয়া ফুতিহাতিছ ছামাউ' ফাকানাত আবওয়াবা; ইযা জায়া' নাছরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু; বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

Scanned by CamScanner

মেয়েদের বিবাহের ষষ্ঠ তদবীর

যে মেয়ের বিবাহ হইতে দেরি হইতেছে, তাহাকে নিম্নোক্ত নকশাটি হাড়ের চিরুনীতে লিখিয়া আচরাইতে দিবে। আল্লাহ তায়ালার রহমতে অতি শিঘ্র বিবাহ হইবে। নকশা এই–

৭৮৬

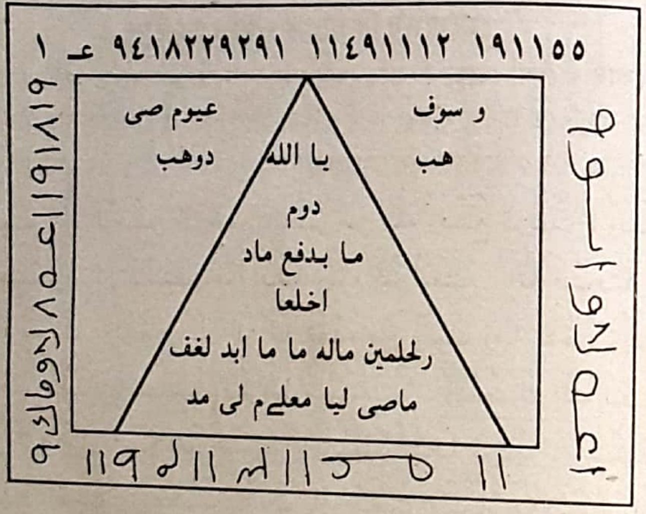

মেয়েদের বিবাহের সপ্তম তদবীর

কোন মেয়ের বিবাহ যাদু টোনা করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে, যাহার বিবাহ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে; তাহাকে ফজরের নামাজের পড়ে ঐ জায়নামাজে বসিয়া বাম হাতের উপর ডান হাত রাখিয়া "ইয়া ফাত্তাহ" এছেম এক চল্লিশ বার পাঠ করিতে বলিবে; যতদিনে বিবাহ না হয় ততদিন এই আমল করিতে থাকিবে। এবং কাগজে তেত্রিশ আয়াত লিখিয়া উহার নিচে আলহামদু সূরা এবং চার কুল (সূরা) লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া মেয়ের সাথে বাধিয়া দিবে। এরপর আউজুবিল্লাহ্ ও বিছমিল্লাহ সহ সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাছ দুইশত বার পাঠ করিয়া প্রতিবারে তাহার শরীরে ফুক দিবে। আল্লাহ্ তায়ালার অসীম রহমতে যাদুর আছর দূর হইয়া অল্প দিনের মধ্যে বিবাহ হইবে।

প্রসিদ্ধ তেত্রিশ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ـ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ ـ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ٥ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ٥ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ـ لَاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّ لَانَوْمٌ ـ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ـ مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ ـ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ـ وَ لَايُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَآءَ ـ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ـ وَ لَايَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ـ لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْتَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ـ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَاانْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ٥ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ـ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ ـ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ـ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ـ

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ـ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ـ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ـ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ـ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ـ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ٥ لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ـ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كْتَسَبَتْ ـ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ـ رَبَّنَاوَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَاحَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ـ رَبَّنَاوَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ـ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

Scanned by CamScanner

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ ـ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ـ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ
الْعٰلَمِيْنَ ۝ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ـ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝
وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ـ اِنَّ رَحْمَتَ
اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ـ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا
فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ـ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ
ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ
فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ـ

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ـ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ـ رَبُّ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ـ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا
بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ـ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ
الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ـ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ـ اِلَّا مَنْ
خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ـ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ
مَّنْ خَلَقْنَا ـ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ـ

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝
يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۝

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ
خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ـ هُوَ اللّٰهُ
الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ هُوَ
اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ـ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ـ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ـ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا
عَجَبًا ـ يَّهْدِىْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ـ وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى
جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ـ وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى
اللّٰهِ شَطَطًا ۙ

নবম অধ্যায়

শত্রুর শত্রুতার তদবীর

যদি কাহাকেও তাহার শত্রু ক্ষতি করিবার চেষ্টা করে, তখন নিম্নোক্ত সূরায় আম্বিয়ার নকশা লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া সঙ্গে ধারণ করিবে। আল্লাহর রহমতে শত্রুর শত্রুতা বন্ধ হইয়া যাইবে অথবা শত্রু হালাক হইয়া যাইবে। সূরায় আম্বিয়া লিখিয়া কবজ বানাইয়া শরীরে ব্যবহার করিলে দিলের যাবতীয় দুঃখ ও চিন্তা দূর হইয়া যাইবে এবং এই সূরা একাত্তরবার পাঠ করিলে আল্লাহর রহমতে অনুরূপ ফল পাইবে। আর যদি কাহারও দুঃখ চিন্তা সীমা অতিক্রম করে অর্থাৎ অত্যান্ত বিপদ গ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ছেজদায় যাইয়া ছেসদার মধ্যে চল্লিশবার দোয়ায়ে ইউনুছ পাঠ করিবে। আল্লাহর রহমতে তাহার মনের দুঃখ চিন্তা ও বিপদ দূর হইয়া যাইবে। নকশা এই –

٧٨٦

٩٥٥٥٦	٩٥٥٥٩	٩٥٥٦٢	٩٥٥٤٨
٩٥٥٦١	٩٥٥٤٩	٩٥٥٥٥	٩٥٥٦٠
٩٥٥٥٠	٩٥٥٦٤	٩٥٥٥٧	٩٥٥٥٤
٩٥٥٥٨	٩٥٥٥٣	٩٥٥٥١	٩٥٥٦٣

শত্রুর শত্রুতার দ্বিতীয় তদবীর

নিম্নোক্ত ছূরায় যুলযালার নকশা কাগজে লিখিয়া কবজ করিয়া সঙ্গে ধারণ করিলে, আল্লাহর রহমতে শত্রু দমন হইয়া যাইবে। আর এই নকশা চিনা মাটির তস্তুরিতে লিখিয়া উহা পানি দ্বারা ধৌত করিয়া সেই পানি দিয়া চিহারা তিনবার ধৌত করিলে আল্লাহর রহমতে যে কোন রোগ-বিমারী হইতে আরোগ্য লাভ করিবে। নকশা এই-

Scanned by CamScanner

٧٨٦

٤٩٩١	٤٩٩٤	٤٩٩٧	٤٩٨٤
٤٩٩٦	٤٩٨٥	٤٩٩٠	٤٩٩٥
٤٩٨٦	٤٩٩٩	٤٩٩٢	٤٩٨٩
٤٩٩٣	٤٩٨٨	٤٩٨٧	٤٩٩٨

শত্রুর শত্রতার তৃতীয় তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত সূরার তাব্বাত ইয়াদার নকশা লিখিয়া সঙ্গে ব্যবহার করে, আল্লাহর রহমতে শত্রু ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর যদি কোন ব্যক্তি শত্রু ধ্বংসের নিয়াত করিয়া দৈনিক সাতবার সূরায় লাহাব পাঠ করে তবে আল্লাহর রহমতে শত্রু ধ্বংস হইয়া যাইবে। নকশা এই–

٧٨٦

١٤٥٦	١٤٥٩	١٤٦٢	١٤٤٩
١٤٦١	١٤٥٠	١٤٥٥	١٤٦٠
١٤٥١	١٤٦٤	١٤٥٧	١٤٥٤
١٤٥٨	١٤٥٣	١٤٥٢	١٤٦٣

শত্রুর শত্রুতার চতুর্থ তাদবীর

যদি কোন লোক নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া সঙ্গে রাখিয়া কোন জালেমের সম্মুখে যায়, তবে আল্লাহর রহমতে কোন প্রকার জুলুম করিতে পরিবে না। নাকশা এই–

٧٨٦

٣٤	٢٩	٣٧
٣٩	٣٣	٣١
٢٧	٣٨	٣٢

শত্রুর শত্রুতার পঞ্চম তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত সূরায় কাওছারের নকশা লিখিয়া সঙ্গে দারন করে এবং আর একটি ইটের উপর লিখিয়া কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে আল্লাহর

রহমতে শত্রুতা ধ্বংস হইয়া যাইবে নাকশা এই–

٧٨٦

٩١٩	٩١٢	٩٢١
٩٣٠	٩١٨	٩١٦
٩٢٥	٩٢٤	٩١١

শত্রুর শত্রুতার ষষ্ঠ তদবীর

কোন লোকের উপর শত্রুতা সীমা ছাড়াইয়া গেলে সে লোক নিম্নোক্ত সূরায় ফোরকানের নকশা লিখিয়া সঙ্গে দারণ করিবে। আর সূরায় ফোরকান নয়বার পাঠ করিয়া শেষ করিবে। আল্লাহর রহমতে শত্রুতা বন্ধ হইয়া যাইবে বা ধ্বংস হইয়া যাইবে। নকশা এই–

٧٨٦

٥٢٣٩٣	٥٢٣٩٦	٥٢٤٠٠	٥٢٣٨٦
٥٢٣٩٩	٥٢٣٨٧	٥٢٣٩٢	٥٢٣٩٧
٥٢٣٨٨	٥٢٤٠٢	٥٢٣٩٤	٥٢٣٩١
٥٢٣٩٥	٥٢٣٩٠	٥٢٣٨٩	٥٢٤٠١

শত্রুর শত্রুতার সপ্তম তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত সূরায় মাউনের নকশা কাগজে লিখিয়া সঙ্গে রাখে, আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে তাহার শত্রু হালাক বা দমন হইয়া যাইবে। নকশা এই–

٧٨٦

٢٣١٣	٢٣١٦	٢٣١٩	٢٣٠٥
٢٣١٨	٢٣٠٦	٢٣١٢	٢٣١٧
٢٣٠٧	٢٣٢١	٢٣١٤	٢٣١١
٢٣١٥	٢٣١٠	٢٣٠٨	٢٣٢٠

শত্রুর শত্রুতার অষ্টম তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি বকরীর কান্দের হাড্ডির উপর লিখিয়া শত্রুর ঘরে মাটির

ভিতরে দাফন করিয়া রাখিবে। শত্রু দমন হইয়া যাইবে।

١١١٤ط٠٠٤٣.١١.٢١١و٠

শত্রুর শত্রুতার নবম তদবীর

কাহারো শত্রুর শত্রুতা দমন করিতে ইচ্ছা করিলে নিম্নোক্ত তাবিজ কাগজে লিখিয়া শত্রুর গৃহে পুতিয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে শত্রু দমন হইয়া যাইবে এবং তাবিজের নিচে ফলান এবনে ফলানের স্থানে শত্রুর নাম ও তার পিতার নাম লিখিবে। তাবিজ এই–

١١ ١١ ١١٣ و ١٧٤ ١١

على بعض فلان بن فلان

শত্রুর শত্রুতার দশম তদবীর

শত্রু দমনের জন্য নিয়াত করিয়া নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া যোয়ার ভাটার নদীতে নিক্ষেপ করিবে। আল্লাহর রহমতে শত্রু দমন হইবে। নকশা এই–

٧٨٦

١٨	٢١	٢٤	١١
١٣	١٢	١٧	٢٢
١٣	٢٦	١٩	١٦
٢.	١٥	١٤	٢٥

শত্রুর শত্রুতার একাদশ তদবীর

শত্রুর শত্রুতা দমন করার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি হরিণের চামড়ার উপর লিখিয়া শত্রুর গৃহে রাখিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে শত্রু দমন হইয়া যাইবে। নকশা এই–

و ٥ مر صى و صى مصوصى محورانها

١١٢ ١١ ..١١٩٧١ جمع ١٣و ٥٧٥ ١١و١ ط١١

দুই জনের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির তদবীর

দুই লোকের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি শনিবার অথবা মঙ্গলবার কাগজে লিখিয়া পুরাতন কবরে পুতিয়া রাখিবে। তাবিজের নিচে উভয়ের নাম লিখতে হবে। নকশা এই–

٧٨٦

والبغضاء	العداوة	بينهم	والقينا
الى	والبغضاء	العداوة	بينهم
يوم	الى	والبغضاء	العداوة
القيمة	يوم	الى	والبغضاء

بين فلان بن فلان

বিচারকের সম্মুখে যাওয়ার তদবীর

কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মোকদ্দমায় জড়িত হইলে নিম্নোক্ত নকশার তাবিজ লিখিয়া সঙ্গে ধারণ করিয়া হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, আল্লাহর রহমতে হাকিম তাহার উপর সদয় হইবেন। এবং সঠিক রায় দিবেন। নকশা এই–

٧٨٦

٦٦٩٣	٦٦٩٦	٦٦٩٩	٦٦٧٥
٦٦٩٨	٦٦٨٦	٦٦٩٢	٦٦٩٧
٦٦٨٧	٦٦٧.١	٦٦٩٤	٦٦٩١
٦٦٩٥	٦٦٩.	٦٦٨٨	٦٦٧..

শত্রু দমন করিবার আমল

যদি কোন ব্যক্তি শত্রু দমন করিতে চায় তবে সে প্রথমে দুই রাকয়াত নামাজ আদায় করিয়া ছালাম ফিরাইয়া পুনঃ সেজদায় যাইয়া নিম্নোক্ত দোয়া এক হাজার বার পাঠ করিবে। আল্লাহর রহমতে শত্রু দমন হইবে। দোয়া এই–

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ - لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ٥

উচ্চারণঃ ফাফিররু ইলাল্লাহি, লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা ছুবহানাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনায্ যালিমীন।

জালেমকে ধ্বংশ করার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি জুলুমকারী বা অত্যাচারীকে ধ্বংস বা দমন করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে লোক শুক্রবার দিন জুমায়ার নামাজের পরে নিম্নোক্ত বিছমিল্লাহর নকশা রাংয়ের পাতে খুদিয়া উহার উপরে লোবান ও ধূপের ধোয়া দিয়া আগুনের ভিতরে ফেলিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জুলুমকারীর ধ্বংশ হইবে। নকশা এই–

Scanned by CamScanner

৭৮৬

الرحيم	الرحمن ١١	الله ١	بسم الله ١
بسم ١٣	الله	الرحمن	الرحيم ١٢
الرحمن ١٤	الرحيم ١٢	بسم ٩	الله
الله	بسم ٥	الرحيم عه	الرحمن ١٥

শত্রুকে ধ্বংশ করার আমল

যদি কোন অত্যাচারি কাহাকেও কষ্ট দেয় বা অত্যাচার করে, বা কোন লোক শত্রুতা করিয়া কাহাকেও বিভিন্ন উপায় কষ্ট দেয়, তখন এই ব্যক্তি একখানা নতুন ইট সঙ্গে নিয়া কোন এক নদীর পাড়ে নির্জন স্থানে বসিয়া পশ্চিম মুখী হইয়া অজুর সহিত সূরায় ইয়া–সীন একাগ্র মনে এক চল্লিশ বার পাঠ করিবে। প্রতিবার সূরা শেষ করিয়া উক্ত ইটের উপর একটি করিয়া আক বা রেখা টানিবে। যখন সূরা শেস করিয়া উক্ত ইটের উপর একটি করিয়া আক বা রেখা টানিবে। যখন সূরা পড়া শেষ হইবে এবং ইটের উপর একচল্লিশটি আক দেওয়া শেষ হইবে, তখন ইটখানা সম্মুখে রাখিয়া উহার উপর জানাজা নামাজ আদায় করিবে। ঐ ইটখানাকে নিজের শত্রু মনে করিয়া নদীর মাঝে নিক্ষেপ করিবে এবং নিজের মনোবাসনা সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করিবে। আল্লাহর রহমতে শত্রু বা জালেম দমন হইবে।

শত্রুকে দমন করিবার অন্য আমল

কোন বুজুর্গ লোকের এজাজত নিয়া এই আমল করিবে। তবে না জায়েজভাবে এই আমল করিবে না, তাহাতে নিজের ক্ষতির আশংকা থাকে এবং গুনাহগার হইবে। আমল এই– পাক পবিত্র হইয়া পাক স্থানে বসিয়া খালেছ নিয়াতে সূরায় তাব্বাত ইয়াদা একশত একবার পাঠ করিবে এবং নিজের মনের বাসনা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার দরবারে মোনাজাত করিবে। ইনশাআল্লাহ তায়ালা শত্রু দমন হইবে।

শত্রু ও বিপদাপদ হইতে বাঁচিবার আমল

যাহার উপরে শত্রুর শত্রুতা এবং বালামুছিবতের আশংকা আছে, সে সর্বদা বেশী করে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিবে। আল্লাহ তায়ালার রহমতে শত্রুর শত্রুতা এবং বালা মুছিবত হইতে রক্ষা পাইবে। দোয়া এই–

فَا اللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ٥

উচ্চারণঃ ফাল্লাহু খাইরুন হাফিজাওঁ ওয়া হুয়া আরহামুর রাহিমীন।

চোরের তদবীর

চোর ধরিবার জন্য নিম্নের নকশা কাগজে লিখিয়া ভাতের মধ্যে রাখিয়া দিবে। যাহাদেরকে সন্দেহ হয় তাহাদেরকে ঐ ভাত খাইতে দিবে; যে ব্যক্তি চোর সে ঐ ভাত গিলিতে পারিবে না। নকশা এই–

৭৮৬

ا ١١١ ط
لا بد سمد لاجها صه
ـــ ص
خا ٩ح ط ح غ

চোরের দ্বিতীয় তদবীর

নিম্নের আয়াত এক টুকরা কাগজে লিখিয়া উহা একটি ছোট বাছুরের (গরুর বাচ্চা) গালায় বাঁধিবে। অতঃপর যাহাদেরকে চুরির সন্দেহ হয় তাহাদিগের একের পর একজনের হাত উক্ত বাছুরের উপর রাখিতে বলিবে। যে লোক প্রকৃত চোর হইবে তাহার হাত বাছুরের শরীরে রাখা মাত্র বাছুরটি ডাকিয়া উঠিবে। আল্লাহর রহমতে এই ভাবে চোর নিচিতে পরিবে। আয়াত এই–

بسم الله الرحمن الرحيم ـ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحيوات الدنيا وكذالك نجزى المفترين ـ

চোরের তৃতীয় তদবীর

রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্বে পূর্ণ ভক্তি বিশ্বাসের সহিত অজুসহ নিম্নের দোয়া সাতবার পাঠ করিয়া নিদ্রা গেলে আল্লাহর রহমতে নিদ্রার ভিতরে সর্ব বিষয় বুঝিতে পারিবে এবং চোরের পরিচয় ও মালের সন্ধান পাইবে। এইরূপে সাত দিবস আমল করিলে চোর নিজে মাল সহ উপস্থিত হইবে। ইনশাআল্লাহ। দোয়া এই–

سَيَقُوْلُوْا لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا اَمْوَالُنَا وَ اَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْلَنَا يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَالَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَبِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَبِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا- بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا- وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مبُوْرًا ـ

Scanned by CamScanner

চোরের চতুর্থ তদবীর

একটি পেয়লা নিয়া উহার মুখে বিছমিল্লাহ ও সূরায় এখলাছ লিখিবে। তৎপর নিম্নের দোয়া পাঠ করিয়া পেয়ালার উপর দম করিবে। অতঃপর যাহাদেরকে সন্দেহ হয় তাহাদের হাতের উপর এই পেয়ালা দিবে। যে লোক চোর হইবে তাহার হাতের উপর এই পেয়ালা ঘুরিতে থাকিবে, ইনশা আল্লাহ। আয়াত এই-

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا . اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اِلَّا مَا حَضَرْتُمْ وَدَوَّرْتُمْ هٰذَا الْقَدَحَ عَلٰى اِسْمِ الْاٰخِذِ بِحَقِّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ وَ عَزْرَائِيْلَ . اَلْوَحَا اَلْوَحَا اَلْعَجَلَ اَلْعَجَلِ اَلسَّاعَةِ اَلسَّاعَةِ .

চোরের পঞ্চম তদবীর

নিম্নের নকশা রুটির উপর লিখিবে এবং ফলান স্থানে সন্দেহজনক লোকের নাম লিখিবে। তৎপর যাহাদেরকে সন্দেহ হয় তাহাদিগকে খাইতে দিবে। যে চোর হইবে সে রুটি গিলিতে পারিবে না। ইনশা আল্লাহ। নকশা এই-

٧٨٦

٢٢	٢٦	٢٩	١٥
٢٨	١٦	٢١	٢٧
١٧	فلان	٢٤	٢.
٢٥	١٩	١٨	٣.

চোরের ষষ্ঠ তদবীর

নিম্নের আয়াত রুটির উপর লিখিয়া যাহাদেরকে চুরির জন্য সন্দেহ হয় তাহাদিগকে খাইতে দিবে। যে লোক প্রকৃত চোর হইবে সে উক্ত রুটি খাইতে পারিব না। ইনশা আল্লাহ। আয়াত এই-

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ - يَتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَّرَائِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ - اَللّٰهُ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ٥

চোরের সপ্তম তদবীর

যদি মালপত্র চুরি হইয়া থাকে এবং চোর ধরিবার বা চিনিবার আশা করিলে, প্রথমে দুই রাকয়াত নফল নামাজ আদায় করিবে। অতঃপর নিম্নোক্ত এছেম একশত বার পাঠ করিবে। আর নিচের নকশা কাগজে লিখিয়া বালিশের নিচে রাখিয়া নিদ্রা যাইবে। এছেম এই-

يَاخَبِيْرُ اِخْبِرْنِىْ -

উচ্চারণঃ ইয়া খাবীরু ইখবিরনী।

নকশা এই-

٧٨٦

١٦	واحد	حبيب	ط
طيب	ى	حوا	ووود
هو	٢٤	١٧	وهاب
ى	احد	واجب	طيب

শিশু রোগের তদবীর

কোন বাচ্চা-শিশু অতিরিক্ত কান্না করিলে, তাহাকে নিম্নোক্ত নকশা চিনা তস্তরীতে লিখিয়া ধুইয়া পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে কান্না বন্ধ হইয়া যাইবে। নকশা এই-

٧٨٦

٨٩	٩٣	٩٦	٨٣
٩٥	٨٣	٨٨	٩٤
٨٤	٩٨	٩١	٨٧
٩٢	٨٦	٨٥	٩٧

শিশু রোগের দ্বিতীয় তদবীর

কোন শিশু ঘুমের ভিতরে চমকিয়া উঠিলে কিংবা ভয় পাইলে; নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া তাহার গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে শিশু ভাল হইবে। নকশা এই-

Scanned by CamScanner

৭৮৬

١٨	٢١	٢٤	١١
٢٣	١٢	١٧	٢٣
١٣	٢٦	١٩	١٦
٢٠	١٥	١٤	٢٥

শিশু রোগের তৃতীয় তদবীর

শিশু অতিরিক্ত কান্নাকাটি করিলে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া শিশুর মাথার কাছে বালিশের নিচে রাখিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে কান্না বন্ধ হইবে। নকশা এই–

৭৮৬

ع	ع		
و	٧		
و	٧		
٢			

শিশু রোগের চতুর্থ তদবীর

যেই শিশু অতিরিক্ত কান্নাকাটি করে, নিদ্রা যায় না, তাহাকে নিম্নোক্ত নকশা লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে কান্না কমিয়া যাইবে। নকশা এই–

৭৮৬

د	ط	ب
ج	ه	ز
ح	ا	و

শিশু রোগের পঞ্চম তদবীর

যেই শিশু বেশি কাঁদে, তাহাকে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিয়া শরীরে ফুঁক দিবে। আল্লাহর রহমতে শিশুর কান্না বন্ধ হইয়া যাইবে। এই–

بِحَقِّ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ - وَبِحَقِّ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى- وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ - وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ .

ঘুমের ভিতরে দাঁত কাটার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া গলায় কবজ বানাইয়া বাধিয়া দিলে আল্লাহর রহমতে দাঁতকাটা বন্ধ হইয়া যাইবে। নকশা এই –

৭৮৬

مر	قمر	عو	هى
ماك	قمر	عو	هى
ذكر	قمر	عو	هى
مر	قمر	عو	هى

শিশুর মাতৃকা রোগের তদবীর

নিম্নোক্ত দোয়া কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে মাতৃকা রোগ ভাল হইবে। দোয়া এই–

اللهم انى اسئلك باسمك يا مجيب يا طبيب يا قريب يارقيب يا حسيب يا منيب يا مشيب يا مجيب يا خبير يابصير سبحا نك لا اله الا انت الغوث صلى الله على محمد واله وخلصنا من النار يا ذالجلال ولا كرام - يا ارحم الرحمين .

শিশুর মাতৃকা রোগের দ্বিতীয় তদবীর

নিম্নোক্ত তাবিজ লিখিয়া মাকৃতা রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে মাতৃকা রোগ ভাল হইবে। তাবিজ এই–

ط ط ط ط ط الهى الهى الهى الهى تقصير تقصير قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس -

শিশুর মাতৃকা রোগের তৃতীয় তদবীর

নিম্নোক্ত তাবিজ কাগজে লিখিয়া মাতৃকা রোগীর গলায় ব্যবহার করিবে।

Scanned by CamScanner

আল্লাহর রহমতে রোগ ভাল হইবে। তাবিজ এই-

طيوس - مرموس - اولوس - مرحوس - مرظوس - سلسوس
سلوماس وصادويلم وحا حرمت سومالس - يا الله يا حافظ
يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا كفيل - فسيكفيكهم الله وهو
السميع العليم .

শুকনা শিশু মোটা হইবার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি মুরগীর ডিমের উপর লিখিয়া শুকনা বাচ্চাদের ঘুমাইবার স্থানে পুতিয়া রাখিলে তাহারা মোটা তাজা হইবে। ইনশা আল্লাহ! নকশা এই-

٧٨٦

وای	هررو
جفه محو	دو

দশম অধ্যায়

ফসল বেশী ও সাপ, বিচ্ছু, জন্তু ও পোকা ইত্যাদির তদবীর

যে কোন বিষাক্ত প্রানী দংশন করিলে, দংশিতস্থানের চতুপার্শ্বে আংগুল ঘুরাইয়া এক শ্বাসে সাতবার নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিয়া প্রতিবারে ফুক দিবে। আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমতে বিষ দূর হইয়া যাইবে। দোয়া এই-

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ٥

উচ্চারণ- অ-ইযা বাতাশতুম বাতাশতুম জাব্বারীন।

মশা নিবারণের তদবীর

মশার উৎপাত বন্ধ করিবার জন্য নিম্নের দোয়া পাঠ করিয়া পানিতে দম করিয়া উক্ত পানি চতুর্দিকে ছিটাইয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে মশার উৎপাত বন্ধ হইবে। দোয়া এই-

وَمَا لَنَا اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَا اٰذَيْتُمُوْنَا - وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ٥

উচ্চারণঃ অমা লানা আল্লা নাতাওয়াক্কালা আলাল্লাহি, অক্বাদ হাদানা

ছুবুলানা, অলানাছ্বিরান্না আলা মা আযাইতুমূনা; অ আলাল্লাহি ফালইয়া তাওয়াক্কালিল মুতায়াওক্কিলূন।

সাপ বিচ্ছু হইতে রক্ষা পাওয়ার আমল

সাপ, বিচ্ছু বা এই জাতীয় প্রাণীর দাংশন হইতে রক্ষার জন্য নিম্নের দোয়া বিছমিল্লাহ সহ এগার বার পাঠ করিবে। দোয়া পড়িবার আগে ও পরে এগার বার করিয়া দুরূদ শরীফ পাঠ করিতে হইবে। সকাল ও সন্ধ্যায় এই আমল করিবে। দোয়া এই -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ ٥

উচ্চারণঃ বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ছালামুন আলা নূহিন ফিল আ'লামীন।

কুকুরের কামরের তদবীর

কুকুরে কাহাকেও কামাড়াইলে, কিছু পানি ও ইক্ষু গুর লইয়া মিলাইয়া তাহার উপর নিম্নোক্ত দোয়া বিসমিল্লাহর সহিত সাতবার পড়িয়া প্রতি বারে ফুক দিবে। ঐ পানি রোগীকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে। দোয়া এই-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَقْرَبٍ وَّحَيَّةٍ- اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًاوَّ اَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ٥

উচ্চারণঃ বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। কুল আউজু বিরাব্বিল কা'বাতি মিন্ শাররি কুল্লি আক্বরাবিন, অ-হাইয়াতিন; ইন্নাহুম ইয়াকিদূনা কাইদাও অআকীদু কাইদা; ফামাহ্ হিলিল কাফিরীনা আমহিলহুম রুয়াইদা

সাপে দংশন করিলে উহার তদবীর

যদি কোন মানুষকে সাপে দংশন করে,তবে নিম্নোক্ত সাত ছালাম সাতবার পড়িয়া প্রতিবারে দংশিত স্থানে ফুঁক দিবে। আল্লাহর রহমতে বিষের ক্রিয়া দুর হইয়া যাইবে। সাত ছালাম এই-

(١) سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ . (٢) سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ . (٣) سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ . (٤) سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ (٥) سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ . (٦) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا

خَالِدِيْنَ . (٧) سَلَامٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

উচ্চারণঃ (১) ছালামুন ক্বাওলাম মির রাবিব্বর রাহীম। (২) ছালামুন আলা নূহিন ফিল আলামীন; (৩) ছালামুন আলা ইব্রাহীম; (৪) ছালামুন আলা মূছা অহারূন; (৫) ছালামুন আলা ইল্‌ইয়াছীন (৬) ছালামুন আলাইকুম ত্বিব্‌তুম ফাদ্‌খুলূহা খালিদীন। (৭) ছালামুন হিয়া হাত্তা মাত্বলায়িল ফাজরি।

সাপে দংশনের দ্বিতীয় তদবীর

যেই স্থানে সাপে দংশন করিয়াছে, সেখানে নিম্নোক্ত আয়াত সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিবার ফূঁক দিবে। আল্লাহর রহমতে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে। আয়াত এই–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . قَالَ خُذْهَا - وَلَاتَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى :

উচ্চারণঃ বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ক্বালা খুজহা, অলা তাখাফ্ ছানূয়ীদুহা ছীরাতাহাল উ'লা।

সাপে দংশনের তৃতীয় তদবীর

নিম্নের দোয়া পাঠ করিয়া সর্পে দংশিত ব্যক্তির শরীরে ফূঁক দিবে। কমপক্ষে সাতবার ফূঁক দিবে। যদি সেই ব্যক্তি সাপের বিষে বেহুশও হইয়া যায় আল্লাহর রহমতে সাথে সাথে হুসে আসিবে এবং সুস্থ হইয়া যাইবে। দোয়া এই–

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا - فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا .

সাপে দংশনের পঞ্চম তদবীর

নিম্নের নকশা কাগজে লিখিয়া আখের গুড় দিয়া গুলি বানাইয়া সাপে দংশিত ব্যক্তিকে খাওয়াইবে। আল্লাহর রহমতে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে। নকশা এই–

٧٨٦

و	هو	ح	و
مسك	و	ب	هـ
لو	حمق	اب	اوء
مرك	من	عرم	ححت

পাগল কুকুরের কামড়ের তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাঠের পেয়ালায় লিখিয়া তিনদিন রোগীকে পান করাইবে। আল্লাহর রহমতে রোগী ভাল হইবে। পেয়ালাটি যাহাতে ছিদ্র না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে। নকশা এই–

٧٨٦

و	ف	قر	ا
ط	ر	ر	٤
لا	ر	ى	٧
هو	د	ج	٦١

সাপ, বিচ্ছু ও জীব জন্তুর ভয়ের তদবীর

যদি কোন লোক এমন স্থানে যাইতে চায় যেখানে সাপ, বিচ্ছু ও হিংস্র জীব জানোয়ারের ভয় আছে। তবে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া সঙ্গে রাখিবে। আল্লাহর রহমতে সর্ব প্রকার জীব ও জন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে। নকশাটি এই–

٧٨٦

٢٤٥٦	٣١٦	٦١٦٥	٢٥٦٣	٤٦٤٢
١٩٤٤	٤٥٣٦	٤١٣.	٢٧٥٨	٦٤٨
٣٣٦٦	٣٣٧٦	فلان	٤٥٢٤	٥٤٥٥
١٥٨٥	٢٢٩٦	٤٩٦٨	٥٢١.	١٥١٢
٤٣٢٥	٣٦٩٨	٤٧٥٢	٤٣٢	٨٦٤

ইদুরের উৎপাতের তদবীর

যদি কোন সশ্য ক্ষেতে ইদুরের উৎপাত দেখা দেয়, তবে ঐ ক্ষেতের চতুপার্শ্বে অর্থাৎ পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ পার্শ্বে দশবার করিয়া ছূরায় ফাতেহা পাঠ করিয়া প্রতিবারে ফূঁক দিবে। আল্লাহর রহমতে ইঁদুরের উৎপাত বন্ধ হইবে।

ইঁদুর দুর করিবার টোটকা তদবীর

যদি ঘরে কিংবা ক্ষেতে ইঁদুরের উৎপাত বেশি হয়, তবে একটি মোটা তাজা ইঁদুর ধরিয়া উহার লেজ কাটিয়া ঐ স্থানে মাটিতে পুতিয়া ফেলিবে।

Scanned by CamScanner

আল্লাহর রহমতে সমস্ত ইঁদুর দূর হইয়া যাইবে।

পঙ্গপাল ও পোকার তদবীর

যেই ক্ষেতে বা স্থানে পঙ্গপাল বা ইঁদুর ও পোকার উৎপাত দেখা যায়, তাহার চারি কোণায় নিম্নোক্ত আয়াত কাগজে লিখিয়া টানাইয়া দিলে আল্লাহর রহমতে উহাদের উৎপাত বন্ধ হইয়া যাইবে। আয়াত এই–

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ ٥

পঙ্গপালের টোটকা চিকিৎসা

যদি কোন শস্য ক্ষেতে পঙ্গপালের উপদ্রব দেখা যায়, তখন একটি পঙ্গপাল ধরিয়া আগুনে পুড়িয়া ফেলিলে সমস্ত পঙ্গপাল দূর হইয়া যাইবে।

শস্য ক্ষেত সর্ব প্রকার উৎপাত হইতে রক্ষার তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া একটি লম্বা বাশের মাথায় বাঁধিয়া শস্য ক্ষেতের চতুর্দিকে ঘুরাইয়া ক্ষেতের যে কোন স্থানে খারা করিয়া গাড়িয়া রাখিলে যাবতীয় পোকা মাকড়ের উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم
الهى بحرمت حضوت بايزيد
عثمانى رحمة الله عليه ازشر
مرشها ملخلها وغيره نكهدار
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم

চতুস্পদ জীবের জখমের পোকা নিবারণের তদবীর

যদি কোন গরু, মহিষ বা ছাগলের পিঠে বা ঘারে জখম হইয়া পোকার জন্ম হয় তবে এক মুষ্টি মাটি লইয়া নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিয়া ফুঁক দিয়া উহা জখমের উপর লাগাইয়া দিলে আল্লাহর রহমতে পোকা ঝড়িয়া দূর হইয়া যাইবে। দোয়া এই–

بُوسْ (তিনবার) دُوسْ (দুইবার) اَيُوسْ اَنْدَرُوسْ (দুইবার)

بِالْكَهْفِ بِالرَّقِيْمِ بِالرَّبِّ الْمَلِكِ الْعَظِيْمِ - اُخْرُجْ اَيُّهَا الدُّوْلُ مِنَ الْعَقْرِ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاَسْمَاءِ .

উচ্চারণঃ বুছুন (তিনবার) দূছুন (দুইবার) আয়ুছুন আন্দরূছুন (দুইবার) বিল্ কাহ্ফি, বিররাক্বীমি বির রাব্বিল মালিকিল আ'জীমি; উখরুজ্ আইউহাদ্ দুওয়ালু মিনাল আক্বরি বিহাক্বি হাজিহিল আছমায়ি।

যেই গৃহে সাপের ভয় আছে তাহার তদবীর

যে ঘরে সাপের ভয় আছে, সেই ঘরের মানুষ নিদ্রা যাইবার সময় নিম্নোক্ত আয়াত সাতবার পাঠ করিয়া নিদ্রা যাইবে। আল্লাহর রহমতে সাপে কোন প্রকার ক্ষতি করিবে না। আয়াত এই–

سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ .

উচ্চারণঃ ছালামুন আলা ইলইয়াছীন

পাখি ও পোকার আক্রমণের তদবীর

কোন বাগানে বা শস্য ক্ষেতে পাখি অথবা পোকায় ক্ষতি করিলে, একটি ধরিয়া উহাকে জবেহ করিয়া উহার রক্ত দিয়া নিম্নোক্ত আয়াতটি চার টুকরা কাগজে লিখিয়া, ক্ষেতের বা বাগানের চারি কোনায় টানাইয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে সর্ব প্রকার উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবে। আয়াত এই–

يَا اَهْلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا .

বন্য শুয়ারের উৎপাতের তদবীর

বন্য শুয়ার কোন ক্ষেতের ফসল নষ্ট করিলে বা খতির আশংকা হইলে, নিম্নোক্ত তাবিজ চার টুকরা কাগজে লিখিয়া চারটি মাটির ঘটিতে একটি করিয়া ভরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া ক্ষেতের চারি কোণে গাড়িয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে শুয়ারের উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবে।

ফালান এবনে ফালানের স্থানে ক্ষেতের মালিকের নাম ও তাহার পিতার নাম লিখিতে হইবে। তাবিজ এই–

بحق يا محمد يا حق يامتين زراعت فلان بن فلان راازشر خوك نگهدار–

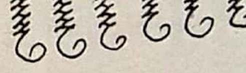

يارب

يارب

বন্য পশুর ফসল নষ্টের তদবীর

শৃগাল বা যে কোন বন্য পশু ক্ষেতের ফসল নষ্ট করিলে, নিম্নোক্ত আয়াত কাগজে লিখিয়া হাতে লইয়া আয়াতুল কুরছি পাঠ করিতে করিতেক্ষেতের চতুর্পার্শ্বে ঘুরাইয়া একটি মাটির ঘটিতে উক্ত কাগজ ভরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া ক্ষেতের মধ্যখানে গাড়িয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে সর্ব প্রকার উৎপাত হইতে ফসল রক্ষা পাইবে। আয়াত এই-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى اَرْبَعٍ - يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ - اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ০

ক্ষেতে বীজ বুনিবার সময়ের তদবীর

হযরত ইমাম জাফর ছাদেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে- ক্ষেতে বীজ বুনিবার পূর্বে ঐ ক্ষেত হইতে এক মুষ্টি মাটি ও বীজ লইয়া নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিয়া উহাতে দম করিয়া উক্ত ক্ষেতের মধ্যে ইহা ছিটাইয়া দিবে। তাহার পরে বীজ ফেলিবে। আল্লাহর রহমতে উক্ত ক্ষেত সর্ব প্রকার উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবে এবং ফসল বেশী হইবে। আয়াত এই-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ - اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ - بَلِ اللّٰهُ تَعَالٰى لِفُلَانٍ . اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّ اجْعَلْهُ حَرْثًا مُّبَارَكًا وَّارْزُقْنَا فِيْهِ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ وَالسُّرُوْرَ وَالْغِبْطَةَ ০

প্রকাশ থাকে যে, ফলানের স্থানে ক্ষেতের মালিকের নাম লিখিবে।

ক্ষেতে বেশী ফসল হওয়ার তদবীর

ক্ষেতে বেশী ফসল উৎপাদনের জন্য নিম্নোক্ত আয়াত কাগজে লিখিয়া একটি বাঁশে বাধিয়া ক্ষেতে বাশটি খাড়া করিয়া গাড়িয়া রাখিবে। আল্লাহর রহমতে ক্ষেতে ফসল বেশী হইবে। আয়াত এই-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ - وَ اللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ০

যাবতীয় পোকা মাকড়ের তদবীর

ক্ষেতে বীজ বুনিবার সময় বা রোপন করিবার সময়, নিম্নোক্ত দোয়া কাগজে লিখিয়া বাঁশের নলের ভিতর ভরিয়া উক্ত বাঁশ ক্ষেতের মধ্যখানে গাড়িয়া রাখিবে। আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমতে যাবতীয় পঙ্গপাল, পোকা মাকড়, ইদুর ও জন্তুর উৎপাত হইতে ক্ষেত রক্ষা পাইবে এবং ফসল বেশী হইবে। আয়াত এই-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَسَلِّمْ . يَا رَازِقَ الْعِبَادِ وَ يَاخَالِقَ الْاَخْلَقِ وَيَا فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَا مُنْبِتَ الزَّرْعِ فِى الْاَرْضِ وَالنَّبَاتِ - وَ يَا مُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ اِدْفَعْ مِنْ هٰذَا الزَّرْعِ شَرَّ الْهَوَامِ وَالْوُحُوْشِ وَالْجَرَادِ وَالْخَنَازِيْرِ الْمُفْسِدَةِ . وَرْزُقْنَا بِهَا رِزْقًا . وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ ০

একাদশ অধ্যায়

জ্বীনের তদবীর

যদি কোন মানুষের উপর জ্বীন ভূতে আছর করে, তবে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ পাঠ করিয়া উহার শরীরে ফুক দিবে এবং পানিতে ফুক দিয়া তাহাকে পান করাইবে। জ্বীন ছাড়িয়া যাইবে। আয়াত এই-

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يَا اَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِىْ سَاجِدِيْنَ . يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ ০

জ্বীনের দ্বিতীয় তদবীর

সূরায় কুরইশ সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিবারে সাতটি গোলমরিচের উপর ফুক দিবে। তারপর উহা সামান্য পানি লইয়া পাথরে পিশিয়া রোগীর চোখে সুরমার মত লাগাইবে। জ্বীন ভূত ছাড়িয়া যাইবে।

জ্বীনের তৃতীয় তদবীর

আল্লাহ্ তায়ালার এছমে জাত অর্থাৎ আল্লাহ শব্দ কোন পাত্রে সম্পূর্ণ স্থানে লিখিয়া পানি দিয়া ধুইয়া জ্বীন ভূতে আছরকৃত রোগীর মুখমন্ডলে ছিটাইয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জীনভূত জ্বলিয়া যাইবে।

Scanned by CamScanner

জ্বীনের চতুর্থ তদবীর

হেরজে সোলায়মানী কিতাবে উল্লেখ আছে- মুজাররাবাতে দায়রুবী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যখন কোন জ্বীন শয়তান কোন মানুষের উপর আছর করিয়া কষ্ট দিতে থাকে; তখন নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ নীল রংয়ের কাপড়ের উপর লিখিয়া উক্ত রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। জ্বীন শয়তান ভাগিয়া যাইবে, আর কখন আসিবে না আয়াত সমূহ এই-

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ . وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ . حٰمٓ عٓسٓقٓ حَمِيْتُ كٓهٰيٰعٓصٓ كُفِيْتُ عَقَدْتُ عَنْكَ يَا حَمِلُ كِتَابِىْ هٰذَا اَلسَّنَةَ الْخَلْقِ الْمُبَشِّرِيْنَ كُلَّ اُنْثٰى وَ ذَكَرٍ بِالْفِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ . وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَسَلَّمَ . وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا . وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا . اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْ عَلٰى اَدْبَارِهِمْ وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ٥

জ্বীনের পঞ্চম তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া কবজে ভরিয়া জ্বীনে আছর করা রোগীর হাতে বাঁধিয়া দিবে। জ্বীন ভাগিয়া যাইবে। নকশা এই-

٧٨٦

الله	رسول	محمد	الا الله	لا اله
يا غفار	ياستار	يارحيم	يارحمن	يا الله
يا شكور	يا غفور	يا بدوح	يا وهاب	ياكريم

জ্বীনের ষষ্ঠ তদবীর

নিম্নোক্ত নকশা সাদা তস্তরিতে লিখিয়া জ্বীনে পাওয়া রোগীকে পানি দ্বারা ধুইয়া উহা পান করাইবে। জ্বীন ছাড়িয়া যাইবে। নকশা এই-

٧٨٦

٤	٩	٢
٣	٥	٧
٨	١	٦

জ্বীনের সপ্তম তদবীর

জ্বীন ভূতে পাওয়া রোগীকে নিম্নোক্ত সূরায় জ্বীনের নকশা কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া সঙ্গে বাঁধিয়া দিলে, জ্বীন ভূতের আছর হইতে রক্ষা পাইবে।

٧٨٦

٢٤..	٣٣٩٧	٢٣٩.	٢٢٤
٢٣٩١	٢٣٣	٢٤١	٢٣٩٦
٢٤٦	٢٣٩٢	٢٣٩٧	٢٣٩٧
٢٣٩٤	٢٣٩٩	٢٤٥	٢٣٩٣

জ্বীনের অষ্টম তদবীর

জ্বীনের আছর গ্রস্থ রোগীর গলায় নিমোক্ত নকশা লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া বাঁধিয়া দিবে। জ্বীন আর আছর করিতে পারিবে না। নকশা এই-

٧٨٦

١٦	٦٤٥٢٩	٦٤٥٣٥	٢
٦٤٥٣٣	٤	١٤	٦٤٥٣١
٦	٦٤٥٣٩	٦٤٥٢٥	١٢
٢٤٥٢٧	١.	٨	٦٤٥٣٧

জ্বীনের নবম তদবীর

নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া পলিতা বানাইয়া জ্বালাইয়া জ্বীনে পাওয়া রোগীর নাকে ধুঁয়া দিবে। জ্বীন ছাড়িয়া যাইবে। নকশা এই-

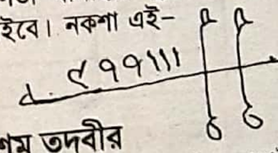

জ্বীনের দশম তদবীর

জ্বীন ভূত দূর করিবার জন্য নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া পলিতা বানাইয়া আগুনে জ্বালাইয়া রোগীর নাকে মুখে ধোঁয়া দিবে। জ্বীন ভাগিয়া যাইবে। নকশা এই-

Scanned by CamScanner

জ্বীনের একাদশ তদবীর

নিম্নের নকশা লিখিয়া পলিতা বানাইয়া আগুনে জ্বালাইয়া জ্বীনে পাওয়া রোগীর মুখমন্ডলে ধোয়া দিবে। জ্বীন শয়তান ভাগিয়া যাইবে। নকশা এই-

٤٩٩٨٨٤١

صـــ صـــ صـــ صـــ

জ্বীনে ঢিল মারিলে তাহার তদবীর

যেই ঘরে জ্বীন ভূতে ঢিল ছোড়ে, সেই ঘরে নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখিয়া টানাইয়া বা লটকাইয়া রাখিবে। নকশা এই-

٧٨٦

٨	١١	١٤	١
١٣	٢	٧	١٢
٣	١٦	٩	٦
١٠	٥	٤	١٥

জ্বীনের অন্য তদবীর

যেই ঘরে জ্বীনের উৎপাত আছে, সেই ঘরের দেওয়ালে বা বেড়ায় নিম্নের নকশা কাগজে লিখিয়া লাগাইয়া রাখিবে। জ্বীন ভাগিয়া যাইবে। নকশা এই-

٧٨٦

١٧	١٩	١٥	٤
١٩	ع	٣	٣٠
١١	٢	١٢	٨
٦	٢١	٩	٤

জ্বীনের আছর দূর করিবার বিশেষ তদবীর

যাহার উপর জ্বীনে আছর করিয়াছে, তাহাকে নিম্নের নকশাটি কাগজে লিখিয়া মাদুলিতে ভরিয়া সঙ্গে ধারণ করিতে দিবে। আর যে ঘরে জ্বীনের উৎপাত

আছে সেই ঘরেও একটি নকশা লিখিয়া লটকাইয়া দিবে। আল্লাহর রহমতে জ্বীন শয়তান দূর হইবে। নকশা এই-

لا اله الله محمد رسول الله + لا اله الله محمد رسول لله

لا اله الله محمد رسول الله + لا له الله محمد رسول لله

الله عذرائيلء + اسرائيل + جبرائيل + ميكائيل + الله

الله لا اله الا هو الحى القيوم لا تاخذ سنة ولا نوم له مافى السموات وما فى الارض من ذالذى شفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم- وما خلفهم ولايحيطون بشئ من علمه الابما شاء وسع كرسيه السموات والارض ولايئوده حفظهما وهو العلى العظيم -

বাড়ী ঘর হইতে জ্বীন দূর করার তদবীর

যদি কোন বাড়ী ঘরে জ্বীনের উৎপাত দেখা যায়, তবে এই তদবীর করিবে, আল্লাহর রহমতে জ্বীন ভাগিয়া যাইবে, কখনও আর আসিবেনা। এক ঘটি পানি নিয়া উহাতে একবার দুরুদ শরীফ; দুইবার সূরা ফাতিহা; তিনবার আয়াতুল কুরছী; এবং সূরায় জ্বীনের প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠ করিয়া প্রতিবারে দম করিবে। তারপর এই পানি ঘরে এবং বাড়ীতে সর্ব জায়গায় ছিটাইয়া দিবে যাহাতে কোন স্থান বাদ না যায়।

বাড়ী বন্ধ করিবার নিয়ম ও তদবীর

বাড়ী বন্ধ করিবার জন্য চারটি লোহার পেরেক লম্বা দেখিয়া লইবে এবং চারটি শিশি বা বোতল সংগ্রহ করিবে। তারপর তিনবার সূরায় মুজ্জাম্মিল ও তিনবার চেহেলকাফ পাঠ করিয়া প্রতিবারে পেরেক চারটার উপরে দম করিবে এরপর জাফরান ও গোলাপ পানির কালি দ্বারা চারিখন্ড কাগজে চেহেল কাফ ও নিম্নোক্ত দোয়া লিখিবে। তৎপর একটি করিয়া উক্ত লিখিত কাগজ শিশির ভিতরে ভরিয়া উহার মুখ এমনভাবে আটকাইয়া দিবে, যাহাতে উহার ভিতরে পানি ঢুকিয়া কাগজ নষ্ট হইয়া না যায়। পূর্বেই বাড়ীর চার কোনে চারটি গর্ত

Scanned by CamScanner

করিয়া রাখিবে। আর নিম্নোক্ত দোয়া তিনবার পাঠ করিয়া এক বালতি বালুর উপরে দম করিয়া রাখিবে। আযান দিবার জন্য চারজন লোক আর বালু ছিটাইবার জন্য প্রয়োজন মত লোক ঠিক করিয়া রাখিবে। এরপর এশার নামাজের ওয়াক্তে কাজ শুরু করিবে; প্রথমে যে কোনা হইতে শুরু করিবে, সেই কোনায় যাইয়া বিদায় হইবে। আমল শুরু করিবার পূর্বে তিনবার আয়াতুল কুরছি পাঠ করিয়া আমেল নিজে ও সঙ্গীদের শরীরে ফুঁক দিয়া লইবে। যেহেতু জ্বীনের আড্ডা থাকিতে পারে; সেই জন্য পূর্বেই সাবধান হইয়া কাজ শুরু করিবে এবং সকলেরই সাহসের সহিত কাজ করিতে হইবে; ভয় পাইলে বিপদ হইতে পারে। বালু পড়ার দোয়া এই–

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝

এই আমল দুই প্রকারে করা যায়; প্রথম নিয়ম এই যে, চারজন আজান দিবার লোক এক কোনায় গিয়া একত্রে আজান দিতে থাকিবে আর আমেল গর্তের ভিতরে একটি পেরেক পুতিয়া উহার উপরে একটি শিশি রাখিয়া মাটি ভর্তি করিয়া দিবে। এরপর একাধারে অন্যান্য কোনায় আযান দিবে এবং পেরেক ও শিশি রাখিয়া মাটি ভর্ত্তি করিয়া কাজ শেষ করিবে। আর আযান শেষ হইবার মাধ্যে অন্য লোকেরা বাড়ীর সর্বত্র উক্ত বালু ছিটাইয়া দিবে।

দ্বিতীয় প্রকার নিয়ম এই যে, চারি কোনায় চারজন লোকে একই সময় আযান দিবে এবং অন্য লোকে পেরেক ও শিশি গর্তের মধ্যে রাখিবে। আর বালুও আযানের মধ্যে ছিটাইতে হইবে। ভিতরের কাগজের দোয়া এই–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ۝

চেহেল কাফ এই–

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيْكَ وَاكِفَةً كَفْكَا فُهَا كَكَمِيْنٍ كَانَ مِنْ كَلْكٍ تَكَرُّكَرًّا كَكَرِّ الْكَرِّ فِىْ كَبَدٍ تَحْكِىْ مُشَكْشَكَةً كَلُكْلُكٍ لَّكَكٍ كَفَاكَ مَابِىْ كَفَاكَ الْكَافُ كُرْبَتَهٗ يَاكَوْكَبًا كَانَ يَحْكِىْ كَوْكَبَ الْفَلَكِ ۝

আমেলের শরীর বন্ধ করিবার বিশেষ আমল

সর্ব প্রথমে আয়াতুল কুরছী একবার পাঠ করিবে। তারপর সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাছ একবার করিয়া পাঠ করিবে; এরপর নিম্নোক্ত আয়াত একবার পাঠ করিয়া উভয় হাতের উপর ফুঁক দিয়া মাথা হইতে পা পর্যন্ত সর্ব শরীর হাত দ্বারা মুছিয়া ফেলিবে। আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে জ্বীন শয়তান তাহার কোনই ক্ষতি করিতে সক্ষম হইবে না।

আমেলকে যদি কোথায়ও রাত্রি যাপন করিতে হয়; এবং সেখানে বিপদের আশংকা থাকে; তবে উপরিউক্ত নিয়মে আয়াতুল কুরছী, সূরায় ফালাক্ব ও নাছ এবং নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিয়া এক খানা লাঠিতে ফুক দিয়া উহা দ্বারা নিজে থাকিবার স্থানের চুর্তুদিকে একটি রেখা টানিবে। আল্লাহর রহমতে ঐ রেখার ভিতরে কোন জ্বীন ভূত ঢুকিতে পরিবে না। তবে রাত্র শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঐ রেখার বাহিরে যাইবে না। যদি বাহিরে যাওয়া হয় তবে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে। কেননা তখন ঐ রেখার কোন মূল্য থাকিবে না। আয়াতটি এই–

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ـ هُوَ مَوْلٰنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

জ্বীনের আছর পরীক্ষা করার নিয়ম

জ্বীনে পাইয়াছে বা জ্বীনে আছর করিয়াছে কিনা উহা পরীক্ষা করার নিয়ম এই যে, সর্বাগ্রে রোগীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সূরায় জ্বীনের প্রথম পাঁচটি আয়াত পাঠ করিয়া একটি গ্লাসে কিছু পানি নিয়া উহাতে ফুঁক দিবে এবং রোগীর দেহে উহা ছিটাইয়া দিবে। ইহাতে যদি রোগী চিৎকার করিয়া উঠে কিংবা কোন প্রকার বিনয় সূচক শব্দ করে, তবে ইহাতে ধারনা করিবে যে, রোগীকে সত্যিই জ্বীনে পাইয়াছে। তারপর জ্বীন ছাড়াইবার জন্য একাধারে জ্বীন ছাড়িয়া না যাওয়া পর্যন্ত তদবীর করিতে থাকিবে।

জ্বীনের পরীক্ষিত তদবীর

প্রথমে রোগীকে নিম্নের দোয়াটি শুনাইয়া জোরে জোরে তিনবার পড়িবে আর কিছু পানিতে ফুঁক দিয়া তাহাকে পান করাইবে, ইহাতে যদি জ্বীন চলিয়া যায় তো ভাল; নতুবা পুনরায় এই দোয়া তিন বার পাঠ করিয়া প্রতিবারে কিছু পনিতে দম করিয়া রোগীর নাকে মুখে ও শরীরে ছিটাইয়া দিবে। ইহাতে যদি জ্বীন চলিয়া না যায় তবে নিম্নের দোয়াটি এক টুকরা সাদা কাপড়ে লিখিয়া সলিতা বানাইয়া আগুনে জ্বালাইয়া রোগীর নাকে মুখে ধোঁয়া দিবে। ইহাতে আল্লাহর রহমতে জ্বীন চলিয়া যাইবে। তার পর সূরায় জ্বীনের প্রথম পাঁচ আয়াত লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর গলায় কিংবা হাতে বাধিয়া দিবে। এই তাবিজ কমের পক্ষে একচল্লিশ দিন সঙ্গে রাখিবে; তবে তাবিজ নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করা ভাল।

দোয়াটি এই–

وَعَزَمْتُ عَلَيْكُمْ بِرَبِّ جِبْرَئِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ وَعِزْرَائِيْلَ اَمْتَحَنَا الَّذِىْ جَعَلَ الْعَرْشَ ـ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالَّذِىْ اَجَابَ وَاَذْهَبَ لَهٗ

Scanned by CamScanner

عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ . عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ بِخَاتَمِ سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاؤُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامَ الَّذِىْ سَخَّرَلَهُ الرِّيَاحَ وَالْجِنَّ وَ الشَّيْطَانَ سَرِيْعًا ٥

জ্বীন হাজির করিবার আমল

জ্বীন হাযির করিতে হইলে কোন এক চন্দ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে এই কাজ করিবে। আমল করিবার জন্য একটা নির্জন ও নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করিয়া লইবে। নিশিথ রাত্রে ঝামেলাহীন সময় এই আমল করিবে, কেননা লোকের যামেলায় ও শোরগোলে খেয়াল ছুটিয়া যাইতে পারে।

এই আমল শুরু করিবার পূর্বে পাক পবিত্র হইয়া, পরিষ্কার জামা কাপড় পরিধান করিয়া লইবে এবং পশ্চিম মুখী হইয়া বসিবে। ইহার পূর্বে শরীরে আতর ব্যবহার করিবে এবং ঘরের মধ্যে ধূপ ও লোবানের ধোয়া দিয়া স্থানটি সুবাসিত করিয়া লইবে। তারপর একাগ্রমনে নিম্নের দোয়াটি একহাজার একশতবার পাঠ করিবে। দোয়া পাঠ করিবার পূর্বে ও পরে এগার বার করিয়া দুরূদ শরীফ পাঠ করিয়া লইবে। একচল্লিশ দিন পর্যন্ত বিরতিছাড়া এই আমল করিবে। আর এই সময় নিরামিশ খাইবে, মাছ ও গোশত খাইবে না। দোয়াটি এই-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ رَبْطًا رَبْطًا مَحْلًا مَحْلًا نَشْرًا نَشْرًا مَحْشَرًا مَحْشَرًا بِحَقِّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاؤُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ . حَاضِرْ شُوْحَاضِرْ شُوْحَاضِرْ شُوْ فَيْغَمْبَرَ ابْنِ دَاؤُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

হাজের শাও শব্দটি পড়িবার সময় হাতে তালি দিবে। তারপর দিম্নের নকশাটি সাদা কাপড়ে লিখিয়া সলিতা বানাইয়া সরিষার তৈল লাগাইয়া আগুনে জ্বালাইবে। আমল শুরু করিবার পূর্বে নকশটি লিখিয়া লইবে। নাকশাটি এই-

৭৮৬

৮	১১	১৪	১
১৩	২	৭	১২
৩	১৬	৯	৬
১০	৫	৪	১৫

জানিয়া রাখা দরকার আমল শুরু করিবার প্রথমাবস্থায় জ্বীন আসিতে পারে, তখন কোন রকম ভয় করিবে না। অতি সাহসের সহিত মনোবল ঠিক রাখিয়া আমল চালাইয়া যাইবে। সলিতা পোড়াইবার সময় জ্বীন শয়তান ভিষণ, বিকট

আকার ধারণ করিয়া হাযিরে হইয়া বিকট আওয়াজ ও তর্জন গর্জন করিতে পারে। তখন ভয় পাইয়া আমল বন্ধ করিব না, আমলের কাজ চালাইয়া যাইবে, আমল বন্ধ করিলে জ্বীনে আক্রমণ করিবার আশংকা থাকে। যেহেতু সলিতা জ্বালাইবার সময় জ্বীনের দেহে জ্বালা যন্ত্রনা শুরু হইয়া যায়। অতএব অতি সাহসের সহিত এই আমল করিবে, সাহস ও হিম্মৎ না থাকিলে এই আমল দুর্বল লোকে কখন করিবে না। জ্বীন হাযির হইলে পর তাহার সহিত প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বালিবে এবং যখন প্রয়োজন হইবে তখন তাহাকে হাযির করিবে। জ্বীনকে কখনো আটক করিয়া রাখিবে না। তাহার মর্জীমত কাজ করিবে।

জ্বীন হাযির করিয়া কিছু জানিবার তদবীর

চন্দ্রমাসের প্রথম শুক্রবার রাত্রে এশার নামাজের পরে পাক পবিত্র বিছানায় নির্জন স্থানে পশ্চিম মুখী হইয়া প্রথমে এগার বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। তারপর খালেছ দিলে একচল্লিশবার সূরায় মুজাম্মিল পাঠ করিয়া পুনঃ এগারবার দুরূদ শরীফ পাঠ করিবে। এই আমল বিরতিহীনবভাবে একনাগারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমল করিবে। আমল শেষ করিয়া সামর্থ অনুযায়ী পাঁচজন অথবা সাতজন গরীবকে আছুদামত খানা খাওয়াইবে। আর ঐ দিন রাত্রে একা এক পবীত্র বিছানায় শয়ন করিবে। সকাল বেলা দেখিবে যে, তাহার জন্য একজন লোক অপেক্ষা করিতেছে। এই লোকটিকেই জ্বীন মনে করিবে এবং তাহার নিকট নিজ মনের বাসনা বলিবে। সে যে সব পরামর্শ দিবে সেই ভাবে চলিবে।

ঐ লোকটি প্রকৃত জ্বীন কিনা, তাহা বুঝিবার জন্য সূরায় জ্বীনের প্রথম পাঁচ আয়াত একটু জোরে শব্দ করিয়া পাঠ করিলে যদি ঐ ব্যক্তি রাগান্বিত হয়, তবে মনে করিবে যে, ঐ ব্যক্তি জ্বীন। ইহাতেও সুবিধা করিতে না পারিলে পূর্বে লিখিত নকশাটি কাগজে লিখিয়া সলিতা বানাইয়া আগুনে জ্বালাইবে। ইহাতে যদি ঐ ব্যক্তিটি অসুবিধা মনে করে তখন বুঝিবে যে, ঐ ব্যক্তিই প্রকৃত জ্বীন। তবে ইহাতে অসুবিধাও হইতে পারে, তাই অনর্থক তাকে কষ্ট না দিয়া অন্যভাবে চিনিয়া লইবে।

জ্বীনের উৎপাত বন্ধ করিবার জন্য জ্বীনের সর্দারকে হাজির করিবার তদবীর

কোন বাড়ীতে কিংবা কোন ঘরে জ্বীনেরা একত্রিত হইয়া ঐ বাড়ী বা ঘরের লোকজনকে কষ্ট দেয় বা কোন প্রকার ক্ষতি করে, তাহা হইলে নিম্নের আয়াতটি নিম্নোল্লিখিত নিয়মে আমল করিয়া জ্বীনের সর্দারকে হাজির করিয়া তাহার কাছে নিজেদের অভিযোগ ও অসুবিধা ব্যক্ত করিবে। এবং তাহার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিবে।

Scanned by CamScanner

অধিক রাত্রে নির্জন স্থানে নির্দিষ্ট জায়গায় প্রথমতঃ শরীরে খুশবুদার আতর লাগাইয়া ধুপ ও লোবান জ্বালাইয়া স্থানটিকে সুগন্ধময় করিয়া লইবে। প্রথমে আয়াতুল কুরছী পাঠ করিয়া একটি চাকুর উপর দম করিবে। তার পর আয়াতুল কুরছি পাঠ করা অবস্থায় উক্ত চাকু দ্বারা নিজে বসিবার স্থানের চতুর্দিকে একটি গোলাকার রেখা টানিবে, আর এইখানে বসিয়াই আমল করিবে। এই বইতে পূর্বে উল্লেখিত নিয়মে নিজের শরীর বন্ধক দিয়া লইবে। তারপর পশ্চিম মুখী হইয়া এগারবার দুরূদ শরীফ পাঠ করিয়া নিম্নের আয়াতটি একবার পাঠ করিবে এরপর পুনঃ এগারবার দুরূদ শরীফ পাঠ করিবে। এইভাবে একুশদিন পর্যন্ত আমল করিবে। আল্লহর রহমতে এরই মধ্যে জ্বীনের সর্দার আসিয়া হাযির হইবে। তখন তাহার কাছে নিজের বাসনা ও অভিযোগ বলিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রতিকার হইবে। আর উহার পরামর্শ মত কাজ করিবে। আয়াতটি এই–

يَا اَيُّهَا الْمَلَاءُ اِنِّىْ اُلْقِىَ كِتَابٌ كَرِيْمٌ . اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

জ্বীন দূর করিবার আশ্চর্য তদবীর

যদি কোন মানুষের প্রতি জ্বীনে আছর করিয়া থাকে বা কোন গৃহে যাতায়াত করিয়া ক্ষতি সাধন করে, তবে নিম্নোক্ত তাবিজটি জাফরানের কালি দিয়া কাগজে লিখিয়া কবজ বানাইয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে। আর যেই ঘরে জ্বীন যাতায়াত করে সেই ঘরের সম্মুখের ও পিছনের দরজার উপরে চৌকাঠে এই তাবিজ কাগজে লিখিয়া লটকাইয়া দিবে। তাহা হইলে আল্লাহর রহমতে জ্বীনের উৎপাত বন্ধ হইয়া যাইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم - ما شاء الله كان و ما لم يشاء لم يكن
ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم - فالله خير حافظا وهو ارحم
الرحمين . يا بدوح ياحى يا قيوم - لى خمسة اطفى بها حر الوباء
الحاطمة - المصطفى المرتضى وابنا هما والفاطمة.

জ্বীন ভূত তাড়াইবার অত্যাশ্চার্য তদবীর

নিম্নোক্ত নকশাটি এক টুকরা সাদা কাগজে লিখিবে। আর ঐ কাপড় দ্বারা সলিতা বানাইয়া উহাতে সরিসার তৈল মিশাইয়া আগুনে জ্বালাইবে এবং উহার ধোঁয়া জ্বীন প্রস্ত রোগীর নাকে মুখে দিবে। ইহাতে জ্বীন অস্থির হইয়া চেচামেচি

শুরু করিয়া দিবে কিন্তু তাহার চেচামেচি ও চিৎকারে ধোঁয়া দেওয়া বন্ধ করিবে না। এরপর যখন জ্বীন কাতর হইয়া অনুরোধ করিয়া চলিয়া যাইবে, তখন আর ধোঁয়া দিবে না। তবে এর পর রোগীর সঙ্গে পূর্বে লিখিত যে কোন একটি জ্বীনের তাবিজ বাঁধিয়া দিবে। নকশা এই–

٧٨٦

		نمرود	لعين	ابليس		
	لعين	لاون	لعين	لعين	شداد	
	نمدود	عاد	نصر		بخت	
	لعين	لعين	لعين	لعبن	نصر	فرعون
ما فى	انت					ضحاك
قلوبهم	تعلم	مليقا	عليقا	لعين ٩	هامان	لعين
احضروا	لعين	شيطان	اجمعين	كلهم	شياطين	خلق
	فهم	اخضروا		احصروا		احضروا
پرى	كروم	پرى		ديو	خاك	جن
	خاكستر	سوختم	بهوت	ديو		
			كردم			

লোকমানী চিকিৎসা

যৌন রোগের চিকিৎসা

পুরুষাঙ্গ শক্ত ও মোটা হইবার ঔষধ

একটি মোরগের দুইটি বিচি শিলে পিসিয়া খাটি সরিষার তৈলের সহিত মিশাইয়া সাতদিন পর্যন্ত কিছু সময় লিঙ্গ ঐ তেলের ভিতর ভিজাইয়া রাখিলে, লিঙ্গ মোটাতাজা হইবে। ইহা ভিন্ন শুকনা একটি নাড়িকেলের মধ্যে একটি বড় জোঁক ঢুকাইয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। যখন নাড়িকেলের পানি সম্পূর্ণ শুকাইয়া যাইবে, জোকটি তখন বাহির করিয়া পিষিয়া কয়েকদিন লিঙ্গে মালিশ করিবে। পুরুষাঙ্গ সবল ও লোহার ডাণ্ডার মত শক্ত হইবে।

Scanned by CamScanner

লিঙ্গ মোটাতাজা করিবার উপায়

বাটা আমা হলুদ একটুকরা কাপড়ে মাখিয়া ছায়ায় উহা শুকাইয়া নিবে। তারপর উহা মহিষের ঘিতে অল্প আগুনের জ্বালে ভুনিয়া নিবে। ইহার পরে কপড় টুকরা মধু দ্বারা ভিজাইয়া উহার উপর এক রতি হিং গুড়াকরত ছিটাইয়া দিয়া তিন দিন পরুসাঙ্গে পট্টি লাগাইবে। (তিন দিনেই মধুতে ভিজাইয়া হিং ছিটাইতে হইবে।) ইহাতে লিঙ্গ অত্যাধিক শক্ত হইবে।

যৌন শক্তি বৃদ্ধির মহৌষধ

ফটকীলতা, আকরকড়া, কেওড়া বিচি, জাফরান ও লবঙ্গ প্রত্যেকটি সাড়ে তিন মাশা করিয়া, স্পন্দ, দেড় মাশা সাদা পোস্তাদানা আঠার মাশা, তিল চৌদ্দ মাশা, মুরগীর ডিমের কুসুম পাঁচটি। আর ইহার সমষ্টির চারগুণ মধু ও মিশ্রি। সমস্ত ঔষধ খড়লে পিসিয়া চূর্ণ করতঃ মধু ও মিশ্রির শিরায় মাখিয়া হালুয়া বানাইবে। তারপর এক রতি করিয়া প্রতি রাত্রে খাইবে।

সঙ্গম শক্তি বৃদ্ধির ঔষধ

চড়ই পাখির গোস্ত ভুনিয়া খাইবে এবং উহার মগজ লিঙ্গে মালিশ করিবে। উহাতে অসম্ভব রকমের শাক্তি বৃদ্ধি হইবে, প্রতি রাত্রে ২/৩ বার স্ত্রী সহবাস করিলেও শরীর বা লিঙ্গ দুর্বল হইবে না।

সঙ্গম শক্তির আশ্চর্য ঔষধ

পিপুল ও সিন্দুক লবন গুড়া করিয়া ভেড়ার দুধ ও গাওয়া ঘিতে মিলাইয়া একুশদিন রাত্রে সেবন করিবে। কিন্তু উক্ত সময়ে স্ত্রী সহবাস করিবে না। ইহাতে শরীরের শক্তি বৃদ্ধি হইবে, লিঙ্গ মোটা ও শক্ত হইবে।

বীর্য গাড় করিবার আশ্চর্য হালুয়া

ছাগলের এক সের দুধের সহিত উছাবগোলের আদাসের গুড়া আর মিশ্রি আধাপোয়া মিলাইয়া আগুনে জ্বাল দিয়া হালুয়া করিবে। ইহা এক মাস সেবন করিবে। ইহাতে বীর্য অতি গাড় হইবে।

পুরুষত্ব হীনতার মহৌষধ

জামের বিচির শাঁস অথবা সিমুলের শিকড় গুড়া করিয়া চিনিসহ একপোয়া দুধের সহিত মিলাইয়া. দৈনিক একমাস সকাল বেলা সেবন করিলে, ধাতু দৌবল্য সম্পূর্ণ কমিয়া যাইবে। এবং সহবাস শক্তি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে।

শুক্র গাড় হইবার ঔষধ

আমলকি একশত গ্রাম ও কালতিল একশত গ্রাম রৌদ্রে শুকাইয়া গুড়া করিয়া চালনি দ্বারা ছাকিয়া লইবে। প্রত্যহ রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্বে চা চামচের এক চামচ গুড়া মুখে দিয়া এক গ্লাস পানির সহিত সেবন করিবে। এক মাস এইভাবে সেবন করিলে শক্র গাড় হইবে।

যৌন শক্তির দাওয়াই

যাহাদের যৌন শক্তি কমিয়া গিয়োছে, তাহারা নিয়মিতভাবে প্রত্যহ এক গ্লাস করিয়া ছাগলের দুধ পান করিবে। ইহাতে যৌন শক্তি বৃদ্ধি হয়।

যৌন শক্তি বৃদ্ধির দাওয়াই

আকর কড়া দশ গ্রাম, শালগমের দানা দশ গ্রাম। গাত্তবাবুনা, পিপুল, সাদা গোলমরিচ, হাববাতুল খাজরা প্রত্যেকটি পাঁচ গ্রাম করিয়া, রাই সারিসা পাঁচ গ্রাম ছিয়া জিরা পাঁচ গ্রাম, নারিকেলের শাস দশ গ্রাম। উক্ত দ্রব্য সমূহ চূর্ণ করিয়া লইবে। তার পর ঔষধের তিনগুন মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া হালুয়া তৈরী করিবে। দৈনিক দশ গ্রাম করিয়া সেবন করিবে।

পুরুষাঙ্গের একটি আশ্চর্য মালিশ

আকড়কড়া, ধুতরার বিচি, দারচিনি, যুন্দেবেদস্তর, মিঠা তিলিয়া চূর্ণ, মোমিয়ারী, পরিষ্কার কেঁচো এবং মেশক, প্রত্যেকটি সমপরিমান সংগ্রহ করিয়া শিলে পিসিয়া লইবে। প্রয়োজন মত পানি লইবে। তারপর চামেলীর তৈলে মিশাইয়া মলম তৈরী করিয়া প্রত্যহ লিঙ্গে মালিস করিবে এবং তলপেট ও কুচকিতেও মালিশ করিবে। ইহা এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিবে। আশ্চর্য রকম ফল পাইবে।

যৌন দুর্বলতার একটি পরিক্ষিত মহৌষধ

সুঠ চূর্ণ ৫০০ গ্রাম, শ্বেত করবী মূল (শিকর) ও কালনিম এক চামচ করিয়া ৯ কিলোগ্রাম (সের) দুধের সহিত আগুনে জ্বাল দিবে। যখন উহা সিদ্ধ হইয়া যাইবে, তখন উহা নামাইয়া দধি বানাইয়া নিবে, এবং ঘৃত বানাইয়া লইবে। তারপর পানের সহিত একরতি পরিমাণ সেবন করিবে। আর এক মাশা আন্দাজে লিঙ্গে মালিশ করিবে। ইহাতে অত্যাধিক পরিমানে যৌনশক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং লিঙ্গ মোটা ও স্বতেজ হইবে।

স্ত্রী সহবাসে সক্ষম হইবার ঔষধ

প্রত্যহ রাত্রে পাঁচ গ্রাম পিয়াজ কুচা করিয়া কাটিয়া মধুতে ভিজাইয়া রাখিবে

Scanned by CamScanner

এবং সকালবেলা উহা সেবন করিবে। এই প্রকারে সাত দিন সেবন করিলে, পূর্ণ মাত্রায় স্ত্রী সহবাসে সক্ষম হইবে।

পুরুষাঙ্গ লম্বা হওয়ার ঔষধ

পাঁচ গ্রাম ইন্দ্রযব ভাল করিয়া পিসিয়া সামান্য গাভীর দুধে সিদ্ধ করিয়া মলম বানাইবে। ইহা মলমের মত লিঙ্গে লাগাইতে হইবে। মলম ব্যবহারের পূর্বে গরম পানি দ্বারা লিঙ্গকে উত্তম রূপে ধৌত করিয়া লইবে। ইহাতে আশ্চর্য রকম ফল পাইবে।

দেরীতে বীর্য পাতের ঔষধ

হিংগুল আর তুলার কস ও আফিম চার মাসা করিয়া লইয়া এক মাসা সোহাগার সহিত পিশিয়া পেপের দানার মত বড়ি বানাইয়া লইবে। তারপর স্ত্রী সহবাসের পূর্বে একটি করিয়া বড়ি সেবন করিবে। ইহাতে অনেক সময় সহবাস করিতে সক্ষম হইবে ও দেরীতে বীর্যপাত হইবে।

হস্ত মৈথুন কারীর জন্য একটি মহৌষধ

দুইটি হলুদ রং এর পাকা বেগুনের ভিতরে ৬০টি পিপুল ভরিয়া রৌদ্রে টাঙ্গাইয়া রাখিবে। বেগুন শাকাইয়া গেলে ইহা ৫০০ গ্রাম তিল অথবা নারিকেল তেলে মিশাইয়া আগুনে জ্বাল দিবে যখন তৈল ফুটিতে থাকিবে, তখন উহাতে ২০ গ্রাম শুকনা কেঁচো ঢালিয়া দিবে। কেঁচো জলিয়া গেলে উহার ভিতরে ২৫ গ্রাম ছিলানো রসুনের কোষ ঢালিয়া দিবে। তারপর চুলা হইতে নামাইয়া খড়লে পিসিয়া বোতলের ভিতরে রাখিয়া দিবে। প্রত্যহ এক মাশা আন্দাজ ঔষধ লিঙ্গে মালিশ করিয়া বট পাতা দ্বারা লিঙ্গ বাঁধিয়া রাখিবে। ইহাতে কিছু দিনের ভিতরে হারানো যৌবন ফিরিয়া পাইবে। তবে বদ অভ্যাস ছরিতে হইবে।

দুর্বল লিঙ্গের একটি মহৌষধ

উটকাট্টার গাছ শিকর ও পাতাসহ ছাগলের দুধে ভিজাইয়া রাখিয়া পাতন যন্ত্রের দ্বারা তৈল বাহির করিয়া লিঙ্গে মালিশ করিতে থাকিবে। কিছুদিন এই প্রকারে মালিশ করিলে লিঙ্গ মোটা তাজা ও শক্তিশালী হইবে।

অতিরিক্ত যৌন শক্তি কমাইবার ঔষধ

পিপুল ও গন্ধক সমপরিমাণ নিয়া গুরা করিয়া খাটি মধুর সহিত মিলাইয়া মলম তৈরী করিবে। তারপর উক্ত মলম পুংলিঙ্গে মালিশ করিবে। এক ঘন্টা পর গরম পানি দ্বারা লিঙ্গ ধুইয়া ফেলিবে। ইহাতে অত্যন্ত কামুকের যৌন শক্তি লাঘব হইবে।

দ্রুত বীর্য পাতের মহৌষধ বা হালুয়া

হরতকী, বয়রা, আমলকী, (বিচি ছাড়া) খুরমা, ছালে মিশ্রি, মেন্দা কাঠ, গক্ষুর কাটা, কাল মুসলী, শ্বেত মুসলী, আলকুসী দানা, জটামাংশী, শুকনা পানি ফল, পদ্মদানার শাঁস, তেতুল দানার শাঁষ, মিষ্টি ইন্দ্রযব, প্রত্যেকটি ৭ মাশা করিয়া এবং ডালিম ফুল, ভাংবিচি, জীরা, আইজান খোড়াসানী, তোখমে মোরেদ, বংশীলোচন, ধনিয়া, বটপাতার মুইন, রুমী মোস্তাগী, সিতা সুপারী, বিজবন্দ, ডাটার বিচি, লোধ, ভূনা স্পন্দ প্রত্যেকটি সারে তিন মাশা করিয়া এবং সমন্দর সুক, ভুনা তালমাখানা অশ্বগন্ধা, তজ, নাগর মোথা, চানিয়া গোন্দ, ধাইফুল, তুলার বস, শতমূল, কেওড়া বিচি, বাবলা ফুল, প্রত্যেকটি এক মাশা করিয়া।

উপরোক্ত সকল ঔষধ হামল দিস্তায় গুড়া করিয়া চালন দ্বারা ছাকিয়া ঔষধের তিনগুণ মিশ্রির শিরায় মিলাইয়া হালুয়া তৈয়ার করিবে। তারপর এক তোলা আন্দাজ, দৈনিক সেবন করিবে। ইহা নিয়মিত সেবনে হারানো যৌবন ফিরিয়া পাইবে, দেরীতে বীর্যপাত হইবে, স্ত্রী সহবাসে আনন্দ পাইবে। লিঙ্গ মোটাতাজা ও লোহার ডাণ্ডার মত শক্ত হইবে।

দেরীতে বীর্যপাতের আশ্চর্য মহৌষধ

ধুতুরার বিচি, চকুন্দা বিচি, হেলচি বিচি (বাবচি) ভেরেন্ডা বিচির শীষ একত্রে সমপরিমাণ নিয়া, ছাগলের দুগ্ধ দ্বারা পিশিয়া দুই মাশা আন্দাজ বড়ি বানাইবে। সহবাসের দুই ঘন্টা পূর্বে একটি করিয়া বড়ি এক গ্লাস গাভীর দুধসহ সেবন করিবে। এই নিয়মে স্ত্রী সহবাস করিলে- টক জাতীয় কোন বস্তু না খাওয়া পর্যন্ত বীর্য বাহির হইবে না। তবে বেশী চালাকী না করিয়া স্ত্রীর ধৈর্যের সীমার ভিতরে যে কোন টক খাইবে। নতুবা হীতে বিপরীত ফল হইতে পারে।

প্রমেহ রোগের উত্তম ঔষধ

তাল মাখানা এক তোলা, গালা ছয় মাশা এবং চানিয়া গোন্দ নয় মাশা একত্রে গুড়া করিয়া মধুর সহিত মিলাইয়া মটর ডালের আন্দাজ বড়ি বানাইবে। তারপর সকাল-বিকাল একটি করিয়া বড়ি সেবন করিবে। ইহাতে প্রমেহ রোগ আরোগ্য হইবে।

মেহ রোগের আশ্চার্য মহৌষধ

গক্ষুর কাটা পাঁচ মাশা, আউস চাউল, পানিফল ও পদ্মবিচির তিন মাশা করিয়া তালমাখানা দুই মাশা, সমন্দর সুক, মোচরস, বিজবন্দ, শীরমালা প্রত্যেকটি তিন মাশা করিয়া। সমস্ত ঔষধ একত্রে গুড়া করিয়া উহার

Scanned by CamScanner

সমপরিমাণ চিনির সহিত মিলাইয়া হালুয়ার মত বানাইবে। আর প্রত্যহ এক তোলা আন্দাজ সেবন করিবে। ইহাতে যে কোন মেহ রোগ আরোগ্য হইবে।

সিপলিস রোগের ঔষধ

চৌদ্দ মাশা কাঁচা তুলসীপাতা, এবং তুতিয়া সাড়ে তিন মাশা একত্রে পিশিয়া বড় টর ডালের মত বড়ি বানাইয়া প্রত্যহ সকালে একটি বড়ি পানিসহ সেবন করিবে। ইহাতে সিপলিস রোগ আরোগ্য হইবে।

সিপলিস রোগের আশ্চার্য ঔষধ

কলমী শোড়া এক তোলা, বসকাপুর এক তোলা এবং লবঙ্গ পঞ্চাশটা নিয়া গুড়া করিয়া পানের রসে মিলাইয়া বড় মটর ডালের মত বড়ি বানাইবে। সাত দিন অন্তর একটি করিয়া বড়ি দুধের মালাইয়ের সহিত লেপটাইয়া সেবন করিবে। ইহাতে যদি মুখে ঘা হয় তবে চামেলীর পাতা পানিতে দিয়া গরম করিয়া উক্ত পানি দিয়া গড়গড়ার সহিত কুলী করিবে। কিছুদিনের ভিতরে সিপলিস রোগ আরোগ্য হইবে।

মেয়েলোকের যৌনাঙ্গ প্রসস্তের ঔষধ

যদি কোন মেয়েলোকের যৌনাঙ্গ প্রসস্ত হইয়া যায়, আর ইহাতে স্বামী সহবাসে তৃপ্তি না পায়। তাহা হইলে মুরগীর হাড্ডি জ্বালাইয়া ভাল করিয়া পিসিয়া নারগিসের পাতা ও আংগুর পাতার রসের সহিত মিলাইবে। তারপর পাতলা কাপড় টুকরায় উহা লাগাইয়া যোনীর ভিতর ব্যবহার করিবে। ইহাতে কুমারী নারীর মত যৌবন ফিরিয়া পাইবে।

সন্তানহীনা নারীর সন্তান হওয়ার চিকিৎসা

যে সকল নারীদের সন্তান হয় না বা গর্ভ ধারণ করে না। তাহারা মেথীর তৈল পাতলা কাপড়ে মাখিয়া উক্ত কাপড় টুকরা যৌনীর ভিতরে কয়েকদিন ব্যবহার করিবে। আর রাত্রে স্বামী সহবাস করিবে। তাহাদের গর্ভে সন্তান জন্ম হইবে। আর যদি ইহাদেরকে ঘোড়ার দুধ পান করানো হয় এবং ইহার পর যদি স্বামী সহবাস করে তবে তাহারা গর্ভ ধারণ করিবে।

টোটকা চিকিৎসা

ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের চিকিৎসা

টক তেতুল ও ইক্ষু গুড় পানিতে গুলিয়া রোগীকে পান করাইলে জ্বর ভাল হইবে। আর জয়ন্তী মূল হাতে বাঁধিয়া দিলেও জ্বর ছাড়িয়া যাইবে।

ম্যালেরিয়া জ্বরের চিকিৎসা প্রত্যহ এক সপ্তাহ পর্যন্ত সকাল-বিকাল তুলসী তার রস চা- চামচের দুই চামচ করিয়া সেবন করিলে, ম্যালেরিয়া জ্বর ড়িয়া যাইবে।

ম্যালেরিয়া জ্বরের চিকিৎসা

প্রত্যহ এক সাপ্তাহ পর্যন্ত সকাল-বিকাল তুলসী পাতার রস চা-চামচের দুই চামচ করিয়া সেবন করিলে, ম্যালেরিয়া জ্বর ছাড়িয়া যাইবে।

মেহ জনিত জ্বরের চিকিৎসা

সেফালী পাতার রস চা- চামচের দুই চামচ করিয়া সকাল বেলা এক সপ্তাহ পান করিলে আরোগ্য হয়। ইহা ছাড়া তুলসী পাতার রসের সহিত গোল মরিচ পিষিয়া এক সপ্তাহ সকালে সেবন করিলেও জ্বর ছাড়িয়া যাইবে। ইহাতে যে কোন পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়।

প্লীহা জ্বর ও পুরাতন জ্বরের চিকিৎসা

বেলপাতার রস, কালমেঘের রস ও পিপুল চূর্ণের সহিত কিছু খাটি মধু মিলাইয়া এক সপ্তাহ পর্যন্ত সেবন করিলে প্লীহা জ্বর ও যে কোন পুরাতন জ্বর ছাড়িয়া যায়।

পিত্ত জ্বরের চিকিৎসা

শ্বেত পাপড়ির পাতা জ্বাল দিয়া উহার কাথ বা পাঁচন ৪/৫ দিন পর্যন্ত সেবন করিলে জ্বর ছাড়িয়া যায়।

সর্দি জ্বরের চিকিৎসা

ভাতের মাড়ের সহিত হলুদ বাটিয়া মিলাইয়া ৩/৪ দিন খাইলে সর্দি জ্বর ও ইহার ব্যথ্য- বেদনা আরোগ্য হয়। ইহা ছাড়া পানির সহিত কিছু ইক্ষু গুর ও টক তেতুল গুলিয়া উক্ত পানি দৈনিক সকালে ও বিকালে এক গ্লাস এক সপ্তাহ সেবন করিলে সর্দি জ্বর আরোগ্য হয়।

গাতা জ্বর বা পালা জ্বরের চিকিৎসা

রবিবার দিবসে আপং গাছের শিকড় নিয়া সুতায় জ্বর গ্রস্থ রোগীর শরীরে বাঁধিয়া দিলে গাতা জ্বর বা পালা জ্বর ছাড়িয়া যায়।

নিসিন্দা পাতা ও আপাং পাতা নিয়া ছেচিয়া নেকড়া দ্বারা পুটুলী বাধিয়া উহার ঘ্রাণ নাকে টানিলে পালাজ্বর বা গাতা জ্বর ভাল হয়। ইহা ছাড়া বকফুলের পাতা কিংবা শ্বেত অপরাজিতা পাতা নেকড়ায় জড়াইয়া উহার ঘ্রাণ বারবার

Scanned by CamScanner

নাকে টানিলে জ্বর উঠা বন্ধ হয়।

জ্বরে কপাল ও মাথা ব্যথার চিকিৎসা

দারুচিনি পানিতে ভিজাইয়া উহা পিসিয়া মাখনের সহিত মিলাইয়া মলম তৈরী করিবে। কয়েকবার উক্ত মলম কপালে লাগাইলে মাথা কামড়ানী ও কপালের ব্যথা আরোগ্য হইবে। ইহা ছাড়া নেকড়া ভিজাইয়া কপালে পট্টি দিলেও ব্যথা ও কামড়ানি উপশম হয়।

জ্বরে গাত্র দাহের চিকিৎসা

জ্বরের কারণে শরীরে জ্বালা পোড়া বা দাহ হইলে সন্ধ্যার সময় কিছু ধনিয়া পানির সহিত ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন সকালে উক্ত পানিতে কিছু মিশ্রি মিলাইয়া সেবন করিলে গাত্রদাহ ও জ্বালা পোড়া বন্ধ হইয়া যায়।

অম্ল ও পিত্ত রোগের চিকিৎসা

নিমের ছাল, চিরতা, বাসক পাতা, ক্ষেত পাঁপড়ি, হরিতকী, বহেরা, আমলকী গুলঞ্চ ও সমরাজের মূল প্রতিটি তিন আনা করিয়া আধা সের পানিতে জ্বাল দিয়া উহা আধা পোয়া আন্দাজ থাকিতে উনুন হইতে নামাইবে। তৎপর উহার সহিত চার আনা আন্দাজ খাঁটি মধু মিলাইয়া সেবন করিবে। ইহাতে অম্লশুল ও পিত্তশুল জনিত ব্যথা আরোগ্য হয়।

পেট ফাঁপার চিকিৎসা

নাড়িকেল তৈল সাবান মিশ্রিত করিয়া মলম তৈরী করিয়া প্রলেপ দিলে পেট ফাঁপা নিরাময় হয়। ইহা ছাড়া পরিস্কার চুনের পানিতে কিছু আদার রস ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সাথে সাথে পেট ফাঁপা কমিয়া যায়।

পেটের পীড়ার চিকিৎসা

কাঁচা বেল নিভান আগুনের মধ্যে পুড়িয়া উহার সহিত ইক্ষু গুর মিলাইয়া কয়েক দিন খাইলে পেটের পীড়া বা আমাশয় নিরাময় হয়।

লিভার বেদনার চিকিৎসা

কাঁচা বেল নিভান আগুনের মধ্যে পুড়িয়া উহার সহিত ইক্ষু গুর মিলাইয়া কয়েক দিন খাইলে পেটের পীড়া বা আমাশয় নিরাময় হয়।

লিভার বেদনার চিকিৎসা

কাঁচা পেপের কস বাতাসার ভিতরে ভরিয়া ৫/৭ দিন খাইলে লিভার

স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে এবং বেদনা দূর হইবে। ইহা ছাড়া কাঁচা ও পাকা পেপে খাইলেও লিভারের জন্য উপকার হইবে।

আমাশয় রোগের চিকিৎসা

কিছু ইছাবগোল ও মিশ্রি পানিতে ভিজাইয়া কয়েকদিন সেবন করিলে আমাশয় রোগ ভাল হয়। ইহা ছাড়া থানকুনি পাতার রস ৩/৪ দিন সেবন করিলে আমাশয়ের উপকার হয়। বিচি কলা খাইলেও পেটকে ঠান্ডা করিয়া আমাশয় ভাল হয়।

ক্রিমি রোগের চিকিৎসা

বড় ক্রিমি গুড়া ক্রিমির জন্য দৈনিক সকাল বেলা পরিস্কার চুনের পানি পান করিলে ক্রিমি দমন থাকিবে। এবং ব্যথা দূর হইবে। ইহা ছাড়া সোমরাজের দানা গুড়া করিয়া এক আনা পরিমাণ এক গ্লাস পনিতে মিলাইয়া ৪/৫ দিন পান করিলে ক্রিমি পড়িয়া যায়। আর তেতুল পাতার রস কিংবা উচ্ছেপাতার রস সেবন করিলেও ক্রিমি থাকেনা।

পেট কামড়ীর চিকিৎসা

বেল পাতার রস বাহির করিয়া ইক্ষু গুরের সহিত মিলাইয়া ৫/৭ বার খাইলে পেটকামড়ী ভাল হয়। আমাশয় রোগী দধি খাইলে উপকার হয় আর চিড়ার সহিত ঘোল মিলাইয়া খাইলে বিশেষ উপকার হয়। থানকুনি পাতাল ভাজিয়া খাইলে কিংবা খেশারী ডালের সহিত থানকুনি পাতা বাঁটিয়া বড়া বানাইয়া খাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

রক্তামাশয়ের চিকিৎসা

বটের ঝুড়ি বাঁটিয়া আতপ চাল ধোয়া পানিতে মিশাইয়া খাইলে, রক্তামাশয় ভাল হয়। আর তুলসী পাতার রস ও আদার রস বাহির করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৪/৫ দিন সেবন করিলে সাথে সাথে উপকার হয়।

খোস পাচড়ার চিকিৎসা

কিছু পরিমাণ চুনের পানির সহিত উহার চারগুণ নাড়িকেল, তৈলে কিছু কর্পুর মিলাইয়া মলম তৈরী করিবে। কয়েকদিন ইহা খোস পাচড়ায় প্রলেপ দিলে আরোগ্য লাভ হইবে। ইহা ছাড়া দুই রতি পরিমাণ গন্ধক গুড়া সাত দিন পর্যন্ত খাইলে খোসপাচড়া ভাল হয়।

ঘামাচির চিকিৎসা

Scanned by CamScanner

অতিরিক্ত ঘামাচির রোগী সামান্য বৃষ্টিতে ভিজিলে ঘামাচি কমিয়া যায়। আর শ্বেত চন্দন ঘসিয়া লাগাইলেও ঘামাচি কমিয়া যায়।

চুলকানির চিকিৎসা

তুলসীপাতা ও দূর্বা ঘাস একত্রে পিসিয়া সমস্ত শরীরে মালিশ করিলে চুলকানি বন্ধ হইয়া যায়।

ফোঁড়ার চিকিৎসা

চুলার মাটি পানির সহিত গুলিয়া উহার মধ্যে তেঁতুল ও নেমক মিশ্রিত করিয়া মলম বানাইয়া ফোঁড়ায় প্রলেপ দিলে ফোঁড়া পাকিয়া যায়। অথবা ভিজা নেকড়ায় মাঝখানে একটু ছিদ্র রাখিতে হয়। আর কবুতরের মর গরম করিয়া নারিকেল তৈল মিশাইয়া ফোঁড়ার উপর প্রলেপ দিলে ফোঁড়া ফাটিয়া যায়।

বাবলা পাতা অথবা নিমপাতা ঘৃতে ভাজিয়া পিশিয়া ঘৃতের সহিত মাখিয়া মলম তৈরী করিয়া ফোঁড়ায় প্রলেপ দিলে ফোঁড়ার পুঁজ বাহির হইয়া যায় এবং ধীরে ধীরে ঘা ভাল হইয়া যায়।

বিষ ফোঁড়ার চিকিৎসা

গোল মরিচ অথবা হরিতকী সামান্য পানিতে ঘসিয়া উহা বিষ ফোড়ায় প্রলেপ দিলে শিঘ্র আরোগ্য হয়।

লুতি বা হামের চিকিৎসা

হাম বা লুতি উঠিলে, কলমী শাক অথবা তুলসী পাতার ঝোল তৈরী করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে রোগ আরোগ্য হয়।

ক্ষত রোগের চিকিৎসা

খাটি দুধের সহিত করবী মূলের রস জ্বাল দিয়া দধি তৈরী করিয়া উহার ননী তুলিয়া যে কোন ক্ষতে লাগাইলে ক্ষত ভাল হইয়া যায়।

কর্ণ রোগের চিকিৎসা

আদার রস সামান্য গরম করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণের রোগ ভাল হয়। ইহা ছাড়া রসুনের রস অল্প গরম করিয়া কর্ণের ভিতরে দিলে কর্ণ রোগ আরোগ্য হয়। কিংবা কিছু ফিটকারী ও আফিং পাতি লেবুর রসের সাহিত মিলাইয়া মলম তৈরী করিয়া মোরগের পগার দ্বারা কর্ণের ভিতরে ৪/৫ দিন লাগাইলে কান পাকা ভাল হয়।

চোখের চিকিৎসা

করবীর কচি পাতার রস বাহির করিয়া চোখে লাগাইলে চোখের দৃষ্টি শক্তি বেশী হয় ও চোখ পরিস্কার হয় বট পাতার তাজা কস চোখে দিলে রোগ ভাল হয়। মেয়েলোকের স্তনের দুধ চোখে লাগাইলে চোখের জ্বালা পোড়া, ব্যথা বেদনা ভাল হয়।

নাসিকা রোগের চিকিৎসা

খাঁটি সরিষার তৈল নাকের ভিতরে দিলে বা টানিলে নাক পরিস্কার হইবে এবং রক্তপড়া বন্ধ হইবে।

দন্ত রোগের চিকিৎসা

পানিতে ফিটকারী মিলাইয়া গরম করিয়া কুলী করিলে দাঁতের পোকা মরিয়া যায়। নেমক ও সরিষার তৈল মিলাইয়া দাঁত মাজন করিলে দাতের ব্যথা দূর হয়। আর হিং গরম করিয়া দাঁতে লাগাইলে পোকা মরিয়া যায়। তুতিয়া পুড়িয়া গুড়া করিয়া দাঁতে লাগাইলে গোড়ালী শক্ত হয়। আমের পাতা অথবা নিমের ডাল দিয়া দাঁত মাজিলে দাঁতের ব্যাথ্যা কমিয়া যায়।

আমলকি, বয়রা, হরিতকী, নিমপাতা ও পলতার কাঁথ দিয়া দাতের মাড়ি ধুইলে দাঁতের পুঁজ পড়া বন্ধ ও ঘা শুকাইয়া যায়।

ঘাড় ও কোমর বেদনার চিকিৎসা

যে কোন বাত রোগের কারণে ঘাড়ে বা কোমরে বেদনা হইলে খাঁটি সরিষার তৈলের সহিত কর্পুর মিশ্রিত করিয়া মলম তৈরী করিয়া ব্যথ্যা স্থানে মালিশ করিলে ব্যথ্যা উপশম হইবে। আর অতি পুরাতন ঘি দ্বারা মালিশ করিলেও ব্যথ্য কমিয়া যায়।

জিহ্বার ঘায়ের চিকিৎসা

সোহাগার খৈ বানাইয়া খাঁটি মধুতে মিশ্রিত করিয়া মলম বানাইয়া কয়েকদিন জিহবায় দৈনিক ৪/৫ বার লাগাইলে জিহবার ঘা ভাল হয়। অথবা সকাল বেলা শিশিরের পানি লাগাইলে কিংবা গরম দুধ খাইলে জিহবার ঘা আরোগ্য হয়।

বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা

সিকি তোলা সোমরাজ কিছু নেমকসহ শীতল পানিসহ এক মাস কিংবা দুইমাস নিয়মিত সকালে সেবন করিলে কুষ্ঠ রোগ ভাল হয়।

Scanned by CamScanner

পোড়া ঘায়ের চিকিৎসা

খাঁটি ঘি ২৫০ গ্রাম, হলুদ পিশা ১০ গ্রাম, পিয়াজ পিশা ৫ গ্রাম, ময়দা পাঁচ গ্রাম, সর্বাগ্রে উনুনে ডেগচিতে ঘৃত বসাইবে, ঘৃতে ফেনা বসিয়া গেলে উহাতে হলুদ, পিয়াজ ও ময়দা ঢালিয়া দিবে। যখন ইহা ফুটিতে থাকিবে, তখন ডেগছি নামাইয়া ফেলিতে হইবে। এবং ঠাণ্ডা হওয়ার পরে মলম তৈরী করিয়া কৌটায় ভরিয়া রাখুন। এবং প্রত্যহ ৩/৪ বার পোড়া ঘায়ে লাগাইতে হইবে। ৫/৭ দিন ঔষধ লাগাইলে পোড়া গা ভাল হইয়া যাইবে।

দাদের চিকিৎসা

১০ গ্রাম সোহাগার খৈ, ৫ গ্রাম গন্ধক, ৩ গ্রাম তুতিয়া একত্রে গুড়া করিয়া ৫ গ্রাম তেলে মিলাইয়া মলম তৈরী করিবে। প্রত্যহ ২/৩ বার দাদ চুলকাইয়া মলম লাগইবে। ৪/৫ দিন এইভাবে ঔষধ লাগাইলে দাদ রোগ ভাল হইবে।

ছুলি বা ছৌদের চিকিৎসা

সোহাগার খৈ চূর্ণ ১০ গ্রাম ও পাতিলেবুর রস ১০ গ্রাম একত্র করিয়া মলম তৈরী করিয়া ছৌদে বা ছুলিতে ২/৩ বার প্রত্যহ লাগইলে ৩/৪ দিনের মধ্যে আরোগ্য হইবে।

অথবা

মসুর ডাল ঘিয়ে ভাজিয়া উহা পিশিয়া একটু দুধের সহিত মিলাইয়া মলম তৈরী করিয়া প্রত্যহ ২/৩বার লাগাইবে। ৪/৫ দিনের ভিতরে ছৌঁদের দাগ মিলাইয়া যাইবে।

ধ্বজ ভঙ্গের চিকিৎসা

আফ্লা শিমুল গাছের মূলের ছাল ছায়ায় শুকাইয়া ৫০ গ্রাম চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিলাইয়া ২০টা বড়ী বানাইয়া প্রত্যহ সকালে ঠাণ্ডা পানিসহ সেবন করিলে ধ্বজভঙ্গ রোগ আরোগ্য হইবে।

ব্রনের চিকিৎসা

পুরাতন ঘিয়ের সহিত কর্পূর মিশ্রিত করিয়া অল্প গরম করিয়া ব্রনে লাগাইলে ৪/৫ দিনের ভিতরে ভাল হইয়া যায়। অথবা গোলমরিচ পিশিয়া পানিতে মিলাইয়া প্রলেপ দিলে ৪/৫ দিনের ভিতরে ব্রন ভাল হইয়া যাইবে।

বিভিন্ন লতাপাতা, ফল ও গাছের সাহায্যে বহুবিধ রোগের চিকিৎসা

দেবদারু

আমাশয়, শোথ কিংবা রক্তদোষে– দেবদারুর কাথ সেবনে উপকার পাওয়া যায়।

প্রমেহে– দেবদারু গাছের ছালের রস মিছরির সরবত সহযোগে পান করলে সুফল পাওয়া যায়।

চুলকানি হলে– দেবদারু গাছের ছালের গুড়া সরষের তেল সহ মিশ্রিত করে মর্দন করতে হবে।

কাশিতে– দেবদারু ছালের গুড়া মধু সহ সেব্য।

ধুতুরা

গলা ফুললে, দাঁতের গোড়া ফুললে, কর্ণমুল ফুললে– ধুতুরা পাতার রস সামান্য আফিং মিশ্রিত করে লাগালে উপকার পাওয়া যায়।

চোখের তারা ছোট হয়ে এলে– ধুতুরা পাতার রসের দ্বারা চোখের চারদিকে প্রলেপ দিতে হবে।

ফোঁড়ায়– ধুতুরা পাতার রস গব্যঘৃত সহ মিশ্রিত করে প্রলেপ দিতে হবে।

শ্বাসকষ্ট হলে– শুষ্ক ধুতুরার পাতা ও ডাঁটা কলিকায় অগ্নি সংযোগে তামাক সেবনের ন্যায় সেবন করা বিধেয়।

কৃমিতে– এক ফোঁটা ধুতুরা পাতার রস একগ্লাস ঘোল সহ খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।

নিসিন্দা

দেহের কোন স্থানে ফুললে– নিসিন্দা পাতা আগুনে সেঁকে লাগালে ফুলো কমে ও বেদনার উপশম হয়।

পালা জ্বরে– নিসিন্দা পাতা থেতো করে মাঝে মাঝে শুকলে জ্বর আরোগ্য হয়।

নিম

বসন্তের গুটি– নিমপাতা ও কাঁচা হলুদ পেষণ পূর্বক প্রলেপ দিলে শুকিয়ে যায়।

খোস পাঁচড়ায়– নিমপাতার জলে গা ধুইয়ে কাঁচা হলুদ সহ নিমপাতা বেটে লাগালে নিরাময় হয়।

জ্বর, কাশি ও পিত্ত ঘটিত দোষে– নিমের ক্বাত সেবনে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়।

ফোঁড়া পেকে ফেটে গেলে– নিমপাতা গব্যঘৃত সহ বেটে প্রলেপ লাগালে ফোঁড়া শুকিয়ে যাবে।

পদ্ম

মুখ দিয়ে রক্ত উঠলে– পদ্মের কচি পাতার রস সেবনে উপকার পাওয়া যায়।

Scanned by CamScanner

মূত্রকৃচ্ছ্র বা মুত্ররোধে– পদ্মের কচি পাতার রস একতোলা পরিমাণ সেবন বিশেষ সুফল লাভ হয়।

অর্শ রোগে– পদ্মের কচি পাতার রস, মাখন ও চিনি সহযোগে সেবন করলে রোগ আরোগ্য হয়।

দাহ রোগে– পদ্মের কচি পাতা ও পদ্মফুল একত্রে বেটে মর্দন করলে উপকার পাওয়া যায়।

ফলতা

কাশ, কৃমি ও জ্বর নাশক।

পিত্তদোষ বা পিত্তজ্বর– ধনে পলতার জল প্রত্যহ সেবনে প্রশমিত হয়।

পানড়ী

ফোড়া হ'লে– পানড়ী পাতা জলে ভিজিয়ে পাতার সোজা দিকটা ফোঁড়ার ওপর বসালে ফোঁড়া সহজেই পাকে।

পালতে মাদার

কৃমিরোগে– আধ তোলা পরিমাণ পালতে মাদারের রস সেব্য।

ফোঁড়া হ'লে– পালতে মাদারের পাতা আগুনে সেঁকে ফোঁড়ার ওপর বসালে–ফোঁড়া বসে যায়।

পুঁই শাক

রাতের অনিদ্রায়– পুঁইশাকের পাতার রস সেবনে উপকার পাওয়া যায়।

মেহ বা প্রমেহ– পুঁই পাতার ক্বাথ চিনি সহ সেব্য।

পেটে বায়ু জমলে বা রক্তপিত্ত রোগে পুঁই পাতার ঝোল বিশেষ উপকারী। পুঁইশাক নিদ্রাজনক, বলকারক ও শুক্রবর্ধক।

পিড়িং শাক

চুলকন, রক্তদোষ বা ব্রণে– পিড়িং শাকের ক্বাথ সেবনে উপকার পাওয়া যায়।

কুষ্ঠ রোগে– পিড়িং শাকের ঝোল নিয়মিত সেবনে সুফল লাভ হয়। দেহের কোন রূপ বিষক্রিয়া প্রকাশ পেলে–পিড়িং শাকের রস তৎক্ষণাৎ পান করলে বিষক্রিয়া প্রশমিত হয়।

পুনর্ণবা

শ্বেতপুনর্ণবা– নিয়মিত ঘৃত বা দুগ্ধ সহ সেবনে বললাভ হয়।

বেরি বেরি হ'লে– পুনর্ণবার রস সেবনে উপকার পাওয়া যায়।

শোথ রোগ, পাণ্ডু রোগে ও রক্তপ্রদরে– শ্বেত পুনর্ণবার রস মধুসহ সেবনে

আরোগ্য লাভ হয়।

পেটারী

গোধ হ'লে– পেটারী মুলের ছাল ও হরিতাল জল সহ বেটে প্রলেপ লাগালে উপকার পাওয়া যায়।

কোন স্থান কেটে গেলে– পেটারী পাতার রস লাগালে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

দগ্ধস্থানে– পেটারী পাতার রস লাগালে যন্ত্রণার উপশম হয়।

বচ

বচের মুল– গ্রন্থি, গলাব্যথা ও কাশির ঔষধে ব্যবহার হয়।

বচ– মুত্র বৃদ্ধি কারক ও কোষ্ঠ পরিস্কারক।

বহেড়া

শুক্র রোগে– অর্থাৎ চোখের তারায় সাদা দাগ দৃষ্ট হ'লে– বহেড়ার শাঁস মধু সহ বেটে চোখে কাজলের ন্যায় লাগালে উপকার পাওয়া যায়।

চুল উঠতে থাকলে– বহেড়ার ক্বাথ নারকেল তেল ও মেথি সহ মিশিয়ে মাখলে চুল ওঠা বন্ধ হয় ও নতুন চুল গজায়।

শ্বাসদোষেএবংকাশিতে– বহেড়াচূর্ণ মধু সহযোগে সেবনে উপকার পাওয়া যায়।

স্বরভঙ্গহ'লে– বহেড়াচুর্ণ গব্যঘৃত সহ সেবনে সুফল পাওয়া যায়।

বকুল

দাঁতের গোড়া কন্ কন্ করলে– বকুলের বীচি কিংবা ফল জলসহ সিদ্ধ করে, সেই জল কুলকুচা করলে কনকনানি বন্ধ হয়।

বোলতা, ভীমরুল, বিছা, মৌমাছি প্রভৃতি কামড়ালে– বকুল বীচি চন্দনের মতো ঘষে–সেই ঘষা দষ্ট স্থানে লাগালে যন্ত্রণার উপশম হয়।

কৃমি রোগে– বকুল ছালচুর্ণ মধু সহযোগে সেবনে বিশেস উপকার পাওয়া যায়।

বটগাছ

ধাতু দৌর্বল্যে– বটের দশ ফোঁটা আঠা মধুসহ একসপ্তাহ সেবনে ধাতু দৌর্বল্য নিবারিত হয়।

যোনি দোষে– বটের ঝুরি আধতোলা পরিমাণ গাদা পাতার রস ও মধু মিশ্রিত করে বেটে খেলে আরোগ্য হয়।

মেহ হলে– বাতাসায় দশ ফোটা বটের আঠা নিক্ষেপ করে বাতাসাটি সেব[ন] করলে সুফল পাওয়া যায়।

অতিসার রোগে– চার আনা পরিমাণ বটের কলি তালমিশ্রি ও চাল ধো[য়া]

জল সহ বেটে সেবন রোগ নিরাময় হয়।

খোসপাঁচড়ায়– বটের কলি বেটে প্রলেপ লাগালে উপকার পাওয়া যায়।

বাসক

সর্দি কাশিতে– বসাক প্রভুত উপকারী। কাশরোগে বাসক ধন্বন্তরি বাসক পাতার রস আগুণে জ্বার দিয়ে মধু সহ সেবনে সর্দি-কাশি নিরাময় হয়।

অন্নপিত্তে– বাসক পাতা ও ফুলের রস চিনিসহ সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

জ্বরে এবং অত্যন্ত পিপাসা ভাব বিদ্যমান থাকলে, পুরনো শ্বাস ও কাশরোগে– এক আনা পরিমাণ বাসক গাছের ত্বকচুর্ণ মধু সহ লেহন পূর্বক সেবনে বিশেষ উপকার লাভ হয়।

প্রমেহ রোগে– দুই আনা পরিমাণ বাসকচুর্ণ সেবনে রোগ নিবারিত হয়।

কুষ্ঠ ও ক্ষয় রোগে– বাসকের ক্কাথ মধু সহ নিয়মিত সেবনে সুফল পাওয়া যায়।

বাবলা

যে কোন ঘা– বাবলা ছাল সিদ্ধ করে- সেই জল দ্বারা ধৌত করলে সত্বর শুকিয়ে যায়।

পেটের অসুখে বা অতিসারে– বাবলার কচিপাতা বেটে জল সহ সেবনে উপকার পাওয়া যায়।

প্রমেহ– বাবলার বাসি আঠা মধু সহ সেবনে রোগ নিবারিত হয়।

বামুনহাটী

দাহ– বামুনহাটির পাতার রস মর্দনে দাহ নিবারিত হয়

কুরণ্ডে– বামুনহাটির ছাল যবের মাড়সহ পেষণ করে লাগালে-কুরণ্ড নিবারিত হয়।

গণ্ডমালা বা শোথ– বামুনাহাটী গাছের ছালের মালা পরলে প্রশমিত হয়।

বেল

পাকা বেল– অগ্নি মান্দ্যকর। কচিবেল ধারক, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক, কফ ও বায়ু নাশক।

কয়েত বেল– **বায়ু, পিত্ত, পিপাসা ও হিক্কানাশক। আমাশয়, অম্বল ও অজীর্ণ রোগে**– কাঁচা বেল পোড়া বিশেষ উপকারী।

প্রলাপ বা ভুল বকলে– বেলপাতা বেটে মাথায় প্রলেপ দেওয়া বিধেয়।

পাকা বেল ভক্ষণে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। তবে পাকা বেল বেশী খেলে

ক্ষুধামান্দ্য হয়।

অত্যন্ত বমিভাব থাকলে– বেলগাছের শিকড়ের ক্কাথ সেবনে বমিভাব প্রশমিত হয়।

বেণা

জ্বরে এবং মূত্র কৃচ্ছে– বেণার মূলের ক্কাথ সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বমনে বা ব্রণে– বেণার মুলের ক্কাথ বিশেষ উপকারী।

বেণার মূলসিদ্ধ জল সেবনে কফ, তৃষ্ণা ও পিত্ত প্রশমিত হয়।

ব্রাহ্মীশাক

বাচ্চাদের বুকে সর্দি বসে গেলে– বিনা জলে ব্রাহ্মী শাক থেঁতো করে রস বের করে তৎসহ মাষকলাই ও সরষের তেল মিশিয়ে বুকে মালিশ করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বাচ্চাদের সর্দি হ'লে– আধতোলা পরিমাণ ব্রাহ্মীর রসে মধু মিশিয়ে খাওয়ালে কফ নিঃসারিত হয়।

বৃহতী

সন্নিপাত জ্বরে– বৃহতী ফলের বীজচূর্ণের সঙ্গে সম পরিমাণ কুচ মিশ্রিত করে খাওয়ালে-মুছিত প্রায় অবস্থায় রোগীর চৈতন্য সম্পাদিত হয়।

স্তন্যপান করার পরমুহূর্তেই যে সকল শিশু বমি করে- এক আনা বৃহতী ফলের রসের সঙ্গে মধু ও ঘি মিশ্রিত করে শিশুকে খাওয়ালে বমন নিবারিত হয়।

ভূঁই কুমড়া

স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধ হ্রাস পেলে– এক আনা পরিমাণ ভূঁইকুমড়া চূর্ণ পক্ষকাল যাবৎ খাওয়ালে স্তনে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ সঞ্চারিত হয়।

পুরুষের বলবৃদ্ধির জন্য চার আনা পরিমাণ ভূঁইকুমড়া চূর্ণ ঘৃত ও মধুসহ নিয়মিত সেব্য।

ভৃঙ্গরাজ

চলতি ভাষায় ভৃঙ্গরাজকে ভীমরাজ বলা হয়। ভৃঙ্গরাজ এক ধরণের ছোট আকারের ওষধি-গাছ।

শূল বেদনায়– আধ ছটাক পরিমাণ তৃঙ্গরাজের রস সৈন্ধব লবণ সহ সেবনে বেদনা উপশম হয়

ভৃঙ্গরাজের রস সৈন্ধব লবনসহ সেবন করলে পরিপাক শক্তিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ভৃঙ্গরাজের রস তিল বা নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে মাথায় মাখলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে এবং চুলের উপকার সাধিত হয়।

মনসা

কানে পুঁজ হ'লে বা কান কট্‌কট্ করলে-মনসা পাতা আগুনে ছেঁকে নিয়ে

Scanned by CamScanner

রস বের করে আলতা গোলার সঙ্গে মিশিয়ে কানে ফোঁটা দিলে- উপকার পাওয়া যায়।

চোখের অসুখ হ'লে-মনসা পাতায় কিছু গাওয়া ঘি মেখে কাজল প্রস্তুত করে- সেই কাজলের অঞ্জন দিলে চক্ষুরোগ নিবারিত হয়।

মহুয়া

মহুয়ার বীজ থেকে যে 'ফুলোয়া' তেল প্রস্তুত হয়- তা চর্মরোগ ও বাতরোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী ঐ তেল অনেকে আবার চুলেও মেখে থাকেন- ফুলোয়া তেল মাখলে চুলের উন্নতি ও পুষ্টি হয়।

অর্শে- মহুয়ার ফুল ঘি দিয়ে ভেজে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। মহুয়া ফলের ক্বাথ চর্মরোগ ও চুলকানির উপশম ঘটায় এবং বলকারক। মহুয়ার ফুল থেকে যে সুরা প্রস্তুত করা হয়-তা ক্ষুধাবর্ধক, বলকারক ও পুষ্টিকর।

ময়না ফল

ফোঁড়ার প্রাথমিক অবস্থায় ময়নার ডাল বেটে লাগালে ফোঁড়া মিলিয়ে যায়-কোন চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না।

মূলা

মূলা কোষ্ঠ পরিস্কারক ও বায়ুনাশক। প্রত্যহ দুই-তিনটি মুলা খেলে দাস্ত হয়ে পেট পরিস্কার হয়।

মুতা

অজীর্ণে গ্রহণী ও যকৃতের গোলযোগে- নাগর মুতা বিশেষ উপকারী।

কাশরোগে- মুতা বিশেষ উপকারে লাগে। পিত্ত বা কফজনিত কারণে কাশ হ'লে মুতার কন্দ গুঁড়া করে, গোল মরিচের গুড়া ও মধু সহ মিশিয়ে-লেহন করে খেলে কাশ রোগ নিবারিত হয়। ঠান্ডা লেগে সর্দি হ'লেও মুতাচূর্ণ সেবনে উপকার পাওয়া যায়।

আমাশয় বা আমায় জনিত পেটের যন্ত্রণায়- একতোলা মুতা ও একখানা ক্ষেতপাপড়া মিশিয়ে প্রত্যহ সকালে সেবন করলে আমাশয় বা আমাশয় জনিত পেটের যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

শূল রোগে- চার তোলা মুতা এক সের গো-চনা সহ আগুনে সিদ্ধ করে এক পো থাকতে নামিয়ে নিয়ে-প্রত্যহ সকালে ছেঁকে খেলে শুল রোগ প্রশমিত হয়।

অস্ত্রাঘাতে ক্ষতের সৃষ্টি হ'লে- মুতা ও গব্যঘৃত একসঙ্গে বেটে ঐ স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়।

কৃমিতে, মুত্ররোধে, দাহে, জ্বরজনিত কারণে অত্যন্ত তৃষ্ণাভাব বিদ্যমান থাকলে- মুতার ক্বাথ সেবনে সুফল পাওয়া যায়।

প্রসুতির স্তনে দুধ কম থাকলে- সাধারণ মুতা সদ্য তুলে পেষণ করে প্রলেপ

দিলে স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারিত হয়।

পুরাতন অতিসারে বা আমাতিসারে- সাধারণ মুতার ক্বাথ ছাগ দুগ্ধ সহ সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়

মুক্তবশী

শিশুদের প্রস্রাব রোধে- মুক্তবশীর পাতা বেটে তলপেটে লাগালে প্রস্রাব সরল হয়।

বাত রোগে- মুক্তবশীর পাতার রসের সঙ্গে সরষের তেল মিশিয়ে মর্দন করলে উপকার পাওয়া যায়।

মেদী পাতা

হাতে বা পায়ে হাজা হ'লে- মেদী পাতার বাটার সঙ্গে কিছু পাল্লা খয়ের মিশিয়ে প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়।

মেহ রোগের প্রথম পর্যায়- মেদী পাতা রাত্রে জলে ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে সেই জল ছেঁকে নিয়ে-চিনি বা মধু সহ নিয়মিত সেবনে মেহ রোগ আরোগ্য হয়।

রাখাল শশার

ফোঁড়া পাকাতে হ'লেও- রাখাল শশার মূল বেটে প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়।

ইন্দ্রিয় শৈথিল্য- আধ আনা পরিমাণ রাখাল শশার মুল জল সহ বেটে তদ্দারা লিঙ্গ মর্দনে ইন্দ্রিয় শৈথিল্য নিবারিত হয় ।

সন্ধিবাতে- রাখাল শশার মূল বেটে প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়।

কামলা রোগে- এক তোলা রাখাল শশার রস ইক্ষু গুড় সহ সেবনে কামলারোগ আরোগ্য হয়।

কোন স্থানে কাঁটা ফুটলে এবং সেই কাঁটা যদি বের না হয়- তবে রাখাল শশার মূল বেটে সে স্থানের চারিদিকে প্রলেপ লাগালে-স্থানটি পেকে যায় এবং পুঁজের সঙ্গে কাঁটা বেরিয়ে আসে।

গলগণ্ড হ'লে-এক তোলা পরিমাণ রাখাল শশার রস চিনি সহ সেবনে এবং রাখাল শশার মূল বেটে গলগণ্ড স্থলে প্রলেপ দিলে রোগ আরোগ্য হয়।

রেড়ী (এরণ্ড)

মূত্রশুলে- আদার রসসহ পাঁচ ফোঁটা রেড়ীর তেল সেবনে ঘুম থেকে উঠে সেবন করলে কোষ্ঠ সাফ হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্যে- দুই তোলা পরিমাণ রেড়ীর তেলে সকালে ঘুম থেকে উঠে সেবন করলে কোষ্ঠ সাফ হয়।

ফোঁড়া হ'লে- রেড়ী বীজের শাঁস বেটে প্রলেপ লাগালে ফোঁড়া সত্বর পেকে যায়।

পেটে কৃমি থাকলে- বেড়ির তেল সেবনে মলের সঙ্গে কৃমি বেরিয়ে আসে।

Scanned by CamScanner

বাত বেদনায়– রেড়ীর তেলের সঙ্গে সৈন্ধবলবণ মিশিয়ে প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়।

শতমূলী

অতিসার রোগে– আধ তোলা পরিমাণ শতমূলী রস মধু সহ সেবনে উপকার পাওয়া যায়।

রক্তদোষ– শতমূলীর মূল থেঁতো করে আধ সের জলে সিদ্ধ করে আধপোয়া থাকতে নামাতে হবে। তৎপরে সেই ক্বাথ ছেঁকে দিনে দু'বার এক ছটাক পরিমাণ সেবন করলে বিশেষ সুফল লাভ হয়।

গুল্মরোগ ও পিত্তদোষ– শতমূলীর রস সেবনে প্রশমিত হয়।

শোথ রোগে–শতমুলী বিশেষ উপকারী। এই রোগে আধ তোলা পরিমাণ শতমুলী চূর্ণ দিনে দু'বার সেবনে রোগ আরোগ্য হয়।

শুক্না

গোদ হ'লে– শুক্নার মূল ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

সুষনি শাক

সুষনি শাক– জ্বর,মেহ, কুষ্ঠ, দাহ ও ত্রিদোষ নাশক। অতএব ভাতের সঙ্গে নিয়মিত সুষনি শাক সেবন বিশেষ উপকারী।

শিয়ালকাঁটা

নখকুনি হ'লে– শিয়ালকাঁটার আঠা লাগালে উপকার পাওয়া যায়।

খোস পাঁচড়ায়– শিয়ালকাঁটার বীজ সরষের তেলে ভেজে–সেই তেল খোস পাঁচড়ায় লাগালে সত্বর নিরাময় হয়।

উপদংশ জনিত ক্ষতে– শিয়ালকাঁটার শিকড় চন্দনের মতো ঘষে লাগালে উপকার পাওয়া যায়।

শিউলি(শেফালী)

পিত্তজনিত দোষে বা পিত্তজ্বরে– শিউলি পাতার রস সেবনে উপকার পাওয়া যায়।

শিমুল

শুক্র ক্ষয় হ'লে– শিমুল চারার আধ তোলা পরিমাণ মুল মধু সহ সেবনে শুক্রবৃদ্ধি ঘটে।

রক্তপিত্ত রোগে– চার আনা পরিমাণ শিমুল ফুল চূর্ণ মধু সহ সেবনে উপকার পাওয়া যায়।

কাশিতে– শিমুলের মূল বেটে গোঁড়ায় লেবুর রস মিশিয়ে খেলে কাশি নিবারিত হয়।

কুকুড়ে কামড়ালে– সাতটি করে শিমুলবীচি কলার মধ্যে পুরে সাত দিন খেলে উপকার পাওয়া যায়।

প্রদর রোগে– চার আনা পরিমাণ শিমুল মূল গব্য ঘৃতে ভেজে সৈন্ধব লবণ

ও চাল–ধোয়া জল সহ সেবনে উপকার পাওয়া যায়।

বাত রোগে– শিমুলের ফুল চূর্ণ ও শিমুলের কিছু আঠা মধু সহ সেবনে সুফল লাভ হয়।

ধবল রোগে– শিমুল মূল ও আপাং এর বীজ একত্রে গো চনা সহ বেটে প্রলেপ দিলে উপকার হয়ে থাকে।

সোমরাজ (হাকুজ বীজ)

ঔষধে সোমরাজের বীজেরই ব্যবহার বেশী।

কৃমিরোগে– সোমরাজ বীজচূর্ণ মধু সহ সেবনে কৃমি মরে যায়।

ধবল রোগে– সোমরাজের পাতার রস ব্যবহারে এবং বীজচূর্ণ টাটকা গোমূত্র সহ বেটে ধবল স্থানে লাগালে উপকার পাওয়া যায়।

মেহ রোগে– দু'তোলা পরিমাণ সোমরাজ পাতার রস কাঁচা দুগ্ধ ও চিনি সহ সেবনে রোগ আরোগ্য হয়।

কুষ্ঠ রোগে– দুই আনা পরিমাণ সোমরাজ বীজচূর্ণ কিছু পরিমাণ কৃষ্ণতিল চূর্ণ মিশিয়ে একপক্ষকাল সেবনে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়।

আমাশয়– এক আনা পরিমাণ সোমরাজ বীজচূর্ণ দধির সঙ্গে মিশিয়ে সেবন করলে আমাশয় নিবারিত হয়।

সর্দি হ'লে– সোমরাজ পাতার রস সেবনে উপকার পাওয়া যায়।

কাশে ও শ্বাস কষ্টে– এক আনা পরিমাণ সোমরাজ বীজচূর্ণ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে লেহন করলে কাশ ও শ্বাস কষ্টের উপশম ঘটে।

সোঁদাল

গরমির ঘা, ছুলি, যক্ষ্মা রোগে, কুষ্ঠে, মুখের ঘা, দাদ–প্রভৃতি রোগে সোঁদাল ব্যবহার বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

সর্পগন্ধা

স্নায়বিক উত্তেজনা বিদূরিত করার জন্যেই সর্পগন্ধার ব্যবহার।

মস্তিষ্ক বিকৃতি, সাপের কামড়, পেটের গোলমাল ও হিষ্টিরিয়া রোগে–সর্পগন্ধার ব্যবহারে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে। সর্পগন্ধা স্নায়বিক উত্তেজনা হ্রাস করে রক্তের উচ্চচাপ কমিয়ে আনে। তবে সর্পগন্ধা খুব বেশী ব্যবহার করলে মাথা ঘোরা, মূর্ছা এবং শ্বাস কষ্ট প্রভৃতি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

হরীতকী

হরীতকী সাত প্রকার– তন্মধ্যে বিজয়া হরীতকীর ব্যবহারই ওযুধে বেশী।

চক্ষু রোগে– আওয়া হরীতকী ব্যবহার করা হয়।

ব্রণ ও ক্ষমতাদির ক্ষেত্রে– রোহিনী হরীতকী ব্যবহার করা হয়।

সকল প্রকার রোগে– জীবন্তী হরীতকী ব্যবহার করা যায়।

চূর্ণ হিসাবে– কেতকী হরীতকী ব্যবহার করা হয়।

Scanned by CamScanner

প্রলেপের জন্য— পুতনা হরীতকীই ব্যবহার করা সঙ্গত।

শূল রোগে— এক তোলা হরীতকীর সঙ্গে একতোলা ইক্ষুগুড় মিশিয়ে সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়।

চক্ষু রোগে— হরীতকী বেটে-সেই বাটা হরীতকী গব্যঘৃতে ভেজে নিয়ে চোখের চারদিকে প্রলেপ দিলে-চক্ষু রোগের উপশম হয়।

পাথুরি রোগের— হরীতকীর আঁটি দুঁধে সিদ্ধ করে ঐ দুগ্ধ ছেঁকে এক পক্ষ কাল সেবনে পাথুরি রোগ আরোগ্য হয়।

ফোঁড়া বা ব্রণ হ'লে— হরীতকী চন্দনের মতো ঘসে ফোঁড়া বা ব্রণে প্রলেপ লাগালে-ফোঁড়া বা ব্রণ পেকে ফেটে যায়। ক্রমাগত লাগালে পুঁজ বের হয়ে ঘা শুকিয়ে যায়।

অত্যধিক বমিভাব বিদ্যমান থাকলে— হরীতকী চুর্ণ মধূ সহ সেবনে উপকার পাওয়া যায়।

কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলে বা দাস্ত পরিস্কার না হলে— উষ্ণজল সহ হরীতকী চুর্ণ বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের সময়— হরীতকীর বীজ ছেঁদা করে সুতো দিয়ে হাতে বেঁধে রাখলে রোগাক্রমণের সম্ভাবনা রহিত হয়।

মুত্রাঘাত বা মুত্রকৃচ্ছ রোগে— হরীতকী চুর্ণ হেলেঞ্চা পাতার রস ও চিনি সহ সেবনে রোগ আরোগ্য হয়।

আঙ্গুল হাড়া হ'লে— হরীতকী চন্দনের ন্যায় ঘসে লাগাতে হয়।

হাতিশুঁড়া

চোখ উঠলে— হাতিশুঁড়ার পাতার রস বের করে ছেঁকে নিয়ে, চোখে লাগালে উপকার পাওয়া যায়।

গর্মির ঘায়ে— হাতিশুঁড়ার পাতা বেটে প্রলেপ লাগালে ঘা শুকোয়।

কুচকিতেও মালিশ করিবে। ইহা এক সাপ্তাহ বা দুই সাপ্তাহ ব্যবহার করিবে। আশ্চার্য রকম ফল পাইবে।

সমাপ্ত

Scanned by CamScanner

- বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ শত মুসলিম মনীষী
- বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ শত মনীষী
- সহীহ্ বোখারী শরীফ ৬ খণ্ডে সমাপ্ত
- বার চান্দের খুতবাহ্ নোবাতা
- মোকছুদুল মো'মিনীন বা বেহেশ্‌তের কুন্‌জী ১-১৫খণ্ড
- সহীহ্ বাংলা বোখারী শরীফ হাদীস (একত্রে)
- বেহেশ্‌তী জেওর ১-১১ খণ্ডে
- নূর বঙ্গানুবাদ কোরাআন শরীফ শানে নুসুল ব্যাখ্যা সহ হযঃ মাওঃ আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)
- আসল নিয়ামুল কুরআন
- তায্‌কেরাতুল আউলিয়া (অলিদের জীব[illegible]ী)
- কাসাসুল আম্বিয়া ১-২ খণ্ড
- বিশ্ব নবীর (সাঃ) জীবনী
- খোলাফায়ে রাশেদীন বা চারখলিফার জীবনী
- আদিকালের প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ ও কবিরাজী চিকিৎসা শিক্ষা

সোলেমানীয়া বুক হাউস

৭,বায়তুল মোকাররম ,ঢাকা-১১০০

Scanned by CamScanner